উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বৃহস্পতিবার ৪.০০ টাকা 21 November 2024 Thursday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 182

গায়ানায় মোদিকে সর্বোচ্চ সম্মান

সাতের পাতায়

মানসিক শান্তি নিয়ে ফিরছি, বললেন রাফা

বারোর পাতায়

খরচে এখন রিসর্টকে টেক্কা দিচ্ছে হোমস্টে

গ্রামীণ পর্যটনকে চাঙ্গা করতে হোমস্টে নীতি নিয়েছিল সরকার। বেঁধে দেওয়া হয়েছিল নিয়মকানুন। আর সেই নিয়মের ফাঁক গলেই এখন পাহাড়-ডুয়ার্সের হোমস্টের দখল নিচ্ছেন পুঁজিপতিরা। নিয়ম ভেঙে লিজে মার খাচ্ছে রাজস্বও। পর্যটনের ফাঁদে নজর ফেলল উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আজ দ্বিতীয় কিস্তি।

পর্যটনে অশনিসংকেত

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : পাহাড়ের বুকে একটুকরো নিজের ঘর। যেখানে খুব স্বল্প খরচে মিলবে থাকা ও খাওয়ার সুযোগ। মূলত এই ভাবনা থেকে হোমস্টে নীতি নিয়েছিল রাজ্য সরকার। সামান্য খরচে বেড়ানোর সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে তা লুফে নিয়েছিলেন ভ্রমণপিপাসুরাও। কিন্তু ইদানীং সরকারের সেই উদ্দেশ্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলছেন পর্যটকরাই। যে হারে হোমস্টেতে খরচ বাড়ছে, তাতে অশনিসংকেতও দেখছেন অনেকে।

পরিষেবা বলতে খুব সামান্যই। রাতে থাকার জন্য একখানা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘর, বড়জোর স্নানাগারে গরম জলের ব্যবস্থা। আর তিনবেলা একেবারে ঘরোয়া খানা। সরকারের তরফে এও স্পষ্ট করে বলা হয়েছিল, ব্যক্তিগত জমিতে ফলানো জৈব শাকসবজি দিয়েই অতিথিকে আপ্যায়ন করতে হবে গৃহস্থকে। কিন্তু সেসব এখন অতীত। বরং পাতে পড়ছে রেস্তোরাঁর মতো নামভারী ডিশ। ফলে হোমস্টের স্বতন্ত্রতা হারিয়ে যাচ্ছে বিলাসিতায়। আর সেটা করতে গিয়েই কিছু হোমস্টের খরচ হোটেল, রিসর্টকেও টেক্কা দিচ্ছে বলে মনে করছেন কালিম্পংয়ের একটি বহু পুরোনো হোমস্টের মালিক সুনীল রাই।

একইরকম অভিজ্ঞতা শোনালেন শিলিগুড়ির উত্তর ভারতনগরের প্রান্তিক বসু। সন্ধ্যায় গরম চায়ের সঙ্গে চিকেন পকোড়া পেয়ে বিস্মিত হয়েছিলেন তিনি। আশা ছিল, সান্ধ্য আহারে মিলবে ধোঁয়া ওঠা মোমো আর ডলে খুরসানির চাটনি। পরদিন প্রাতরাশে পুরির সঙ্গে শিমুলতারার সবজি না পেয়েও অবাক হতে হয় তাঁকে। তিনচুলের হোমস্টেতে তাঁর প্রশ্ন ছিল, 'আপনাদের এখানে ট্র্যাডিশনাল খাবার পাওয়া যায় না?' উত্তর তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। প্রান্তিকের আক্ষেপ, 'হোটেল এবং হোমস্টের মধ্যে এখন আর তেমন কোনও পার্থক্য নেই।'

সিটংয়ের একটি হোমস্টে।

শুধু খাবারে পরিবর্তন ঘটেছে তা নয়, সামাজিক ক্ষেত্রেও এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। এমনই অভিযোগ করলেন পর্যটন ব্যবসায়ী দেবাশিস মৈত্র। তাঁর অভিযোগ, 'পর্যটকদের মনোরঞ্জনের জন্য অনেক জায়গাতেই এখন রাত ১২টা নাগাদও ডিজে চালানো হচ্ছে। মধ্যরাত পর্যন্ত খানাপিনা, গানবাজনা চলতে থাকায় ওই এলাকার সামাজিক প্রেক্ষাপটের বদল ঘটছে। পাহাড় কিন্তু আগে যেমন ঘুমিয়ে পড়ে, তেমনই সাতসকালে ঘুম থেকে উঠে পড়ে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সেটা হচ্ছে না।' হোমস্টের নামে পরিচালিত হলেও, কয়েকটিতে ইতিমধ্যে সুইমিং পুল তৈরি হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠছে। পর্যটন দপ্তরের এক আধিকারিকের বক্তব্য, 'হোমস্টেতে কখনোই সুইমিং পুল থাকতে পারে না।'

রাজ্যে হোমস্টে চালুর একেবারের শুরুর দিকে অধিকাংশ জায়গাতেই মাথাপিছু থাকা-খাওয়ার খরচ নেওয়া হত ৯০০-১০০০ টাকা। এখন অধিকাংশ হোমস্টেতেই গড়ে ১৬০০-১৮০০ টাকা নেওয়া হচ্ছে। কিছু কিছু হোমস্টেতে তারও বেশি। যে গুটিকয়েক হোমস্টে স্বল্প খরচে থাকার সুযোগ দিচ্ছে, সেগুলি প্রচারের আলো থেকে অনেকটাই দূরে। কিন্তু কেন? তাবাকোশির এক হোমস্টের কর্ণধার বলছেন, 'হোমস্টের নামে এখন গড়ে উঠছে অত্যাধুনিক রিসর্ট। সেখানে থাকছে সুইমিং পুল, আরও কত কী! লোকে সোশ্যাল মিডিয়ায় সেসব ছবি দেখে ছুটছেন। সেখানে থাকা-খাওয়ার জন্য মোটা টাকা নেওয়া হচ্ছে। অথচ এগুলির একটিও কিন্তু হোমস্টে নয়।'

হোমস্টের বিনিয়োগে পাহাড়ের গ্রামীণ এলাকায় পুঁজি খাটছে বাইরের এবং মুনাফাও চলে যাচ্ছে বহিরাগতের হাতে, তা এখন দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট।

এরপর দশের পাতায়

তাহাদের কথা

খয়রাতিতে চাপা পড়ে যাচ্ছে ট্যাব দুর্নীতি

দীপ সাহা

কতই রঙ্গ দেখি দুনিয়ায়
ও ভাইরে ও ভাই কতই রঙ্গ দেখি দুনিয়ায়...

হীরক রাজার দেশের চরণদাস যদি বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকতেন, তাহলে বোধহয় রাজ্য সরকারের কীর্তিকলাপ দেখে এই গানের কলিই আওড়াতেন।

রঙ্গ নয় তো কী!

ট্যাব দুর্নীতি কাণ্ডে যখন রাজ্যজুড়ে হইচই, সরকারি কোষাগারের কোটি কোটি টাকা হাপিস, তখন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সদর্পে ঘোষণা করে দিলেন বঞ্চিত পড়ুয়ারা ট্যাবের টাকা পেয়ে যাবে শীঘ্রই। যে টাকাটা 'জলাঞ্জলি' গেল, সেটা ফেরাতে খুব বেশি আগ্রহ দেখালেন না। বরং ক'দিন আগে উত্তরবঙ্গ সফর সেরে কলকাতায় ফেরার পথে বাগডোগরা বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে তিনি যে যুক্তি খাড়া করার চেষ্টা করলেন, তা একাধারে হাস্যকর এবং বিস্ময়কর।

নিজের রাজ্যে হওয়া দুর্নীতিকে ছোট করে দেখাতে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য ছিল, 'এই গ্রুপটি মহারাষ্ট্র, রাজস্থানেও বিভিন্ন প্রোজেক্ট হ্যাক করেছে। বাংলাতেও করেছে।' অর্থাৎ তিনি বোঝাতে চাইলেন, এসব খুব তুচ্ছ ঘটনা। সব জায়গাতেই হয়।

এখনও পর্যন্ত রাজ্যের প্রায় ৫০০টি হাইস্কুলের তিন হাজারের মতো পড়ুয়ার ট্যাবের টাকা অন্যত্র গিয়েছে বলে সামনে এসেছে। সংখ্যাটা যে আরও বেশি ছাড়া কম নয়, তা সকলেরই জানা। পড়ুয়া প্রতি ট্যাবের জন্য ১০ হাজার টাকা ধরলে সবমিলিয়ে হাপিস হয়েছে প্রায় তিন কোটি টাকা। মনে রাখতে হবে, এই তিন কোটি টাকার সবটাই জনগণের করের টাকা। একটি টাকাও সরকারের নিজস্ব নয়। সুতরাং এই টাকা উদ্ধার করা গেল কি না, তা জানার হক সকলের রয়েছে।

দুর্নীতি ধরতে রাজ্য সরকার 'সিট' গঠন করেছে ঠিকই। রোজ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে একের পর এক জালিয়াত ধরাও পড়ছে। শুধুমাত্র চোপড়ার ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েত থেকেই পুলিশের জালে ফেঁসেছে ১১ জন।

এরপর দশের পাতায়

অভিযোগ উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে

র‍্যাগিং নিয়ে ফের হইচই

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে নতুন করে র‍্যাগিং এবং হুমকি সংস্কৃতির অভিযোগ সামনে এল। আন্দোলনকারী জুনিয়ার ডাক্তারদের সংগঠন 'জয়েন্ট অ্যাকশন ফোরাম রেসিডেন্ট ডক্টরস অ্যান্ড স্টুডেন্ট'-এর তরফে এবার র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ তোলা হয়েছে। অভিযোগ, রবিবার রাতে হস্টেল থেকে জুনিয়ার ডাক্তারদের নিজেদের ঘরে ডেকে পাঠায় সিনিয়ারদের একাংশ। সেখানে পরিচয় পর্বের নামে নানাভাবে ১০ থেকে ১৫ জন ডাক্তারি পড়ুয়াকে র‍্যাগিং করা হয়েছে। তবে বিষয়টি নিয়ে এখনও মেডিকেল কর্তৃপক্ষের কাছে কোনও লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি।

সম্প্রতি গুজরাটে র‍্যাগিংয়ের শিকার হয়ে মৃত্যু হয়েছে এক জুনিয়ার ডাক্তারের। সেই ঘটনায় তোলপাড় গোটা দেশের চিকিৎসক মহল। ফলে নতুন করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে এমন অভিযোগ ওঠায় বিষয়টি অন্য মাত্রা পেয়েছে। র‍্যাগিংয়ের শিকার পড়ুয়ারা ভয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ না করলেও বুধবার ফোরামের সদস্যরা মেডিকেলের অধ্যক্ষকে বিষয়টি জানান। ফোরামের তরফে ডাঃ শাহরিয়ার আলম বলছেন, 'সিনিয়াররা জুনিয়ারদের পরিচয় পর্বের নামে নিজেদের ঘরে আটকে রেখেছিল বলে খবর পেয়েছি। ফলে অনেকে ক্লাস করতে পারেনি। যা নিয়ে অনেকেই ক্ষুব্ধ। কিন্তু মেডিকেল কলেজে যা ভয়ের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তাতে অধিকাংশ সাহস করে সামনে এসে অভিযোগ করতে পারছে না। কেউ লিখিত অভিযোগ জানালে আমরা ওই ছাত্রছাত্রীদের পাশে দাঁড়াব।'

আন্দোলনকারীদের দাবি, কিছু ছাত্র নেতা জুনিয়ারদের ঘরে ডাকছে। সেই ছাত্র নেতাদের একাংশ নতুন করে নেতা হতে চাইছে। এর বিরুদ্ধে যাতে কলেজ কর্তৃপক্ষ কড়া পদক্ষেপ করে, সেই দাবি জানানো হয়েছে। মেডিকেলের অধ্যক্ষ ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহার সাফাই, 'এখানে অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটি রয়েছে এবং যা সবসময়ই সক্রিয়।' অর্থাৎ ঘুরিয়ে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন তিনি।

হুমকির সংস্কৃতিতে যুক্ত থাকার অভিযোগে পাঁচ পড়ুয়াকে সাসপেন্ড

এরপর দশের পাতায়

হস্টেলে হুমকি

- ডাক্তারি পড়ুয়াদের আন্দোলন চলাকালীন মেডিকেলে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ
- রবিবার রাতে হস্টেলে জুনিয়ারদের র‍্যাগিং করা হয়েছে বলে অভিযোগ
- পরিচয়পর্বের নামে তাঁদের হেনস্তা করা হয়েছে
- জয়েন্ট অ্যাকশন ফোরাম বুধবার এই অভিযোগ সামনে এনেছে

মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনে ভোট দিতে বুথে সপরিবারে শাহরুখ। সঙ্গে স্ত্রী গৌরী, মেয়ে সুহানা ও ছেলে আরিয়ান। বুধবার মুম্বইয়ে। -পিটিআই

একনজরে

আটকে পার্থর জামিন

এক বিচারপতি জামিন মঞ্জুর করলেও অপর বিচারপতি জামিন দিতে নারাজ। তাই আপাতত জামিন মিলল না প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের। মামলা যাচ্ছে হাইকোর্টের তৃতীয় বেঞ্চে।

বিস্তারিত পাঁচের পাতায়

বিটকয়েন দুর্নীতিতে সরগরম মহারাষ্ট্র

বিটকয়েন নিয়ে তোলপাড় মহারাষ্ট্রের রাজনীতি। বিজেপির মুখপাত্র সম্বিত পাত্র অভিযোগ তুলেছেন, এনসিপি নেত্রী সুপ্রিয়া সুলে এবং প্রদেশ কং সভাপতি নানা পাটোল বিটকয়েন ব্যবহারে জড়িত।

বিস্তারিত সাতের পাতায়

ইসলামপুর থেকে গ্রেপ্তার আরও ২

ট্যাব কাণ্ডে প্রশ্নের মুখে তৃণমূল

উত্তরের 'জামতাড়া'

অরুণ ঝা

চোপড়া, ২০ নভেম্বর : 'অন্যায় যে করে, অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।'

রবি ঠাকুরের লেখা এই পংক্তি ট্যাব কেলেঙ্কারির হটস্পট চোপড়ায় বিশেষভাবে প্রযোজ্য। সপ্তাহখানেক একেবারে মেঠো পথ চষে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, চোপড়ার সাইবার প্রতারকদের এই কীর্তিকলাপ মোটামুটি জানা ছিল স্থানীয় সব নেতারই। কিন্তু সময় থাকতে কেউই ঘাঁটানোর সাহস দেখাননি। ফলে দুর্নীতিচক্রে তৃণমূলের প্রচ্ছন্ন মদতের অভিযোগ কিছুতেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

তৃণমূলের এক নেতা মাঝিয়ালি অঞ্চলের একটি স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে যুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করলেন, 'সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করতে গেলেও তো সমস্যা। আমি কী উপায়ে কী কাজ করছি, আপনি বলার কে?- এই প্রশ্নের তো উত্তর নেই। ফলে অনেক কিছু জেনেও না জানার ভান করে থাকতে হচ্ছে।'

চোপড়ার তৃণমূল বিধায়ক হামিদুল রহমান অবশ্য দাবি করছেন, 'দলের কেউ এসবে যুক্ত নয়। পুলিশ প্রশাসন স্বতন্ত্রভাবে ধরপাকড় করছে। যারা দোষী তাদের সাজা পেতেই হবে।'

ট্যাব দুর্নীতি কাণ্ডে এখনও পর্যন্ত চোপড়া ও ইসলামপুর মিলিয়ে মোট ১৫ জন গ্রেপ্তার হয়েছে, যার মধ্যে ১২ জনই চোপড়ার। ইসলামপুর থানার সামনে থেকে নতুন করে ধরা পড়েছে জুলফিকার আলি। জুলফিকার ইসলামপুর থানার অমলঝাড়ির বাসিন্দা। বুধবার জুলফিকার এবং চোপড়া থেকে ধৃত উমর ফারুককে আদালতে পেশ করা হয়। বিচারক তাদের দুইদিনের ট্রানজিট রিমান্ড দিয়েছেন। রাতে ইসলামপুর ঘনার রামগঞ্জ থেকে মহম্মদ বাহাউদ্দিন নামে আরও একজনকে ধরেছে বনগাঁ ও ইসলামপুর থানার পুলিশ। ফাঁসিদেওয়া থেকেও একজনের গ্রেপ্তারির খবর মিলেছে। তবে, পুলিশ তার সত্যতা যাচাই করেনি।

উমরকে ঝাড়গ্রাম ও জুলফিকারকে হাওড়া কমিশনারেটের সাইবার শাখা গ্রেপ্তার করেছে। কেলেঙ্কারির অন্যতম মাস্টারমাইন্ড মনসুরের এজেন্ট হিসেবে জুলফিকার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য সংগ্রহ করত বলে জানিয়েছেন সরকারি আইনজীবী।

এরপর দশের পাতায়

মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ডে পাল্লা ভারী এনডিএ'র

মুম্বই ও রাঁচি, ২০ নভেম্বর : মহারাষ্ট্রে পালাবদল এ যাত্রায় অধরাই থেকে যেতে পারে। ভোটগ্রহণের পর বুধবার বুথফেরত সমীক্ষায় এগিয়ে রয়েছে বিজেপির নেতৃত্বাধীন মহাযুতি। 'ইন্ডিয়া' জোটের হাতে থাকা ঝাড়খণ্ডের মসনদও বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ উলটে দিতে পারে বলে ওই সমীক্ষায় আভাস দেওয়া হয়েছে। তবে দুই রাজ্যেই হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের সম্ভাবনা স্পষ্ট প্রায় সব সমীক্ষায়।

মহারাষ্ট্রের ২৮৮টি বিধানসভা আসনে বিকাল ৫টা পর্যন্ত ৫৮.২২ শতাংশ ভোট পড়েছে। লক্ষণীয় যে, সর্বাধিক ভোট পড়েছে মাও-অধ্যুষিত গড়চিরৌলিতে (৬৯.৬৩ শতাংশ)। অথচ নির্বাচন কমিশনের যাবতীয় আবেদন নস্যাৎ করে মুম্বই শহরে ভোটের হার সবচেয়ে কম, ৪৯.০৭ শতাংশ। ঝাড়খণ্ডের ৮১টির মধ্যে বুধবার শেষ দফায় ৩৮টি আসনের নির্বাচনে ৬৪.৮৬ শতাংশ ভোট পড়েছে। মহারাষ্ট্রে সরকার গড়তে প্রয়োজন ১৪৫টি আসন। ঝাড়খণ্ড বিধানসভায় ম্যাজিক সংখ্যা ৪১।

অষ্টাদশ লোকসভা ভোট এবং সর্বশেষ হরিয়ানা ও জম্মু ও কাশ্মীরের বিধানসভা ভোটে বুথফেরত সমীক্ষার ফল খুব একটা না মেলায় এবার সমীক্ষক সংস্থাগুলির আভাস ঘিরে চর্চা কম। বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে বারবার প্রশ্ন ওঠায় বুথফেরত সমীক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ফলে পূর্বাভাস নিয়ে সতর্ক সর্বভারতীয় চ্যানেলগুলি। তবে বুথফেরত সমীক্ষা শনিবার ভোটগণনার সময় মিলে গেলে বিজেপি তথা এনডিএ শিবিরের হাসি চওড়া হবে। উলটোদিকে প্রশ্নের মুখে পড়বে ইন্ডিয়া জোটের ভবিষ্যৎ।

সমীক্ষার আভাস

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকাও হাপিস

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ২০ নভেম্বর : ট্যাব কেলেঙ্কারির পর এবার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারেও জামতাড়া গ্যাংয়ের আদলে সাইবার অপরাধীদের থাবা পড়েছে বলে সন্দেহ। দিনহাটায় এমন ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। সেখানে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের একাধিক উপভোক্তার টাকা অন্য অ্যাকাউন্টে চলে যাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে। কারও দু'বছর থেকেই অন্য অ্যাকাউন্টে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা ঢুকছে। আবার কারও গত চার মাস থেকে অন্য অ্যাকাউন্টে টাকা চলে যাচ্ছে। এরকম বেশ কিছু অভিযোগ ইতিমধ্যে মহকুমা শাসকের কাছে জমা পড়েছে। কিন্তু প্রশাসনের একাংশ অবশ্য অভিযোগগুলি ধামাচাপা দিতে চাইছে। অনেক ক্ষেত্রেই অভিযোগ উঠছে।

দিনহাটার মহকুমা শাসক বিধু শেখর অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি বলেন, 'একটি-দুটি অভিযোগ আমার কাছে এসেছে। সেগুলি আইন অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য জেলাতে পাঠানো হয়েছে।'

গত কয়েকদিন ধরে ট্যাব কেলেঙ্কারি সামনে আসার পর রাজ্যজুড়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে। এমনকি ওই কেলেঙ্কারিতে ইতিমধ্যেই নাম জড়িয়েছে দিনহাটার এক শিক্ষকের। ঠিক তার পরেপরেই দিনহাটায় একাধিক উপভোক্তার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা অন্য কারও অ্যাকাউন্টে যাওয়া বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে অভিজ্ঞ মহল।

বেআইনি কারবার

- লক্ষ্মীর ভাণ্ডারেও জামতাড়া গ্যাংয়ের আদলে সাইবার অপরাধীদের থাবা পড়েছে
- লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের একাধিক উপভোক্তার টাকা অন্য অ্যাকাউন্টে চলে যাচ্ছে
- কারও দু'বছর ধরে, কারও চার মাস থেকে অন্য অ্যাকাউন্টে টাকা চলে যাচ্ছে
- একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছে মহকুমা শাসকের করণে

ইতিমধ্যে লিখিতভাবে দুটি অভিযোগ জমা পড়েছে মহকুমা শাসকের করণে। তাঁদের মধ্যে একজন দিনহাটা বোর্ডিংপাড়া ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মেরিনা খাতুন। তিনি জানান, ২০২১ সালের শেষের দিকে তিনি দুয়ারে সরকারের ক্যাম্পে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের আবেদন জমা করেছিলেন।

এরপর দশের পাতায়

মহানন্দার পাড়ে গোলাপের সুবাস

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : ধরুন, কোনও এক সন্ধ্যায় মহানন্দার পাড় দিয়ে হাঁটছেন। সঙ্গে আপনার প্রিয়জন। হঠাৎ নাকে ভেসে এল গোলাপের সুবাস। কিংবা ধরুন ইস্টার্ন বাইপাসের ডাম্পিং গ্রাউন্ডের ধার। একের পর এক ফুলের গন্ধে ম-ম করছে চারিদিক। ভাবছেন, এ আবার কী গাঁজাখুরি গল্প!

অবিশ্বাস্য মনে হলেও এটাই কিন্তু সত্যি হতে পারে অচিরে। এমনই ভাবনা নিয়েছে শিলিগুড়ি পুরনিগম। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইচ্ছানুসারে ইতিমধ্যে বিষয়টি নিয়ে হর্টিকালচার বিভাগের সচিব পর্যায়ের কর্তারা দেখা করেছেন মেয়র গৌতম দেবের সঙ্গে।

মহানন্দার ধার মানেই একসময় ছিল মুক্ত শৌচকর্মের জায়গা। এখন অবশ্য পুরনিগমের সৌন্দর্যায়নের জেরে ছবিটা খানিক বদলেছে। তবে কিছু জায়গায় আবর্জনা পড়ে থাকায় নাকে রুমাল চাপতে হয় অনেক সময়ই। ডাম্পিং গ্রাউন্ডের অবস্থা তো আরও করুণ। দুর্গন্ধে সেই পথে হাঁটা তো দূর, গাড়ির কাচ উঁচিয়ে কিংবা নিঃশ্বাস বন্ধ করে এলাকা পেরোতে হয়। কিন্তু পুরনিগম এবং রাজ্য সরকারের ভাবনায় সেই দিন ফুরোতে পারে।

ছবি : এআই

পুরনিগম সূত্রে খবর, ওই দুই এলাকায় থাকা নিজস্ব খালি জমিতে এবার ফুলের বাগান গড়ে তোলা হবে। ডাম্পিং গ্রাউন্ড এবং মহানন্দা নদীর লালমোহন মৌলিক নিরঞ্জন ঘাট থেকে নদীর পাড় ঘেঁষে নৌকাঘাট পর্যন্ত গোলাপ বাগান করা হবে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বুধবার মেয়র গৌতম দেবের সঙ্গে বৈঠক করেন হর্টিকালচার বিভাগের আধিকারিকরা। সেখানে ঠিক হয়েছে, ২৩, ৪২ নম্বর সহ বেশ কিছু ওয়ার্ডে যে খালি জায়গা পড়ে রয়েছে সেখানে ফুলের চাষ করা হবে।

ডাম্পিং গ্রাউন্ডে গোলাপ বাগানের পরিকল্পনা দীর্ঘদিনের। ইতিমধ্যে কলকাতা মেট্রোপলিটান ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (কেএমডিএ)-র উদ্যোগে ডাম্পিং গ্রাউন্ডের জঞ্জাল থেকে সার তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ডাম্পিং গ্রাউন্ড থেকে দীর্ঘ বছরের জমে থাকা আবর্জনাও অনেকটা সরানো সম্ভব হয়েছে। এবার সেখানে ফাঁকা জায়গায় গোলাপের বাগান তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হবে। তবে মুখ্যমন্ত্রী চান, শিলিগুড়িতে হর্টিকালচার দপ্তরের উদ্যোগে বিভিন্ন জায়গায় সৌন্দর্যায়নের কাজ করা হোক। সেইমতো শিলিগুড়ি পুরনিগমের অব্যবহৃত বেশ কিছু জায়গায় এই ফুলের চাষ করা হবে বলে ঠিক হয়েছে। ফুল বাগানের তালিকায় নতুন করে ঠাঁই পেয়েছে মহানন্দার পাড়।

এদিন বৈঠকের পর মেয়র বলছেন, 'হর্টিকালচার বিভাগের কর্তাদের সঙ্গে এদিন কথা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ওঁদের বলেছিলেন আমার সঙ্গে কথা বলতে। আমাদের অনেক খালি জায়গা রয়েছে। সেখানে ফল, ফুলের গাছ লাগানো হবে। আমরা লোক দেব। কিন্তু হর্টিকালচার বিভাগ বাকিটা করবে। ফুড প্রসেসিং নিয়েও আমরা কাজ করব।'

আপাতত ঠিক হয়েছে, ডাম্পিং গ্রাউন্ডে ২-৩ বিঘা জমিতে ফুলের বাগান হবে। সামনের দিকে থাকবে গোলাপ বাগান। মহানন্দার পাড় ধরে নৌকাঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকাতেও হবে ফুলের চাষ। গৌতমের কথায়, 'ওদের অনেক বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞ রয়েছেন। আমরা তাঁদের সাহায্য পাব।'

এখন দেখার পুরনিগমের এই পরিকল্পনা শুধু খাতায়-কলমেই থাকে, নাকি বাস্তবের মাটিতে ফোটে গোলাপ সহ রংবেরংয়ের ফুল।

কৃষকের জালই মৃত্যুফাঁদ পাখিদের

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ২০ নভেম্বর : সবজি বাঁচাতে কৃষকের দেওয়া জালই এখন মৃত্যুফাঁদ পাখিদের। শুধু পাখি নয়, সবজিখেতে দেওয়া ওই জালে ফেঁসে মৃত্যু হচ্ছে সাপেরও। ময়নাগুড়ি ব্লকজুড়ে চলা ওই ঘটনায় উদ্বিগ্ন পরিবেশপ্রেমীদের পাশাপাশি বন দপ্তরও। এই বিষয়ে সচেতনতা প্রচার কাজে না আসায় এই ধরনের ঘটনা ঠেকাতে কঠোর পদক্ষেপের দাবি উঠেছে। যদিও বন দপ্তর উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছে।

কৃষিনির্ভর ময়নাগুড়ি ব্লক। শীতের শুরুতেই শীতকালীন সবজি চাষ শুরু হয়েছে ময়নাগুড়ি ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে। আর এই সমস্ত সবজি, পাখির হাত থেকে রক্ষার জন্য, সবজির উপরে নাইলনের জাল ব্যবহার করছেন বহু কৃষক। সেই জালে আটকেই প্রাণ হারাচ্ছে একাধিক পাখি এমনকি সাপও। যার জেরে বাস্তুতন্ত্রে এক ব্যাপক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা করছেন পরিবেশপ্রেমীরা। ময়নাগুড়ি ব্লকের আমগুড়ি, পানবাড়ি ছাড়াও বার্নিশ, দোমোহনি ও বিভিন্ন নদীর চরে ফসল রক্ষার জন্য নাইলনের নেটে ছেয়ে গিয়েছে। বিভিন্ন সবজির খেতে যাওয়ার চেষ্টা করলেই সেখানে পাখিগুলো আটকে পড়ছে। এবং সেখান থেকে বের হতে না পেরে অঘোরেই প্রাণ হারাচ্ছে বহু পাখি। যেমন মাছরাঙা, শালিক, বক, পানকৌড়ি, টিয়া, প্যাঁচা, শালিক সহ নানা প্রজাতির পাখি। এই ঘটনা নতুন কিছু নয়। ফি বছর তিস্তা ও জলঢাকা নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকায় একাধিকবার এই ধরনের ঘটনা সামনে এসেছে। বন দপ্তর ও পরিবেশপ্রেমীদের যৌথ প্রচেষ্টায় কিছু জাল বাজেয়াপ্ত করা হলেও ফের একই ছবি ময়নাগুড়ি ব্লকের বিভিন্ন জায়গাজুড়ে। জলপাইগুড়ি বন বিভাগের ডিএফও বিকাশ ভি বলেন, 'বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী জালে আটকে পাখির মৃত্যু শিকার হিসেবে পরিগণিত হয়। এর আগে একাধিকবার এই ধরনের জালের ব্যবহারের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়েছে। আগামীতেও এই বিষয়ে সতর্ক করা হবে।'

পাখির হাত থেকে ফসল কিংবা মাছ রক্ষার জন্য বিকল্প উপায় থাকা সত্ত্বেও নাইলনের এই জালের দেদার ব্যবহার চলছে রমরমিয়ে। স্থানীয় কৃষকরা জানান, শীতের মরশুমে সর্ষে, মটরশুঁটি, বেগুন খেতে পাখির হানা লেগেই থাকে। আবাদি জমিতে পাখির ঝাঁক এসে বসলে নিমেষে সবকিছু সাবাড় করে দেয়। তাই পাখির হাত থেকে সবজি ও ফসল বাঁচাতে এই ধরনের জাল ব্যবহার করা হয়।

চাষিদের কথায়, এর আগে অনেকেই বড় ঘনত্বের নাইলনের জাল ব্যবহার করছিলেন। বন দপ্তর ও পরিবেশপ্রেমীরা তাঁদের সচেতন করেছিলেন তাই বড় ঘনত্বের জালের পরিবর্তে কম ঘনত্বের জাল ব্যবহার করছেন।

ময়নাগুড়ির এক পরিবেশপ্রেমী নন্দু রায় বলেন, 'সবজি রক্ষার তাগিদে অনেকেই এই জাল ব্যবহার করে থাকেন। তবে এমন ধরনের জাল ব্যবহার করা উচিত নয় যেখানে পাখি কিংবা সাপ আটকে যায়।'

সবজি রক্ষার নাইলনের জালে আটকে পাখির মৃত্যু। ময়নাগুড়িতে।

শিলিগুড়িতে বন্ধন

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : দিল্লি, কলকাতার পর এবার শিলিগুড়িতেও মিলবে বন্ধন জীবনবিমা পরিষেবা। বন্ধন লাইভের সঙ্গে অংশীদারিত্ব করবে শিলিগুড়ি বন্ধন ব্যাংক। এলাকার ৫১টি শাখা থেকে গ্রাহকরা এই বিমার সুযোগসুবিধা নিতে পারবেন। তিন ধরনের বিমায় থাকবে 'বন্ধন লাইফ গ্যারান্টি বিশ্বাস', এই সাশ্রয়ী জীবনবিমায় উপভোক্তাদের প্রিমিয়ামের আড়াই গুণ রিটার্ন প্রদান করবে।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৫৮০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬২০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭২৪০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯০৪৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯০৫৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: সিই/সিওএন/২০২৪/এনওভি/০১, তারিখ: ০৪-১১-২০২৪ -এর জন্য সংশোধনী নং. ০২

টেন্ডার নং: সিই-সিওএন-এজি-এমআইএস-২০২৪-০৫ -এর জন্য সংশোধনী নং. ০২ প্রকাশিত হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।

সিই/সিওএন-৩, মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

NOTICE

E-Tender are invited for providing 04(Four) Vehicles on monthly hired basis under CMOH, Darjeeling Vide NIeT No. DH&FWS/07, DH&FWS/08, DH&FWS/09 & DH&FWS/10 of 2024-2025 (3rd Call) respectively. For more details visit to www.wbtenders.gov.in and www.wbhealth.gov.in or office of the undersigned.

Sd/-
Chief Medical Officer of Health
Darjeeling

কর্মখালি

আন্তর্জাতিক সংস্থায় অন/অফ লাইনে বাড়ি থেকে কাজে উচ্চ আয়ের সুযোগ। সিরিয়াস ব্যক্তি আবশ্যিক। 9062950613. (K)

তুফানগঞ্জ রামহরি মোড় Kalpana T.V.S. অভিজ্ঞ মোটর সাইকেল মেকানিক ও ব্যাক অফিস স্টাফ প্রয়োজন। মো : 81162-30677. (D/S)

কোচবিহার শহরে, ডাক্তার পরিবারে, বাড়িতে থেকে, বাড়ির কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, অনূর্ধ্ব 40, মহিলা কর্মী চাই। বেতন - 12000/-। M :9733492592. (C/111896)

ভর্তি

শিলিগুড়ি নেতাজী উচ্চবিদ্যালয়ে, ২০২৫ শিক্ষাবর্ষের পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তির ফর্ম ২২/১১/২০২৪ থেকে ৩০/১১/২০২৪ তারিখ পর্যন্ত দেওয়া এবং জমা নেওয়া হইবে। (C/113517)

অ্যাফিডেভিট

আমার ভোটার কার্ড নং LZL 2709459 বাবার নামের বানান ভুল থাকায় গত 18-11-24,সদর, কোচবিহার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে বাবা Gautam Roy এবং Gautam Ray এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। - অনুরাধা রায়, নিউ টাউন, নেতাজী রোড, কোতোয়ালি, কোচবিহার (পঃবঃ, ভারত)। (C/111893)

আমার জন্ম শংসাপত্র রেজিস্ট্রেশন নং 2313, অ্যাডমিট কার্ড রেজিস্ট্রেশন নং 01047022-011 সহ অন্যান্য শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্যাদি এবং পাসপোর্ট নং - L 2015415 আমার নামের বানান ভুল থাকায় গত 18-11-24, সদর, কোচবিহার, E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Anuradha Ray এবং Anuradha Roy এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। নিউটাউন, নেতাজী রোড, কোতোয়ালি, কোচবিহার (পঃ বঃ, ভারত)। (C/111894)

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং. WB63-20160979843, পিতার নামের বানান ভুল থাকায় 20/11/24 তুফানগঞ্জ J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে Chhayed Hossain থেকে Chhayad Hossain করলাম। জাহানুর হোসেন, নাককাটিগাছ। (D/S)

জেআইএস-এর কনফারেন্স

নিউজ ব্যুরো

২০ নভেম্বর : জেআইএস ইউনিভার্সিটির ফার্মাসিউটিক্যাল টেকনলজি বিভাগ একটি অফলাইন কনফারেন্সের আয়োজন করে। তিনদিনের এই আয়োজনটি হয় আগরপাড়ার স্বামী বিবেকানন্দ অ্যাকাডেমিতে। কনফারেন্সের থিম ছিল 'মডার্ন টুলস অ্যান্ড অ্যাপ্রোচেস ইন দ্য ইমার্জিং ফিল্ড অফ ফার্মাসিউটিক্যাল অ্যান্ড বায়োমেডিকেল রিসার্চ।' দেশ-বিদেশের একাধিক এক্সপার্ট ছিলেন কনফারেন্সের প্যানেলে।

তাঁদের মধ্যে ছিলেন ডঃ ওয়াং টিং উই, ডঃ কাম্পানার্ট হুয়ানবাট্রা, ডঃ সীতেশচন্দ্র বাছার, ডঃ পান্না থামা, ডঃ বলরাম ঘোষ প্রমুখ। জেআইএস গ্রুপের ডিরেক্টর সর্দার সিমরপ্রীত সিং বলেন, 'জিসুকোনফ ২০২৪- ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্সের অ্যাডভান্সমেন্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ কনফারেন্স হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। বিশিষ্টদের উপস্থিতিতে অনেক কিছু শেখা গেল।'

জোড়া বাইসনের তাণ্ডবে মৃত ১

জাকির হোসেন

ফেশ্যাবাড়ি, ২০ নভেম্বর : বাইসনের হামলায় মৃত্যু হল এক প্রৌঢ়ের। জখম হলেন আরেক তরুণ। বুধবার সকাল থেকে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের প্রেমেরডাঙ্গায় জোড়া বাইসন দাপিয়ে বেড়ায়। খবর চাউর হতে এলাকায় ভিড় জমে যায়। সেখানে বাইসনের গুঁতো খেয়ে নৃপেন বর্মন (৫৮) এবং শংকর বর্মন আহত হন। তাঁদের প্রথমে নিশিগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। এর মধ্যে নৃপেন গুরুতরভাবে জখম হওয়ায় তাঁকে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। আহত তরুণকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রেমেরডাঙ্গা

খবর পেয়ে বনকর্মী এবং পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর বনকর্মীরা ঘুমপাড়ানি গুলি ছুড়ে বুনো দুটিকে আয়ত্তে আনতে সক্ষম হন।

বন বিভাগের কোচবিহার জেলা ডিএফও অসিতাভ চট্টোপাধ্যায় বললেন, 'বাইসনের হামলায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। সরকারি নিয়ম মেনে বৃহস্পতিবার পাঁচ লক্ষ টাকার চেক মৃতের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।'

এদিন সকালে প্রেমেরডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় জোড়া বাইসনকে দাপিয়ে বেড়াতে দেখেন স্থানীয়রা। ধলোগুড়ি, শালমারা, তেঁতুলিগুড়ি সহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় বুনো দুটি তাণ্ডব চালিয়েছে। বিষয়টি বন বিভাগকে জানানো হলে মাথাভাঙ্গা রেঞ্জ অফিসার সুদীপ দাসের নেতৃত্বে বনকর্মীরা সেখানে যান। এলাকায় বাইসন বেড়িয়েছে, খবরটি ছড়িয়ে পড়তে উৎসুক জনতা ভিড় জমায়। সেসময় বুনোর গুঁতোয় দুজন জখম হন। দুজনকে নিশিগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনাস্থলে এদিন যান ডিএফও অসিতাভ চট্টোপাধ্যায়, এডিএফও বিজনকুমার নাথও। এখন মাঠে অধিকাংশ ধান কাটা হয়ে গিয়েছে। ফাঁকা মাঠে এদিক-ওদিক বুনোরা ছোটাছুটি করায় প্রথমে বেগ পেতে হয় বনকর্মীদের। এতে বেশ কিছু ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দীর্ঘ প্রচেষ্টায় বেলা গড়াতে শেষপর্যন্ত দুটি পৃথক জায়গা থেকে ঘুমপাড়ানি গুলি ছোড়া হয়। পরে এডিএফও বিজনকুমার নাথ বলেন, 'চিলাপাতা এবং পাতলাখাওয়া জঙ্গলে বাইসন দুটিকে ছাড়া হয়েছে। মৃতের পরিবার আবেদন করলে পরিবারের একজনের চাকরির বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে।'

মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকে অবশ্য বন্যপ্রাণীদের আগমন নতুন কোনও ঘটনা নয়। বুনোদের হামলায় এর আগে অনেকেই জখম হয়েছেন। গতবছর ৩ নভেম্বর হাতির দল কোচবিহারের বিস্তীর্ণ এলাকা দাপিয়ে উনিশবিশায় চারজনের মৃত্যু হয়েছে।

প্রসেনজিৎ এবার 'উত্তরের নায়ক'

ফালাকাটা, ২০ নভেম্বর : তাঁর প্রথম অভিনীত হিন্দি শিক্ষামূলক সিনেমা 'পহেলি পহচান'-এ সান্নিধ্য পেয়েছিলেন সদ্য প্রয়াত মনোজ মিত্রের। তখন তিনি কলেজ পড়ুয়া। তাঁর ব্যবহার এবং কাজে প্রসন্ন মনোজ তাঁকে সম্বোধন করতেন 'জিনিয়াস ইয়াং বয়' বলে। তিনি ফালাকাটার প্রসেনজিৎ রায়। বেশ কিছু রাজবংশী সিনেমায় নায়কের চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি। একসময় শিল্পচর্চার তাগিদে নিজের জমি অবধি বিক্রি করে দিয়েছিলেন। এবার সেই প্রসেনজিৎকেই উত্তরের নায়ক সম্মানে ভূষিত করছে নর্থবেঙ্গল সিনেমা সোসাইটি।

সংগঠনের সভাপতি সঞ্জয় বর্মনের কথায়, 'উত্তরের সিনেমা জগতে তাঁর অবদান গুরুত্বপূর্ণ। একটা সময় নিজের গাঁটের কড়ি খরচ করে তিনি রাজবংশী সিনেমায় অভিনয় করেছিলেন। ভাষা, সংস্কৃতি নিয়ে অনেক বইও লিখেছেন। তাঁর এই সমস্ত কাজকে শ্রদ্ধা জানাতেই তাঁকে এবার এই সম্মান তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

প্রসেনজিতের কথায়, 'কুড়ি বছর আগেও সমাজমাধ্যমের এতটা প্রভাব ছিল না। তবুও আমরা ভাষা, সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে ধরে রাখা ও সমাজসচেতনতামূলক বার্তা প্রচারের উদ্দেশ্যেই সিনেমায় অভিনয় করতাম।' আগামী ১২ ডিসেম্বর শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে তাঁর এই সম্মান তুলে দেওয়া হবে।

NOTICE

Notice is hereby given to all the concerns that Mr. Sagnik Roy son of Late Subash Roy resident of Khudiram Pally Bagdogra, P.O.P.S Bagdogra, and District Darjeeling above named has filed a complaint before the Matigara Police Station, vide G.D entry No: 1606 dated 28/09/2024 in connection with Khatian No: 35/3, New 623, J.L No. 71, R.S Plot No: 743, L.R Plot No. 1244, P.S Matigara, District Darjeeling as the land has been wrongly possessed by one Shri. Sukumar Roy, Son of Late Sashi Mohan Roy, Resident of Khudiram Pally Bagdogra, P.O.P.S Bagdogra, and District Darjeeling, the matter is Sub-Judice as such till the final verdict of the disputed property is not finalized I have STRONG OBJECTION for the sale or any kind of transaction in connection with the above mentioned land.

Sd/- BEDEN GURUNG
Phone : 9002159291

NOTICE

E-Tender for Procurement of X.Ray Flim for CR-System, Fuji Dry Pix (2000) Thermal Printer (each packet contain 100 flims) for DRS. Darjeeling. Vide NIeT No. DII&FWS/11 of 2024-2025 (3rd Call) Dated, 18.11.2024. For more details visit to www.wbtenders.gov.in and www.wbhealth.gov.in or office of the undersigned.

Sd/-
Chief Medical Officer of Health
Darjeeling

Tender Notice

e-NIT No : 02/WBSRDA/DD/2024-25
[1 Call] of the Executive Engineer,
WBSRDA, Dakshin Dinajpur Division
Vide Memo No. : 1353/WBSRDA/DD, Date : 19.11.2024

(E-Procurement)

Details of e-NIT No: 02/ WBSRDA/DD/2024-25 (1call) of the Executive Engineer, WBSRDA, Dakshin Dinajpur Division Dated : 19.11.2024 may be seen in the office of the undersigned between 11.00 hrs. to 16.00 hrs. on any working day and also be seen from Website https://wbtenders.gov.in (under the following organization chain - 'PANCHAYAT AND RURAL DEVELOPMENT|| WBSRDA|| DAKSHIN DINAJPUR DIVISION') on 20.11.2024 at 11.00 Hrs.

Sd/-
Executive Engineer
WBSRDA
Dakshin Dinajpur Division

কাটিহারে "গ্রিড কানেক্টেড" সোলার ফটো ভোল্টাইক মডিউল স্থাপন

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ইএল/২৯/১৭_২০২৪/কে/৯৪৭; তারিখ : ১৪-১১-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং : ১৭_২০২৪; কাজের নাম : কাটিহার ডিভিশনে "গ্রিড কানেক্টেড" (গ্রিডে) সোলার ফটো ভোল্টাইক মডিউল স্থাপন করা (ফেজ-II)। টেন্ডার মূল্য: ১,০৭,৩৪,৩৭৬.৬৩/- টাকা; বায়না মূল্য: ৬,০৩,৭০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খোলা ০৯-১২-২০২৪ তারিখে ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৯-১২-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

বৈদ্যুতিক পরিবর্তন, আলোর ব্যবস্থা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ডিওয়াই.সিইই/কন/এনজেপি/ই/০৯/২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদার/ফার্ম-এর কাছ থেকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের মাধ্যমে মোহরযুক্ত খামে মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং: ই-সি-এন-এস-৩-২৪-২৫-এনজেপিডব্লিউসি-আরটি। কাজের নাম: ইপিসি চুক্তি ব্যতীত বিশ্বমানের মতো করে (পর্যায়ভিত্তিক) নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনের মুখ্য আপগ্রেডেশন/পুনর্বিকাশের সাথে সম্পর্কযুক্ত বৈদ্যুতিক পরিবর্তন, পাওয়ার সাপ্লাই ব্যবস্থার আলোর ব্যবস্থা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন। টেন্ডার মূল্য: ১২,৫৯,২৬,৩৯৬.৯২ টাকা; বায়নার ধন: ৭,৭৯,৬০০.০০ টাকা। ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারের উপলব্ধতা: ১৮-১১-২০২৪ থেকে ১২-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত যে কোনও কর্মদিনে। ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় : ১২-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। ই-টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়: ডিওয়াই. চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (কনস্ট্রাকশন), নিউ জলপাইগুড়ি, ডাকঘর : ভক্তিনগর, পিন-৭৩৪০০৭-এর কার্যালয়ে ১২-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।

ডিওয়াই.চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/কন, নিউ জলপাইগুড়ি, ভক্তিনগর-০৭
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়"

বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এম-টিএসকে- ২০২৪-১৯, তারিখ : ১৮-১১-২০২৪। টেন্ডার নং: এম-টিএসকে-২০২৪-১৯। কাজের নাম : ০৩ (তিন) বছর সময়ের জন্য তিনসুকিয়া ডিভিশনের মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্টে বিভিন্ন ডিপো/শেড/প্রশাসনিক ভবনের অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থার বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা। কাজের স্থান : মরিয়নি, ডিব্রুগড়, তিনসুকিয়া, নর্থ লখিমপুর, মুর্কংসেলেক ও তিনসুকিয়া ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশন। টেন্ডার মূল্য:২৩,৫২,৩১৫.২১ টাকা। টেন্ডার জমা করার অন্তিম তারিখ ও সময়: ১০-১২-২০২৪ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টা। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়: ১০-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টার পরে। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ দেখার ও ডাউনলোড করার ওয়েবসাইট: www.ireps.gov.in।

সিনি. ডিএমই, তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আজ টিভিতে

সাহিত্যের সেরা সময়ে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে শুরু হচ্ছে **অনুপমার প্রেম**। সোম থেকে শনি সন্ধ্যা ৭.৩০ **আকাশ আট**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৩.৩০ অমর সঙ্গী, ৪.০০ রান্নাঘর, ৪.৩০ দিদি নাম্বার ১, ৫.৩০ পুবের ময়না, সন্ধ্যা ৬.০০ নিমফুলের মধু, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ পরিণীতা, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ টুম্পা অটোওয়ালি, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ প্রেরণা -আত্মমর্যাদার লড়াই, ৭.৩০ ফেরারি মন, রাত ৮.০০ শিবশক্তি, ৮.৩০ স্বপ্নডানা, ৯.৩০ মৌ এর বাড়ি, ১০.০০ শিবশক্তি (রিপিট), রাত ১১.০০ শুভদৃষ্টি

আকাশ আট : সকাল ৭.০০ গুড মর্নিং আকাশ, দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, দুপুর ২.০০ আকাশে সুপারস্টার, সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ চ্যাটার্জী বাড়ির মেয়েরা, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময় - অনুপমার প্রেম, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ ভালোবাসা, দুপুর ২.৫৫ আশ্রয়, বিকেল ৫.১০ বৌমার বনবাস, রাত ৮.১০ বাবা কেন চাকর, ১১.০০ অংশুমান এমবিএ

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ মন মানে না, বিকেল ৪.২০ বিধাতার লেখা, সন্ধ্যা ৭.৪৫ হারজিৎ, রাত ১০.৩০ জামাইবদল

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ বেহুলা লখীন্দর, দুপুর ১.০০ এমএলএ ফাটাকেষ্ট, বিকেল ৪.০০ ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে, সন্ধ্যা ৭.০০ ফাইটার, রাত ১০.০০ খিলাড়ি

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ স্ত্রীর মর্যাদা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ বিপাশা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ পুরুষোত্তম

হম আপকে হ্যায় কৌন দুপুর ১.১০ জি সিনেমা এইচডি

মন মানে না দুপুর ১.৩০ জলসা মুভিজ

ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে বিকেল ৪ কালার্স বাংলা সিনেমা

অংশুমান এমবিএ রাত ১১ জি বাংলা সিনেমা

পূর্ব রেলওয়ে

অকশন ক্যাটালগ

প্রশাসনিক ইউনিট/ জোন: শিয়ালদহ ডিভিশন-কমার্শিয়াল, পূর্ব রেলওয়ে। অকশন পরিচালন কর্তৃপক্ষ: সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, শিয়ালদহ। অকশন ক্যাটালগ নং: এসডিএইচ-পার্সেল-৩৬। অকশন শুরু (সকল লট): ০৪.১২.২০২৪, সকাল ১০টা। অকশন শেষের তারিখ/সময়: ০৪.১২.২০২৪, দুপুর ১.১০মিনিট। অটো এক্সটেনশনস্ জোন: ১২০ সেকেন্ড। অটো এক্সটেনশনস্ সময়কাল: ১২০ সেকেন্ড। প্রারম্ভিক বিরাম কাল: ৩০ মিনিট। পর্যায়ক্রমিক লট বন্ধের মধ্যবর্তী সময়কাল: ১০ মিনিট। সর্বাধিক অটো এক্সটেনশন: ১০ বার। ক্যাটালগ প্রকাশের তারিখ : ১৮.১১.২০২৪, বিকাল ৪.০৭ মিনিট। সিদ্ধান্তের প্রক্রিয়া : অটো, আরপি প্রদর্শিত - না, আরপি-এর নীচে পারমিট বিড - হ্যাঁ। ক্র.নং.; এসইকিউ নং; লট নং/ক্যাটিগরি; ট্রিপ/দিন এবং লট শেষের তারিখ/সময় নিম্নরূপ: ১; এএ/১; ১৩১৫৩-এসএলআর- আর১-এসডিএইচ-এমএলডিটি-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর); ৭৩০ ও ০৪.১২.২০২৪ সকাল ১০.৩০ মিনিট। ২; এএ/২; ১৩১৫৩-এসএলআর-এফ১-এসডিএইচ-এমএলডিটি-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর); ৭৩০ ও ০৪.১২.২০২৪ সকাল ১০.৪০ মিনিট। ৩; এএ/৩; ১৩১৫৩-এসএলআর-এফ২-এসডিএইচ-এমএলডিটি-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর); ৭৩০ ও ০৪.১২.২০২৪ সকাল ১০.৫০ মিনিট। ৪; এএ/৪; ১৯৬০৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এমডিজেএন-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর); ১০৪ ও ০৪.১২.২০২৪ সকাল ১১টা। ৫; এএ/৫; ২২১৯৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-ভিজিএলজে-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর); ১০৪ ও ০৪.১২.২০২৪ সকাল ১১.১০ মিনিট। ৬; এএ/৬; ১৩১৭৩-এসএলআর-আর১-এসডিএইচ-এসবিআরএম-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর); ২০৯ ও ০৪.১২.২০২৪ সকাল ১১.২০ মিনিট। ৭; এএ/৭; ১৩১৭৩-এসএলআর-এফ১-এসডিএইচ-এসবিআরএম-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর); ৪১৭ ও ০৪.১২.২০২৪ সকাল ১১.৩০ মিনিট। ৮; এএ/৮; ১৩১৭৩-এসএলআর-এফ২-এসডিএইচ-এসবিআরএম-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর); ৪১৭ ও ০৪.১২.২০২৪ সকাল ১১.৪০ মিনিট। ৯; এএ/৯; ১৩১৭৫-এসএলআর-এফ২-এসডিএইচ-এসসিএল-২৩-২ (পার্সেল-এসএলআর); ৩১৩ ও ০৪.১২.২০২৪ সকাল ১১.৫০ মিনিট। ১০; এএ/১০; ১২৩১৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এএসআর-২২-২ (পার্সেল-এসএলআর); ১০৪ ও ০৪.১২.২০২৪ দুপুর ১২টা। ১১; এএ/১১; ১৯৪১৪-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এডিআই-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর); ১০৫ ও ০৪.১২.২০২৪ দুপুর ১২.১০ মিনিট। ১২; এএ/১২; ১৩১৪১-এসএলআর-এফ২-এসডিএইচ-এনওকিউ-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর); ৭৩০ ও ০৪.১২.২০২৪ দুপুর ১২.২০ মিনিট। ১৩; এএ/১৩; ১২৩৬৩-এসএলআর-এফ২-কেওএএ-এইচডিবি-২৩-২ (পার্সেল-এসএলআর); ৩১৩ ও ০৪.১২.২০২৪ দুপুর ১২.৩০ মিনিট। ১৪; এএ/১৪; ১৩১০৫-এসএলআর-এফ১-এসডিএইচ-বিইউআই-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর); ৩১৪ ও ০৪.১২.২০২৪ দুপুর ১২.৪০ মিনিট। ১৫; এএ/১৫; ১৩১০৫-এসএলআর-এফ২-এসডিএইচ-বিইউআই-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর); ৩১৪ ও ০৪.১২.২০২৪ দুপুর ১২.৫০ মিনিট। ১৬; এএ/১৬; ১৩১৪৫-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-আরডিপি-২৪-২ (পার্সেল-এসএলআর); ৩১৩ ও ০৪.১২.২০২৪ দুপুর ১টা। ১৭; এবি/১; ১৩১৫৫-১৩১৫৬-ভিপি-১-কেওএএ-এসএমআই-২৪-১ (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান); ২০৮ ও ০৪.১২.২০২৪ দুপুর ১.১০ মিনিট। বিবরণ: এসএলআর কোচে (সিঙ্গেল কম্পার্টমেন্ট) পার্সেল স্পেস (ক্র.নং. ১ থেকে ১৬ প্রতিটির জন্য) ও পার্সেল ভ্যানে পার্সেল স্পেস (ক্র.নং. ১৭-এর জন্য)। রেট ইউনিট : ট্রিপ প্রতি লাইসেন্সিং ফি (ক্র.নং. ১ থেকে ১৬ প্রতিটির জন্য) ও প্রতি রাউন্ড ট্রিপ (টু ওয়ে) (ক্র.নং. ১৭-এর জন্য)। লট শুরুর তারিখ/সময়: ০৪.১২.২০২৪ সকাল ১০টা (প্রতিটি ক্র.নং.-এর জন্য)। ন্যূনতম বৃদ্ধি (%): ০.২ (প্রতিটি ক্র.নং.-এর জন্য)। লটের স্ট্যাটাস : ড্রাফ্ট ক্যাটালগে নতুন (প্রতিটি ক্র.নং.-এর জন্য)।

(SDAH-240/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পোস্ট-ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা ডিভিসনের সুজনীপাড়া (এসপিএলই) ও বাঁকা (বিএকেএ) রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন ক্যাটালগ আহ্বান করছেন। অকশন ক্যাটালগ নং: পার্কিং-২০২৪-১২। অকশন শুরু: ০৪.১২.২০২৪ তারিখ বেলা ১১.৪৫ মিনিট। ক্র.নং.; লট নং ও স্টেশন নিম্নরূপ: ১; পার্কিং-এমএলডিটি-এসপিএলই-এমএক্স-৫৩-২৩-১ ও সুজনীপাড়া। ২; পার্কিং-এমএলডিটি- বিএকেএ-এমএক্স-৪৮-২২-৩ ও বাঁকা। সম্ভাব্য বিডারদের আরও বিস্তারিত জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

(MLD-148/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway easternrailwayheadquarter

EMPLOYMENT NOTICE

Name of post	Part-time Sweeper (FWC, AFS Hasimara)
Contractual employment	02 Years
Qualification	Matriculation, Relaxation for candidates with experience
Age, Medical Fitness	Above 18 yrs, medically fit.
Honorarium (monthly)	Rs. 9000/- (Fixed)
Working hours	04 hrs / day (Monday to Saturday)
Application	Incl. Bio-data & Mob No, addressed to AOC, Air Force Station Hasimara, Dist-Alipurduar (WB) 735215. Apply within 21 days.
	T/A not admissible.

Deepa KR
Sqn. Ldr.
Medical Officer
16 Wing AF

Date : 20 Nov. 24

নিলাম নোটিশ

কমান্ডান্ট ১৪ বিএন বিএসএফ তল্লিগুড়ি-এর কার্যালয়
জেলা-কোচবিহার (পশ্চিমবঙ্গ)-৭৩৬১৫৬

সংশ্লিষ্ট সকল এবং জনসাধারণের অবগতির জন্য ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে জানানো হচ্ছে যে কমান্ডান্ট ১৪ বিএন বিএসএফ বাতিল / অব্যবহারযোগ্য এমটি/সরকারি (বিবিধ) কমিউনিকেশন / ইঞ্জিঃ/ ম্যাগ স্টোর্স / আর্মারি ওয়ার্কশপ, অঙ্কুর প্লে স্কুল, ক্রেশে স্টোর, অফিসার মেস, এসও মেস স্টোর, ইউনিট হসপিটাল, সিটি অ্যান্ড এস স্টোর, ওয়েলফেয়ার স্টোর, ট্রেনিং স্টোর ইত্যাদির এই ইউনিট লোকেশনের যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে সর্বজনীন নিলাম করা হবে।

নিলাম হবে : ০৩.১২.২০২৪ সকাল ১১.০০ টা থেকে ১৬.০০ ঘটিকা পর্যন্ত।

নিলাম স্থল : ১৪ বিএন বিএসএফ তল্লিগুড়ি, জেলা-কোচবিহার (পঃবঃ)

নিলামের সামগ্রী সকাল ১০.০০ টা থেকে সকাল ১১.০০ টা পর্যন্ত নিরীক্ষণ করা যাবে। সামগ্রী যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে এবং কোনো বিনিময় বা ফেরত'এর কোনো অনুরোধ মানা হবে না।

নিলাম স্থলে সিবিএস / এনইএফটি / আরটিজিএস 'এতে আদায় দেওয়া যাবে এবং ওইদিন ১৭.০০ ঘটিকার আগে সামগ্রীসমূহ সংগ্রহ করা যাবে। ১৪ বিএন / বিএসএফ / ডিপার্টমেন্ট বিক্রিত সামগ্রী সুরক্ষার জন্য দায়ী থাকবে না।

১৪ বিএন বিএসএফ'এর নিলাম নোটিশ যেকোনো আইটেম প্রত্যাহার করার অধিকার বা যেকোনো কারণ না দর্শিয়ে সংরক্ষিত রাখছে।

আদেশ দ্বারা
কমাডান্ট, ১৪ বিএন বিএসএফ

CBC 19110/11/0068/2425

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কোনও বাড়ি বা জমি বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আমার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কোনও ব্যাপারে অহেতুক ভয় চেপে বসতে পারে। শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না। বৃষ : সামান্য কারণে মাথা গরম করে কোনও কাজ নষ্ট করে ফেলবেন। মূল্যবান দ্রব্য হারাতে পারে। মিথুন : আজ পরিশ্রমের ফল পাবেন। রাজনীতির ব্যক্তি হলে নতুন দায়িত্ব নিতে হতে পারে। কর্কট : ভ্রমণে আনন্দ। গুরুজনের পরামর্শে সংসারের জটিলতা কাটবে। সিংহ : হঠাৎ সামান্য কারণে প্রতিবেশীর সঙ্গে বাকবিতণ্ডা। অন্যায়ের প্রতিবাদ করে প্রশংসিত। কন্যা : চিকিৎসক ও অধ্যাপকদের জন্যে দিনটি শুভ। পরীক্ষার ফল খুব ভালো হওয়ায় তৃপ্তি। তুলা : ব্যবসায় আজ প্রত্যাশিত লাভ হতে পারে। নতুন কোনও কর্মক্ষেত্রে যোগ দেওয়ার পরিকল্পনা। বৃশ্চিক : আজ মনঃসংযোগের অভাব হওয়ায় কাজ পণ্ড হতে পারে। বিপন্ন প্রাণীকে বাঁচিয়ে তৃপ্তি। ধনু : সন্তানের জন্যে অযথা উদবেগ। কোনও মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে সময় কাটিয়ে তৃপ্তিলাভ। মকর : সাহিত্যিকরা সম্মান লাভ করবেন। আজ খুব সাবধানে গাড়ি চালান। কুম্ভ : বাড়িতে অতিথি সমাগমে আনন্দ। হারানো জিনিস আজ ফেরত পেতে পারেন। মীন : সামান্যেই সন্তুষ্ট থাকুন। অন্যের সাফল্যে খুশি থাকুন। প্রেমের সমস্যা কাটবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ভাঃ ৩০ কার্তিক, ২১ নভেম্বর ২০২৪, ৫ অঘোন, সংবৎ ৬ মার্গশীর্ষ বদি, ১৮ জমাঃ আউ। সূঃ উঃ ৫।৫৯, অঃ ৪।৪৮। বৃহস্পতিবার, ষষ্ঠী রাত্রি ৮। ৪৫। পুষ্যানক্ষত্র রাত্রি ৭।৫৪। শুক্রযোগ সন্ধ্যা ৪।৪৯। গরকরণ দিবা ৮।৪৩ গতে বণিজকরণ রাত্রি ৮।৪৫ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, রাত্রি ৭।৫৪ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে- দোষ নাই, রাত্রি ৮।৪৫ গতে একপাদদোষ। যোগিনী-পশ্চিমে, রাত্রি ৮।৪৫ গতে বায়ুকোণে। কালবেলাদি ২।৬ গতে ৪।৪৮ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।২৩ গতে ১।২ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ৮।৪৫ মধ্যে চন্দ্রগদ্ধা। সৎসঙ্গের শ্রীশ্রীবড়দার শুভ আবির্ভাব দিবস (৫ অগ্রঃ ১৩১৮, মার্গ শুক্লা প্রতিপদ)। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩৯ মধ্যে ও ১।১৮ গতে ২।৪২ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪৫ গতে ৯।১৮ মধ্যে ও ১১।৫৮ গতে ৩।৩৩ মধ্যে ও ৪।২৭ গতে ৬।০ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

নেশার টাকা সংগ্রহে অপরাধে নতুন মুখ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : নেশার টাকা সংগ্রহে তরুণদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা দিন-দিন বাড়ছে। পাশাপাশি বরাবরের বেকারত্ব ইস্যু তো রয়েইছে। তবে সম্প্রতি শিলিগুড়িতে ঘটে যাওয়া বেশ কয়েকটি ঘটনা চিন্তায় ফেলেছে প্রশাসনকে। নেশার টাকা সংগ্রহে তরুণরা আগ্নেয়াস্ত্র পাচারে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে।

সম্প্রতি রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম আগ্নেয়াস্ত্র পাচারের বিষয়টিতে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। তারপরেই পুলিশের তৎপরতা শুরু হয়ে যায়। ফলও মেলে। বহু জায়গা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়। এর পাশাপাশি তরুণদের এই কারবারে জড়িয়ে পড়ার বিষয়টি উঠে আসায় রীতিমতো উদ্বেগ বাড়ছে।

শুধু আগ্নেয়াস্ত্র পাচার নয়, শহরে চুরি-ছিনতাইয়ের ঘটনায় 'নতুন মুখ' বাড়ছে, একথাও স্বীকার করছেন পুলিশকর্তারা। গত একবছরে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের আওতায় থাকা প্রতিটি থানায় গড়ে ২০-২৫ জন 'নতুন মুখে' 'লাল কালি'-র দাগ লেগেছে।

পুলিশকর্তারা জানাচ্ছেন, নিম্নবিত্ত পরিবারের তরুণরা মূলত জড়িয়ে পড়ছে চুরি-ছিনতাইয়ে। অন্যদিকে, উচ্চবিত্তদের একটা অংশ জড়িয়ে পড়ছে সাইবার ক্রাইমে। এমন তথ্যও উঠে এসেছে, নেশার টাকা জোগাতে অন্য জেলা এমনকি রাজ্য থেকে শহরে এসে বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে তরুণরা।

'লাল কালি'

- এক বছরে প্রতিটি থানায় গড়ে ২০-২৫ জনের নামের পাশে 'লাল কালি'
- নেশার টাকা জোগাতে আগ্নেয়াস্ত্র পাচারে জড়িয়ে পড়ছে তরুণরা
- দাগি আসামিরা বিভিন্ন অপরাধে শামিল করছে তরুণদের
- অন্য জেলা, এমনকি রাজ্য থেকেও শিলিগুড়িতে এসে অপরাধে শামিল তরুণরা

সম্প্রতি তুম্বাজোতে ছিনতাইয়ের ঘটনায় সোনা উদ্ধার করেছে পুলিশ। তবে বাইকে চেপে যে দুজন সোনা ছিনতাই করেছিল, তাদের পূর্ববর্তী কোনও অপরাধের নজির পায়নি পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদে ওই দুই তরুণ জানিয়েছে, শুধুমাত্র নেশার টাকা জোগাতেই তারা বাইকে চেপে যাওয়ার সময় হার ছিনতাই করে ফেলেছিল।

মঙ্গলবার রাতে ভক্তিনগর থানা এলাকার পিসি মিত্তাল বাস টার্মিনাসের পেছন দিক থেকে ধারালো অস্ত্র এবং পিস্তল সহ ছয়জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাদের মধ্যে প্রণয় শেরপা এবং তাভরেজ আলম পুলিশের খাতায় দাগি আসামি হলেও বাকিরা অর্থাৎ বিট্টু সাহা, গণেশ চক্রবর্তী, খিরোজ রায় এবং তপন রায় প্রত্যেকেই 'নতুন মুখ'। নেশার টাকা জুটবে, এই লোভ দেখিয়ে তাদের নিয়ে দল তৈরি করেছিল প্রণয়, তাভরেজ।

সোমবার রাতে মাটিগাড়া থানার চামটা সেতু থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ সোনম তাশি তামাং ও হর্ষকুমার তামাংকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তারাও 'নতুন'। কোনও দাগি অপরাধীর হাত ধরেই তারা যে শহরে এসেছিল, সেটা এখন পুলিশকর্তাদের কাছে স্পষ্ট।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলেছেন, ' আমরা বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালাচ্ছি। অপরাধে যারা যুক্ত, আমরা তাদের ধরছি।' তবে এর মধ্যে দাগি আসামিও যে নেই, তা কিন্তু নয়। মাস দুয়েক আগে মাটিগাড়ায় একের পর এক বাড়িতে চুরি হয়। পুলিশ তদন্তে নেমে ইসলামপুরের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। সেক্ষেত্রে দেখা যায়, ওই ব্যক্তি খুব একটা নেশা করত না। এক দুষ্কৃতীর সূত্র ধরে সে শিলিগুড়িতে এসেছিল। ইসলামপুরে তার অপরাধের রেকর্ড রয়েছে।

ঘুরিয়ে দেওয়া সেচনালার গতিপথ।

মাফিয়ারা গিলছে আবাদি জমি

সেচনালা ঘুরিয়ে দেওয়ায় বিপাকে চাষিরা

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২০ নভেম্বর : বেসরকারি আবাসন প্রকল্পের কারণে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে সেচনালা। এতে বিপাকে পড়েছেন শতাধিক কৃষক। নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের কমলা মৌজার ঘটনা। কৃষকদের সুবিধার্থে নির্মিত ওই সেচনালা কংক্রিট দিয়ে বাঁধাই করা হয়েছে। এমনকি বদল করা হয়েছে তার গতিপথ। গোটা বিষয়টির পেছনে জমি মাফিয়াদের মদত রয়েছে বলে অভিযোগ। উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ বলছেন, 'স্থানীয় কৃষকরা এনিয়ে অভিযোগ জানিয়েছেন। এবিষয়ে ব্যবস্থা নিতে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে জানানো হয়েছে।'

কমলা মৌজার কালুয়াজোতে কয়েকশো বিঘা জমির ওপর চলছে আবাসন নির্মাণের কাজ। ওই প্রকল্পের চারপাশ কংক্রিটের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা হচ্ছে। প্রকল্পের ভেতর দিয়ে বয়ে গিয়েছে কৃষিনালা। অভিযোগ, ওই নালার গতিপথ পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে। এতে সমস্যায় পড়েছেন কালুয়াজোতের কৃষকরা। প্রতিবাদ জানালে তাঁদের ভয় দেখানো হচ্ছে।

এদিকে, ওই আবাসন প্রকল্পের পেছনে রয়েছে এলাকার জমি মাফিয়ারা। তাদের থাবা থেকে বাদ যাচ্ছে না রুপনি জমি, ডোবা জমি, সেচনালা কোনওকিছুই। প্রাণের ভয়ে তাদের বিরুদ্ধে সরব হওয়ার সাহস পাচ্ছেন না কেউ। অভিযোগ, প্রোমোটাররা প্রশাসনের কোনও অনুমতি ছাড়াই এলাকায় গড়ে তুলছে একের পর এক আবাসন। স্থানীয় কিছু তৃণমূল নেতার মদতে প্রশাসনকে ডোন্ট কেয়ার করেই চলছে এসব কাজ। শুধু নকশালবাড়ি, হাতিঘিসা, মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কৃষিজমির ওপর ৮৭টি আবাসন প্রকল্প গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে ৪৫টি আবাসন প্রকল্প সম্পূর্ণ হয়েছে। সেখানে উত্তর-পূর্ব ভারতের বাসিন্দাদের আধিক্য। বাকি প্রকল্পগুলির কাজ এখনও চলছে। অথচ ব্লক প্রশাসন, গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে এসব প্রকল্পের কোনও তথ্য নেই।

নকশালবাড়ি কৃষি দপ্তরের সমীক্ষায় জানা গিয়েছে, হাতিঘিসা, নকশালবাড়ি এবং মণিরাম - এই তিন গ্রাম পঞ্চায়েতের রুপনি, খাস, সিকস্তি, ডোবা জমি মিলে প্রায় ৬০ শতাংশ জমিতে বর্তমানে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার আবাসন প্রকল্পের কাজ চলছে। আবার কিছু জমিতে পর্যাপ্ত সেচের জলের অভাবে চাষাবাদ মুশকিল হয়ে পড়েছে। বাধ্য হয়ে অনেকে জমি প্রোমোটারদের হাতে তুলে দিচ্ছেন একাংশ কৃষক।

স্থানীয় চা চাষি বিক্কি সিংহ বললেন, 'কালুয়াজোতে ওই আবাসন প্রকল্পের পাশে আমার চা বাগান রয়েছে। সেচনালার মুখ ঘুরিয়ে চা বাগানের দিকে করে দেওয়া হয়েছে। এতে চা গাছের তলায় জল জমছে। নষ্ট হচ্ছে চা গাছ।' আবার সেচের জল পাচ্ছেন না স্থানীয় কৃষক দলু সিংহ। তাঁর কথায়, 'আবাসন ঘেঁষে আমার দুই বিঘা চাষের জমি রয়েছে। আবাসনের প্রাচীরের কারণে সেচনালার জল পাচ্ছি না। এনিয়ে আবাসনের কর্মকর্তাদের বিষয়টি জানিয়েছিলাম। কিন্তু তাঁরা কোনও কান দিচ্ছেন না।'

আবাসনের কর্মকর্তা রাজীব দাসের দাবি, 'কাস্টোডিয়ানের সময়কালে গ্রাম পঞ্চায়েতের এনওসি নিয়ে আমরা কাজ শুরু করেছি। সেচনালার মুখ ঘুরিয়ে দেওয়া হয়নি। বরং কংক্রিটের বড়নালার কাজ করা হয়েছে। এতে কোথাও নালার ক্ষতি হয়নি।' তবে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য জগবন্ধু বর্মন বলছেন, 'রুপনি জমি থেকে বাস্তু জমিতে পরিবর্তন করে কংক্রিটের নির্মাণকাজ করতে হয়। এজন্য গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক। কিন্তু ওরা তা নেয়নি।' এনিয়ে নকশালবাড়ি বিএলএলআরও দেবরাজ বাগের বক্তব্য, 'খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

কলেজ কাউন্সিল ছাড়তে চান একাংশ

চিকিৎসকদেরও রাজনৈতিক চাপ

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : রাজনৈতিক চাপের মুখে কলেজ কাউন্সিল থেকে সরে আসতে চাইছেন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসকদের একাংশ। অভিযোগ, হুমকির রাজনীতি নিয়ে যাঁরা সরব হয়েছিলেন, সেই চিকিৎসকদের নানাভাবে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। কখনও সরাসরি, আবার কখনও তা পরোক্ষভাবে। বিশেষ করে বদলি এবং মিথ্যা ঘটনায় ফাঁসিয়ে কালিমালিপ্ত করার মতো হুঁশিয়ারি দেওয়া হচ্ছে।

রাজনৈতিক কারণে কলেজ কাউন্সিলের মতো স্বাধীন সংস্থার গুরুত্ব খর্ব করে দেওয়ার চক্রান্ত হচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে মেডিকেলে, যা নিয়ে ক্ষুব্ধ চিকিৎসকদের অনেকে।

মেডিকেলের হুমকি সংস্কৃতি নিয়ে চিকিৎসকদের অনেকেই জুনিয়ার ডাক্তারদের পাশে দাঁড়িয়ে লাগাতার আন্দোলন চালিয়েছেন। অভিযোগ, সেই আন্দোলন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে স্তিমিত হতেই শাসকদলের ঘনিষ্ঠ চিকিৎসকরা নানাভাবে আন্দোলনে শামিল হওয়া চিকিৎসকদের ওপর চাপ বাড়াতে শুরু করেছেন। বাধ্য হয়ে অনেকেই নিজেদের সুর নরম করে নিয়েছেন।

মেডিকেলে আন্দোলন চলাকালীন সিনিয়ার চিকিৎসকদের মধ্যে সার্জারি বিভাগের প্রধান ডাঃ নিশীথরঞ্জন মল্লিককে সরব হতে দেখা গিয়েছিল। বুধবার নিশীথ রঞ্জন বলেছেন, 'যে কাজের জন্য মনোনীত করা হচ্ছে, সেই কাজের যদি কোনও গ্রহণযোগ্যতা না থাকে, তবে এমন কাউন্সিলে না থাকাই ভালো। ব্যক্তিগতভাবে সেই কারণে কাউন্সিল থেকে সরে দাঁড়াতে চাইছি। না হলে পুরোটা হাস্যকর বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। কলেজ কাউন্সিলের যে স্বাধীকার হরণ করা হচ্ছে, তা আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। যাঁরা দায়িত্ব নিতে পারেন, তাঁদের দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হোক।'

ভয়ে মুখে কুলুপ

- পড়ুয়াদের আন্দোলনে সমর্থন জুগিয়েছিলেন চিকিৎসকদের একাংশ
- তাঁদের এখন নানাভাবে চাপ দেওয়ার পাশাপাশি ভয় দেখানো হচ্ছে বলে অভিযোগ
- ডাক্তারদের যুক্তি, কলেজ কাউন্সিল কোনও সিদ্ধান্ত নিলেও মান্যতা দেওয়া হচ্ছে না
- এমন পরিস্থিতিতে কলেজ কাউন্সিল ছাড়তে চাইছেন ডাঃ নিশীথরঞ্জন মল্লিক
- আরেক চিকিৎসক মুখ খুলতে ভয় পেলেও নিশীথের কথায় পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছেন

আরেক চিকিৎসক বলছেন, 'এখন মুখ খুললেই বিপদ। নানাভাবে চাপ আসবে। তাই মুখ বন্ধ করে রাখাই শ্রেয় মনে করছি।'

মেডিকেল কলেজে হুমকির সংস্কৃতিতে যাঁরা যুক্ত তাঁদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল। যাতে কলেজ কাউন্সিলের সদস্যদের রাখা হয়েছিল। তদন্ত কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী, মেডিকেলের পাঁচ পড়ুয়াকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল, যা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা হয়। তবে মামলার শুনানিতে রাজ্য সরকারের আইনজীবী পাঁচজনের সাসপেনশনের পদ্ধতি সঠিক নয় বলে সওয়াল করেন। এরপরই কলেজের সাসপেনশনের নির্দেশের ওপর হাইকোর্ট স্থগিতাদেশ দেয়। আদালতে রাজ্যের ভূমিকা নিয়ে চিকিৎসক মহলের একাংশ ক্ষোভ প্রকাশ করেন। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে অনেকেই এই প্রসঙ্গে প্রকাশ্যে মুখ খুলতে চাননি।

নিশীথরঞ্জনের কথায়, 'যাঁরাই বিভাগীয় প্রধান কিংবা কার্যনির্বাহী প্রধান হিসাবে কাজ করছেন, তাঁদের কাছে রাজনৈতিক চাপ আসছে। তা কখনও ফোন করে আবার কখন অন্য কারও মাধ্যমে ঘুরিয়ে। সেগুলির মধ্যে যেতে চাইছি না। কাউন্সিল যখন কোনও সিদ্ধান্ত নেয় তার যৌক্তিকতা থাকে। কিন্তু এখানে যৌক্তিকতার কোনও দাম নেই।'

বিষয়টি নিয়ে কলেজ অধ্যক্ষ ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি যথারীতি 'বিচারাধীন বিষয়' বলে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

কেয়ার খোড়াই।। কালচিনির আটিয়াবাড়ি চা বাগানে ছবিটি তুলেছেন শিলবাড়িহাটের সম্রাট নন্দী।

তৈরি খসড়া তালিকা

চোপড়া, ২০ নভেম্বর : চোপড়া সহ উত্তর দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন প্রাইমারি স্কুলে প্রধান শিক্ষকের শূন্যপদ পূরণের বিষয়ে ইতিমধ্যে খসড়া তালিকা তৈরি হয়েছে। শীঘ্রই নিয়োগ সংক্রান্ত ডাক আসতে চলেছে, এই আশায় রয়েছেন শিক্ষকরা।

গত ১৮ সেপ্টেম্বর জেলায় প্রধান শিক্ষক নিয়োগের নির্দেশিকা জারি হয়। ২০২৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সমীক্ষার নিরিখে গোটা জেলায় মোট শূন্যপদ ৮৮৯টি। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সার্কেলের মাধ্যমে শূন্যপদের ভিত্তিতে প্রার্থীর নামের তালিকা জমা নেওয়া হয়েছে। নিয়োগ প্রক্রিয়া সংক্রান্ত বিষয়ে মঙ্গলবার জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বিভিন্ন সার্কেলের স্কুল পরিদর্শকদের নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে একটি বৈঠক হয়েছে।

জানা গিয়েছে, শূন্যপদের দ্বিগুণ প্রার্থীর তালিকা ধরেই খসড়া তালিকা তৈরি করা হয়েছে। এবার তালিকা ধরে কাউন্সেলিংয়ের জন্য ডাকা হবে। যদিও এখনও তারিখ ঘোষণা হয়নি।

চোপড়া ব্লকে অর্ধেকের বেশি স্কুলে প্রধান শিক্ষক নেই। তারমধ্যে চোপড়া সার্কেলে শূন্যপদ ৩৬টি। চোপড়া নর্থ সার্কেলে ৫০টি। পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির চোপড়া ব্লক সভাপতি নজরুল ইসলাম বলেন, '২০১৪ সালে ব্লকের একাংশ শিক্ষক প্রধান শিক্ষক পদে প্রোমোশন নেওয়ার পরেও জয়েন করেননি। তার কারণ জানতে গত ১৯ নভেম্বর ওই শিক্ষকদের ডাকা হয়েছিল জেলা শিক্ষা দপ্তরে। যদিও পরে সেটা বাতিল হয়।' এ নিয়ে শিক্ষকরা কিছুটা হতাশ হলেও শীঘ্রই প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ হবে বলে আশাবাদী তিনি।

সংগঠনের জেলা সভাপতি গৌরাঙ্গ চৌহান বলেন, 'প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। বিভিন্ন সার্কেলের ইনস্পেকটর এবং চেয়ারম্যান বিষয়টি দেখছেন। আমাদের একটাই দাবি, যোগ্য শিক্ষকদেরই প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্ত করা হোক।'

দুর্ঘটনায় জখম শিক্ষক

রাজগঞ্জ, ২০ নভেম্বর : বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হলেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক। মঙ্গলবার রাতে বাড়ি ফেরার পথে ফাটাপুকুর-রাজগঞ্জের রাস্তায় ঘটনাটি ঘটেছে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তিনি রাজগঞ্জের সুভাষপল্লি এলাকার বাসিন্দা।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাস্তায় একটি কালভার্টের সামনে ওই শিক্ষককে জখম অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। তাঁদের অনুমান, সম্ভবত কোনও গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর জখম হয়েছেন ওই শিক্ষক। কিন্তু পুলিশের বক্তব্য, গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লেগেছে কি না তা এখনই বোঝা যাচ্ছে না।

মোটরবাইকে সেরকম কোনও আঘাতের চিহ্ন মেলেনি। পথচলতি মানুষ এবং স্থানীয় বাসিন্দারা অ্যাম্বুল্যান্স ডেকে তাঁকে শিলিগুড়ি সংলগ্ন একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক।

হাকিমপাড়া বালিকা বিদ্যালয়ে ট্যাব কেনার বিল জমা নেওয়া হচ্ছে।

ট্যাবের টাকা পেল পড়ুয়ারা

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : অবশেষে ট্যাবের টাকা পেল শিলিগুড়ি, কালিম্পং, দার্জিলিং শিক্ষা জেলার পড়ুয়ারা। পড়ুয়াদের অ্যাকাউন্টে ট্যাবের বরাদ্দ ঢোকায় হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকরা। এতে স্বস্তি ফিরেছে পাহাড় ও সমতলের স্কুলগুলিতেও।

শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার ১২টি স্কুলের ৪০ জন পড়ুয়ার ট্যাবের বরাদ্দ হাপিস করেছিল প্রতারকরা। এরপর জালিয়াতির শিকার ছাত্রছাত্রীদের তালিকা তৈরি করে তা স্কুলের তরফে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে জমা দেওয়া হয়। খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আশ্বাস দিয়েছিলেন, যারা বরাদ্দ পায়নি, সরকারের তরফে তাদের টাকা দেওয়া হবে। শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শক রাজীব প্রামানিক বলছেন, 'আমার যা করণীয় আমি করেছিলাম। পড়ুয়ারা ট্যাবের টাকা পেয়ে গিয়েছে।' নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে কলোনি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সিদ্ধার্থশংকর বৈশ্যের কথায়, 'বুধবার পড়ুয়াদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। তারা ট্যাবের দশ হাজার টাকা পেয়েছে।' একই কথা জানিয়েছেন হাকিমপাড়া বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শুভ্রা চক্রবর্তী।

শিলিগুড়ির পাশাপাশি কালিম্পং শিক্ষা জেলার পড়ুয়াদের অ্যাকাউন্টেও ট্যাবের বরাদ্দ ঢুকেছে। কালিম্পংয়ের কাগে, রঙ্গো হাইস্কুল সহ ৫টি স্কুলের ৬৬ জন পড়ুয়ার ট্যাবের টাকা উধাও হয়েছিল। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল বললেন, 'বুধবার থেকে অ্যাকাউন্টে বরাদ্দ দেওয়া শুরু হয়েছে। দুজন বাকি আছে। তারাও পেয়ে যাবে।' তবে শিলিগুড়ি ও কালিম্পংয়ের থেকে অনেক বেশি সংখ্যক পড়ুয়ার ট্যাবের টাকা উধাও হয়েছিল দার্জিলিং শিক্ষা জেলায়। সেখানে ১৩টি স্কুলের ২৪০ জন পড়ুয়া প্রতারণার শিকার হয়। বিদ্যালয় পরিদর্শক তাপস বিশ্বাস বলেন, 'ট্যাবের বরাদ্দ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। যে পড়ুয়ারা টাকা পায়নি তারা বৃহস্পতিবারের মধ্যে পেয়ে যাবে।'

অন্যদিকে, ট্যাবের টাকা উধাওয়ের ঘটনায় যুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের দাবিতে সরব হল এসএফআইয়ের দার্জিলিং জেলা কমিটি। তাদের তরফে এদিন শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শককে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।

বাণিজ্যিক হচ্ছে রাসমেলা

আনন্দজ্যোতি মজুমদার

যত দিন যাচ্ছে রাসমেলাটা কেমন যেন বাণিজ্যিক হয়ে উঠছে। সবাই হইহই করে ঢুকছে আর বেরোচ্ছে। কিন্তু সেই মিলনক্ষেত্রটা কোথায়? সেটা কি হারিয়ে যাচ্ছে? এই প্রশ্নটা আমাকে খুব ভাবায়। আগে রাস উৎসব মানে ছিল মহারাজাদের দর্শন। আর এখন প্রশাসনের কর্মকর্তাদের দর্শন। ক্ষতি কী, তাঁরাই তো এখন বাবা মদনমোহনের দ্বারে মাথা ঠুকছেন, দূরদূরান্ত থেকে পুজোর ডালি চড়াচ্ছেন, সে কি কম কথা? কোচবিহারবাসী বিশ্বাস করেন, বাবা মদনমোহন সবই দেখেন ও বুঝতে পারেন। তাঁর ভরসাতেই তো আমরা চলছি।

কোচবিহার শহরে আমার জন্ম। এখানেই ৭৬টি যৌবন পার করলাম। সেই সূত্রে ৪/৫ বছর বয়স থেকেই রাসমেলা দেখার সৌভাগ্য। তখন রাসমেলার সুতো মদনমোহনবাড়িতে বাঁধা ছিল। যে-ই রাসমেলায় যান না কেন প্রথমেই মদনমোহনবাড়িতে ঘুরে তারপর মেলায় প্রবেশ করতেন। নিদেনপক্ষে ফেরার সময় একবার বাবা মদনমোহনকে দর্শন করতেন। এখন অবশ্য বয়স্ক নাগরিকদের ঠাকুরবাড়িতে প্রবেশ করা (প্রশাসনিক ব্যবস্থার ফলে) খুবই মুশকিল। তাই অনেককেই দেখা যায় মন্দিরের বাইরে থেকে শ্রদ্ধা-ভক্তি জানাতে। পূতনা রাক্ষসী, রাসচক্র, মা ভবানী মন্দিরের বারান্দায় সাজানো বিষ্ণুর দশ অবতার, রামায়ণ- মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে সাজানো মাটির মূর্তি শিশু ও কিশোরদের কাছে প্রধান আকর্ষণ ছিল। অভিভাবকরা তাঁদের শিশুদের হাত ধরে এগুলো দেখাতেন। এখনও সেই মূর্তিগুলি থাকে, তবে কিশোরদের সেগুলি দেখার তেমন টান নেই বলেই অনুভব করি। কতক্ষণ ঠাকুরবাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে মেলার মাঠে ঢুকবে সেদিকেই চিন্তা।

ছোটবেলায় দেখেছি ধর্মীয় ও পৌরাণিক প্রেক্ষাপটে যাত্রাপালা হত। সার্কাস ও হাতে ঘোরানো নাগরদোলা দেখেছি। ধীরে ধীরে কলকাতা, মুম্বই থেকে শিল্পীদের নিয়ে সংগীতানুষ্ঠান শুরু হল। একসময় খাবার বলতে মিষ্টির দোকান আর কোচবিহারি কাঁচা দুধের দই, চিঁড়ে-মুড়ি আর আখের গুড় ছিল। এখন তো কী সব দেশি-বিদেশি খাবারের নাম, যার বেশিরভাগ নাম আগে কখনও শুনিইনি। আগে দেখতাম রাসমেলায় বেশ শীত পড়ে যেত। সবাই অপেক্ষা করে থাকতেন রাসমেলা থেকে সস্তায় লেপ-কম্বল কেনার জন্য। আর ছিল ভুটানিদের দোকানের হাতে বোনা সোয়েটার, মাফলার, উলের চাদর। এখন নানা ধরনের পোশাক ও সস্তার কম্বলের চাকচিক্যটাই বেশি।

আন্দোলন এখন অতীত। পরিষেবা স্বাভাবিক হতেই ভিড় উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে। বুধবার। ছবি : সূত্রধর

হাতেগোনা লোক, তাল কাটল জয় জোহর মেলার

খড়িবাড়ি ও ফাঁসিদেওয়া, ২০ নভেম্বর : নির্ধারিত সময়ের প্রায় দু'ঘণ্টা পর শুরু হল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। কিন্তু তারপরেও যেন তাল কাটল। কাটবে নাই বা কেন, অনুষ্ঠানে হাতেগোনা লোক ছিল যে!

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে বিরসা মুন্ডার ১৫০তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠান শুরু হয় খড়িবাড়িতে। সেই উপলক্ষ্যে বুধবার থানঝোরা চা বাগান প্রাইমারি স্কুল মাঠে ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত হয় 'জয় জোহর মেলা'।

এদিন মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে থাকার কথা ছিল শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি এবং জেলা শাসকের। কিন্তু অনিবার্য কারণবশত দুজনেই এদিন ছিলেন না। শুধু তাই নয়, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ছিল নগণ্য। এর কারণ হিসেবে উঠে আসছে মূলত সঠিক প্রচারের অভাব।

এদিন দু'ঘণ্টা অপেক্ষার পর বিকেল ৪টে নাগাদ অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ। ছিলেন খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রত্না রায় সিংহ, প্রোজেক্ট ডিরেক্টর মৌসুমি পাত্র, বিডিও দীপ্তি সাউ। দু'দিনব্যাপী এই মেলায় সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দিতে সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের ১৫টি স্টল বানানো হয়েছে। তবে মেলার প্রথম দিনে অধিকাংশ স্টল ছিল খালি।

মেলায় মানুষের অংশগ্রহণ কম হওয়ার বিষয়টিতে কিশোরীমোহন সাফাই দিয়ে বলেছেন, 'প্রত্যন্ত এলাকায় অনুষ্ঠান হওয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য দেরিতে অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। চা বাগানে ছুটি না থাকায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের শ্রমিকরা আসতে পারেননি। তাই একটু লোক কম হয়েছে।' তবে বৃহস্পতিবার মেলার শেষদিনে প্রচুর লোকসমাগম হবে বলে তিনি আশাবাদী।

থানঝোরা বাগানের মাঠে মেলায় বিভিন্ন দপ্তরের স্টল।

এদিন মেলায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের নাচ, গান, সহ তাঁদের সংস্কৃতি তুলে ধরতে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ দর্শকাসনে গুটিকয়েক মানুষের দেখা মেলে। এ ব্যাপারে খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা নান্টু মণ্ডলের অভিযোগ, 'পঞ্চায়েত সমিতি এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের উপযুক্ত যোগাযোগের অভাবে প্রচার সঠিকভাবে হয়নি। তাই লোকসমাগম কম হয়েছে।' মেলার শেষদিন লোক সমাগম হয় কি না, সেটাই এখন দেখার।

অন্যদিকে, ফাঁসিদেওয়ার মতিধর চা বাগানে দু'দিনব্যাপী জয় জোহর মেলা শুরু হল এদিন। উদ্বোধন করেন বিডিও বিপ্লব বিশ্বাস। এছাড়াও অনুষ্ঠানে ছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কা, এসজেডিএ বোর্ড মেম্বার কাজল ঘোষ, ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিনা এক্কা প্রমুখ। মেলায় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, আদিবাসী নৃত্যানুষ্ঠান হয়। বিভিন্ন দপ্তর থেকে স্টল বসানো হয়েছে। প্রতিযোগিতায় জয়ীদের বৃহস্পতিবার পুরস্কার দেওয়া হবে। লোকসমাগম মোটামুটি হয়েছে। বিকেল-সন্ধের পর থেকে চা শ্রমিকদের ভিড় বাড়ে।

তৃতীয় জলপ্রকল্পে ছাড়পত্র

বনের জমি নিয়ে সমস্যা মিটল কলকাতার বৈঠকে

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : শিলিগুড়ি শহরের জন্য দ্বিতীয় পানীয় জলপ্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হতেই তৃতীয় প্রকল্প নিয়ে তোড়জোড় শুরু হয়েছে। সম্প্রতি কলকাতায় বৈঠকের পর বৈকুণ্ঠপুর বনাঞ্চলে বন দপ্তরের জায়গায় এই প্রকল্প তৈরির ব্যাপারে সবুজ সংকেত মিলেছে। সূত্রের খবর, এই প্রকল্পের পাইপলাইন পাতার জন্য বৈঠকুণ্ঠপুর বনাঞ্চলে যতটা জমি প্রয়োজন, আলিপুরদুয়ারে সম পরিমাণ খাসজমি বন দপ্তরকে দেবে জেলা প্রশাসন। ইতিমধ্যে এ নিয়ে আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ির জেলা শাসককে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে রাজ্যের তরফে।

দীর্ঘ কয়েক দশক পর শিলিগুড়িতে কেন্দ্রের আম্রুত প্রকল্প ও রাজ্য সরকারের অর্থানুকূল্যে দ্বিতীয় পানীয় জলপ্রকল্পের কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ওই জলপ্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র কলকাতায় পাঠানো হয়েছে।

এতদিন বিকল্প ইনটেক ওয়েল না থাকায় মাঝেমধ্যেই জল সরবরাহে বিঘ্ন ঘটত। কিন্তু এবার পিএইচই দ্বিতীয় ইনটেক ওয়েল তৈরি করায় আগামীদিনে জল সরবরাহে কোনও সমস্যা হবে না।

গৌতম দেব মেয়র

সেখানে টেন্ডার মনিটরিং কমিটির কিছু জিজ্ঞাস্য ছিল। সেগুলি মেটানো হয়েছে। এদিন মেয়র গৌতম দেব বলছেন, 'আশা করা যাচ্ছে, দুই-একদিনের মধ্যেই দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজের ওয়ার্ক অর্ডার বের করার জন্য অনুমতি মিলবে।'

পুরনিগম সূত্রে খবর, দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রথমে একটি পুকুর তৈরি করা হবে। ৯০ দিনের মধ্যেই এই পুকুর তৈরি হয়ে যাবে বলে আশাবাদী পুরকর্তারা। তবে দ্বিতীয় জলপ্রকল্পের পাশাপাশি পুরনিগমের এখন প্রধান লক্ষ্য তৃতীয় প্রকল্পটি। বৈকুণ্ঠপুর বনাঞ্চলে এই তৃতীয় প্রকল্পের কাজের জন্য বন দপ্তরের থেকে কয়েক হেক্টর জমি নেওয়া হচ্ছে। বনাঞ্চলে জীবজন্তু, পাখিবিতান থাকায় পাইপ পাতা নিয়ে প্রাথমিকভাবে কিছু সমস্যার কথা উঠে এসেছিল। তবে, তা মিটেছে বলেই দাবি।

এদিকে, শিলিগুড়িতে পানীয় জল সরবরাহে যাতে ব্যাঘাত না ঘটে, তার জন্য দ্বিতীয় ইনটেক ওয়েলের উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার ওই বিকল্প ইনটেক ওয়েল দিয়ে জল সরবরাহ করতে শহরে দু'দিন জল সরবরাহ বন্ধ রাখা হবে। ঠিক হয়েছে শুক্র ও শনিবার শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় জল সরবরাহ বন্ধ রাখা হলেও বিকল্প উপায়ে জল সরবরাহ করা হবে। মেয়র এদিন বলেছেন, 'এতদিন বিকল্প ইনটেক ওয়েল না থাকায় মাঝেমধ্যেই জল সরবরাহে বিঘ্ন ঘটত। কিন্তু এবার পিএইচই দ্বিতীয় ইনটেক ওয়েল তৈরি করায় আগামীদিনে জল সরবরাহে কোনও সমস্যা হবে না। এই কাজ করার জন্য দু'দিন জল সরবরাহ বন্ধ থাকার ফলে আমরা সাধারণ মানুষের কাছে অনুরোধ করছি, যাতে তাঁরা ২১ তারিখ বেশি করে জল মজুত করে রাখেন। তাছাড়া পুরনিগমের ২৫টি ও পিএইচই-র ৫টি জলের ট্যাংক বিভিন্ন এলাকায় দেওয়া হবে।'

তহবিলের অভাবে থমকে পরিকল্পনা

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : পর্যাপ্ত তহবিলের অভাবে খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদের হস্তশিল্প সামগ্রী তৈরির কেন্দ্র গড়ার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি। স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে ২০১৭ সালে কালিম্পং ও দার্জিলিংয়ের প্রায় এক হাজার মহিলা এবং পুরুষকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। কম্বল, ফ্রক সহ বিভিন্ন হস্তশিল্প সামগ্রী তৈরি শেখানো হয় তাঁদের। পরবর্তীতে সামগ্রী তৈরির ৪০টি কেন্দ্র গড়ার কথা হয়েছিল। যদিও তহবিলের অভাবে আর এগোয়নি কাজ। যার ফলে মুখ থুবড়ে পড়েছে গোটা পরিকল্পনা।

পর্ষদ সূত্রের খবর, 'আর্ট ও ক্র্যাফ্ট' প্রোজেক্টের আওতায় পাহাড়ের বাসিন্দাদের হস্তশিল্পের সঙ্গে যুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। প্রায় এক মাস ধরে দপ্তরের তরফে পাহাড়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রাথমিকভাবে হস্তশিল্প সামগ্রী বিক্রির জন্য কয়েকটি এজেন্সির সঙ্গে কথাও হয়েছিল। যদিও তহবিলের অভাবে কোনও সামগ্রী তৈরির কেন্দ্র চালু করা যায়নি।

এনিয়ে আক্ষেপ ঝরে পড়ল পর্ষদের জেলা আধিকারিক রাজেশ বাউড়ির কথায়। তিনি বললেন, 'পাহাড়ের জন্য এটি একটি খুবই ভালো পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু সামগ্রী তৈরির কেন্দ্র খোলার জন্য যে তহবিলের প্রয়োজন, সেই টাকা নেই বলে পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি। তবে ফের যাতে প্রোজেক্টটি চালু করা যায়, আমরা সেই চেষ্টা করছি।'

আলুয়াবাড়ি

স্টেশন সংস্কারে আরও ৫ মাস

ইসলামপুর, ২০ নভেম্বর : ইসলামপুরের আলুয়াবাড়ি স্টেশনে অমৃত ভারত প্রকল্পের কাজ খতিয়ে দেখলেন রায়গঞ্জের সাংসদ কার্তিকচন্দ্র পাল এবং রেলের কাটিহারের ডিআরএম শৈলেন্দ্র কুমার। এর পাশাপাশি বুধবার তাঁরা ডালখোলা এবং কানকি স্টেশনও পরিদর্শন করেছেন।

অন্যদিকে, ইসলামপুর শহরের থানা কলোনি এলাকায় কোনও রেলগেট নেই। স্থানীয় লোকজন রেললাইন পেরিয়ে বিপজ্জনকভাবে যাতায়াত করেন। এরফলে এখানে একাধিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। তাই একটি আন্ডারপাস অথবা ফুট ওভারব্রিজ তৈরির দাবি দীর্ঘদিন ধরে জানিয়ে আসছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এদিন ডিআরএম-কে নিয়ে ওই এলাকা পরিদর্শন করেছেন সাংসদ।

এর পাশাপাশি শহরের আলিনগর এবং শান্তিনগরের রেলগেটে দীর্ঘক্ষণ আটকে থেকে ভোগান্তি পোহাতে হয় স্থানীয়দের। সেখানে আন্ডারপাস অথবা ফুট ওভারব্রিজের দাবি রয়েছে। এ প্রসঙ্গে সাংসদ জানিয়েছেন, সমস্যা সমাধানে ইতিমধ্যে রেলের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। রেলমন্ত্রক থেকে অনুমোদন পেলেই পরবর্তী প্রক্রিয়া শুরু হবে। এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের কাছে সহযোগিতার আর্জি জানিয়েছেন সাংসদ।

ডিআরএমের বক্তব্য, আলুয়াবাড়ি স্টেশনে অমৃত ভারত প্রকল্পে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম মেরামতের কাজ চলছে। এই কাজ শেষ হতে কমপক্ষে আরও পাঁচ মাস লাগবে। এরপর ভবন নির্মাণ শুরু হবে।

মাছ ধরতে নদীতে জাল। ময়নাগুড়িতে শুভদীপ শর্মার তোলা ছবি।

স্বামীর অনুপস্থিতিতে বাড়ি থেকে মদ বিক্রি

অবৈধ কারবারে গ্রেপ্তার মা-মেয়ে

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : সবজির ব্যবসায় মোটামুটি চলে যাচ্ছিল সংসার। কিন্তু আরও বেশি আয়ের উচ্চাশায় বাড়িতেই শুরু হয় মদের কারবার। স্বামী তখন বাইরে দিনমজুরি করতে চলে গিয়েছেন। এই 'সুযোগে' বেশ কয়েকদিন বাড়ি থেকেই অবৈধভাবে মদ বিক্রি করছিল শান্তি সাহানি। সঙ্গী ছিল মেয়ে কিরণ সাহানি। কিন্তু সেই উচ্চাশাই কাল হল মা-মেয়ের। পুলিশের কাছে খবর যেতেই ঘটল বিপত্তি। মঙ্গলবার রাতে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে মা-মেয়েকে গ্রেপ্তার করে।

এদিকে পুলিশের হাতে ধরা পড়তেই শান্তির মনে দুশ্চিন্তা, 'স্বামী জেনে গেলে আরও বিপদ। তাহলে আর রক্ষে থাকবে না!' তবে স্বামী জেনে যাওয়ার বিষয়টি তো অনেক পরের ব্যাপার, আপাতত কিছুদিন গারদে ঠাঁই হবে শান্তি-কিরণের। বুধবার দুজনকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

শান্তির বাড়ি টিকিয়াপাড়ায়। শ্বশুরবাড়ি সেখানেই। এলাকায় সবজির ব্যবসা ছিল শান্তির। সেই ব্যবসা করেই দুই মেয়ের বিয়ে

চিন্তায় ধৃত

- আরও টাকা উপার্জনের উচ্চাশায় বাড়ি থেকে মদের কারবার
- স্বামী দিনমজুরি করতে বাইরে যাওয়ার সুযোগে ব্যবসা
- গ্রেপ্তার হওয়ার পর আদালতের নির্দেশে জেল হেপাজতে মা-মেয়ে
- স্বামী জানতে পারলে আর রক্ষে থাকবে না, চিন্তায় ধৃত

দেয় দম্পতি। ছোট মেয়ে কিরণের বিয়ে হয় এলাকাতেই। কিন্তু আরও ভালো বাড়ি বানানো, আরও টাকা কামানোর উচ্চাশায় কয়েকমাস ধরে শান্তির মাথায় অন্য পরিকল্পনা ঘুরতে শুরু করে।

এদিকে স্বামী বাড়িতে না থাকায় শান্তি শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে নিজের বাড়িতে চলে আসে। ডেকে নেয় ছোট মেয়েকে। এরপর বিভিন্ন জায়গা থেকে মদ সংগ্রহ করে বাড়ি থেকেই শুরু হয় ব্যবসা। কয়েকদিন এভাবেই চলছিল। এরপর খবর যায় শিলিগুড়ি থানায়।

শেষমেশ ওই রাতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে বাড়ি থেকে প্রচুর পরিমাণে দেশি এবং বিদেশি মদ উদ্ধার করে। গ্রেপ্তার করা হয় দুজনকে।

এদিকে মদ উদ্ধারের পরেই স্বামীর কথা মনে পড়ে যায় শান্তির। পুলিশের কাছে সে বারবার অনুরোধ করতে থাকে, 'আর যাই হোক, স্বামী যেন খবর না পায়।' সেটা অবশ্য সম্ভব হয়নি। পাড়ার লোকজন অনেকেই বলছেন, 'স্বামী কাজ করে ফেরার পরে আর রক্ষে থাকবে না শান্তির।'

টুকরো খবর

আঁকার সুযোগ

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের জন্য বুধবার আউটডোর অঙ্কন কর্মশালার আয়োজন করে ডঃ গ্রাহামস হোমস স্কুল। কালিম্পংয়ের জলসা বাংলোতে পড়ুয়াদের ছবি আঁকার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। স্কুলের অধ্যক্ষ নেল মন্টেরিও বলেন, 'ক্লাসঘরের বাইরে প্রকৃতির মধ্যে বসে ছবি আঁকার সুযোগ করে দিতে পড়ুয়াদের এ রকম ভ্রমণে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পড়ুয়ারা নিজেদের মনমতো ছবি এঁকেছে।' পড়ুয়াদের আঁকা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ও বোঝানো হয়।

সড়ক দুর্ঘটনা

ফাঁসিদেওয়া, ২০ নভেম্বর : বিধাননগর থেকে গোয়ালটুলির দিকে যাওয়ার সময় বুধবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘোষপুকুরের গান্ধি মোড়ে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে চালবোঝাই একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে যায়। দুর্ঘটনার পর চালক গাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। গাড়িটি পুলিশ আটক করেছে। দুর্ঘটনার কারণ জানতে পুলিশ তদন্ত করছে।

রক্তদান

বাগডোগরা, ২০ নভেম্বর : ভারতীয় ট্যাক্সি ড্রাইভার ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে বুধবার বাগডোগরার বিহার মোড়ে উড়ালপুলের নীচে রক্তদান শিবির হয়। সংগঠনের সভাপতি সুজিত চক্রবর্তী বলেন, '৫২ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত রক্ত উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়েছে।' সংগঠনের আরেক কর্মকর্তা নন্দ সরকার বলেন, 'মেডিকেল কলেজে মুমূর্ষু রোগীদের জন্য রক্তের চাহিদা সবসময় থাকে।'

বৃক্ষরোপণ

চোপড়া, ২০ নভেম্বর : বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে চোপড়া ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে বিশেষ গ্রামসভা হবে বৃহস্পতিবার। চুটিয়াখোর ছাড়া বাকি সাতটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বৃক্ষরোপণেরও পরিকল্পনা আছে।

৫৫ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে দার্জিলিংয়ে যাতায়াত করেন পর্যটকরা। এই সড়কের দাগাপুরে জমা আবর্জনায় মাথা হেঁট হচ্ছে শিলিগুড়িবাসীর। ছবি : সূত্রধর

শীত পড়তেই একের পর এক অপরাধ

শহরতলিতে বাড়ছে চুরি, ছিনতাই

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : শীত পড়তেই শিলিগুড়ি শহরতলিতে বাড়ছে অপরাধের ঘটনা। এমন তথ্য উঠে আসছে, শীতের মরশুমে কুয়াশা থাকায় দুষ্কৃতীদের পক্ষে কাজটা আরও সহজ হয়ে যাচ্ছে। সেই কারণেই কি অপরাধীদের এত বাড়বাড়ন্ত, উঠছে প্রশ্ন।

দিনকয়েক আগে রাতে ফুলবাড়ির পূর্ব ধনতলায় একটি বাড়িতে চুরি হয়। তার কয়েকদিন আগেই ফুলবাড়িতে অন্য একটি এলাকায় চুরি হয়েছিল। সেটাও রাতে। এক সপ্তাহের মধ্যে এনজেপি থানার দুই এলাকায় সোনা ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। দুটোই সন্ধ্যার পর।

দিনদুয়েক আগে রাতে মাটিগাড়ায় টিনের চাল কেটে বাড়িতে ঢুকে চুরি করে চম্পট দেয় চোরের দল। কয়েকদিন আগে একই এলাকায় একটি বাড়ি থেকে কয়েক লক্ষ টাকার সামগ্রী চুরি হয়। গত এক সপ্তাহের মধ্যে মাটিগাড়া, ভক্তিনগর এবং এনজেপি থানার পুলিশ বেশ কয়েকজনকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার করেছে। প্রতিক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে, রাতের অন্ধকারে চুরি-ডাকাতি করতে দুষ্কৃতীরা জড়ো হয়েছিল।

শনাক্তকরণ কঠিন

- শীতের সময় অনেকে বাইরে ঘুরতে যান
- সেক্ষেত্রে বাড়ি ফাঁকা পেলে চোরেদের 'সুবিধা' হয়
- বহু মানুষ শীতে ঘরে থাকতে বেশি পছন্দ করেন
- সেক্ষেত্রে রাস্তাঘাট শুনসান থাকে, চুরি করে পালানো সহজ
- কুয়াশা থাকলে দূর থেকে শনাক্ত করা কঠিন

সমস্ত ঘটনার তদন্ত করতে গিয়ে বিভিন্ন সূত্রে পুলিশ ১৫০ জনেরও বেশি চোর, ছিনতাইবাজের হদিস পেয়েছে। যদিও তাদের বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ না মেলায় অভিযান চালিয়ে পাকড়াও করতে এখনও ব্যর্থ পুলিশ। অনেকেই মনে করছেন, কে কখন কোথায় অপরাধ করবে, তার জন্য ওঁত পেতে বসে থাকা ছাড়া আপাতত পুলিশের কিছুই করার নেই।

এদিকে প্রশ্ন উঠছে, শীতের মরশুমেই কেন অপরাধ প্রবণতা বাড়ছে? এক পুলিশ আধিকারিকের কথায়, 'শীতের সময় অনেকে বাড়ি ফাঁকা রেখে বাইরে ঘুরতে যান। সেক্ষেত্রে বাড়ি ফাঁকা পেলে চোরেদের সুবিধা হয়ে যায়। আবার বহু মানুষ শীতে ঘরে থাকতে বেশি পছন্দ করেন। রাস্তা ফাঁকা থাকলে চুরি করে পালানো সহজ। কুয়াশা থাকলে দূর থেকে শনাক্ত করা কঠিন হয়ে যায়।' তিনি জানিয়েছেন, পুলিশের তরফে বিশেষ এলাকাগুলিতে টহলদারি বাড়ানো হবে। এছাড়াও বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে পুলিশ মানুষের সঙ্গে কথা বলে দুষ্কৃতীদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করবে।

পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, অনেকে ঘুরতে গিয়ে ছবি, ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে জানান দেন। তা অত্যন্ত বিপজ্জনক। এতে চোরেরা আগেভাগেই জানতে পারে যে বাড়ি খালি রয়েছে। এলাকায় সন্দেহজনকভাবে কাউকে ঘোরাফেরা করতে দেখলে তৎক্ষণাৎ থানায় জানানো উচিত বলে জানিয়েছে পুলিশ।

কিন্তু এত অপরাধের পরেও দুষ্কৃতীরা এখনও অধরা। শীত, কুয়াশা, সোশ্যাল মিডিয়া ইত্যাদিকে সামনে রেখে পুলিশ নিজেদের ব্যর্থতার বিষয়টি এড়িয়ে যেতে পারে কি? প্রশ্ন রয়েই যাচ্ছে।

গাঁজা বাজেয়াপ্ত

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : মঙ্গলবার রাতে শিলিগুড়ি জংশনে কলকাতাগামী কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস থেকে ১১১ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করল জিআরপি। ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের একজনের বাড়ি ব্যারাকপুরে এবং অন্য দুজন কোচবিহারের বাসিন্দা বলে জিআরপি সূত্রে জানা গিয়েছে। বুধবার ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হলে বিচারক তাদের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

গ্রেপ্তার ২৯

চোপড়া, ২০ নভেম্বর : চোপড়া থানা এলাকায় গত দু'দিনে জুয়ার আসর থেকে ২৬ হাজার টাকা বোর্ড মানি সহ ২৯ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অভিযান চালিয়ে গত দু'দিনে মদ, জুয়ার আসর থেকে এবং কয়েকজনকে পুরোনো মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

জেলার খেলা

টেকনোর দাবায় সেরা ঋতুরাজ, সুকৃতি

ট্রফি ও পদক হাতে সফল দাবাড়ুরা।

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুল শিলিগুড়ির আন্তঃস্কুল দাবায় ছেলেদের সপ্তম থেকে দশম শ্রেণি বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল ঋতুরাজ পাল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় যথাক্রমে কার্তিক রেড্ডি ও আবির সিংহ। মেয়েদের সপ্তম থেকে দশম শ্রেণি বিভাগে চ্যাম্পিয়ন সুকৃতি বসাক। দ্বিতীয় ও তৃতীয় যথাক্রমে দিশিতা বর্মন ও শোভিকা ছেত্রী। এছাড়াও অন্যান্য বিভাগে প্রথম তিন স্থানাধিকারী যথাক্রমে রণজয় ভূষণ বসু, নিশান মণ্ডল ও নৈয়ায়িক বিশ্বাস (ছেলেদের দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ শ্রেণি), অদিতি অধিকারী, অনুশ্রী দে ও আরুশী ধর (মেয়েদের দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ শ্রেণি)। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুল শিলিগুড়ির প্রিন্সিপাল নন্দিতা নন্দী, এসএনআই সৌগত চক্রবর্তী, চিফ আর্বিট্রেটর সুগত চক্রবর্তী, আর্বিট্রেটর তপন দাস, সত্যম বর্ধন, রেচিক চক্রবর্তী, দেবজিৎ ভট্টাচার্য, কৌস্তভ সিনহা প্রমুখ।

প্রি-কোয়ার্টারে এনবিইউ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : গুয়াহাটির রয়াল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটিতে আয়োজিত ইস্ট জোন আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় টেবিল টেনিসে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের (এনবিইউ) মহিলা দল। দলে রয়েছেন সায়োনিশা চাকি, সানিয়া ভৌমিক, শুভশ্রী গুহ, ডোনা সরকার ও পল্লবী রায়। কোচ ও ম্যানেজার যথাক্রমে দেবাশিস সরকার ও শিব নাথ। বুধবার প্রথম রাউন্ডে এনবিইউ ৩-০ ব্যবধানে ছত্তিশগড়ের সান্ত গাহিরা ইউনিভার্সিটিকে হারিয়েছে। নেমেছিলেন পল্লবী, সায়োনিশা ও সানিয়া। দ্বিতীয় রাউন্ডে এনবিইউ ৩-০ ব্যবধানে উত্তরপ্রদেশের মহারাজা সুহেল দেব ইউনিভার্সিটির বিরুদ্ধে জয় পায়। খেলেছেন সায়োনিশা, পল্লবী ও সানিয়া। তৃতীয় রাউন্ডে মিজোরাম ইউনিভার্সিটিকে ৩-০ ব্যবধানে হারায় এনবিইউ। সায়োনিশা, পল্লবী, সানিয়া নেমেছিলেন। বৃহস্পতিবার প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে শিলিগুড়ির প্রতিপক্ষ ডিব্রুগড় ইউনিভার্সিটি।

জিতল শিলিগুড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : আন্তঃজেলা মহিলাদের সিনিয়ার টি২০ ক্রিকেটে জয়ে ফিরল শিলিগুড়ি। বুধবার তারা ১২৫ রানে বীরভূমকে হারিয়েছে। বাঁকুড়ায় টসে জিতে শিলিগুড়ি ১ উইকেটে ১৬৮ রান তোলে। প্রিয়াংকা কুর্মি ৫৮ বলে ৭৪ রান করেন। অঙ্কিতা মোহন্তর অবদান ৪৪। জবাবে বীরভূম ১৮.৪ ওভারে ৪৩ রানে অল আউট হয়। ম্যাচের সেরা পূজা অধিকারী ৭ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। শুক্রবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিরুদ্ধে নামবে শিলিগুড়ি।

মাদক কারবারি ধৃত

খড়িবাড়ি, ২০ নভেম্বর : হাতবদলের আগেই লক্ষাধিক টাকার মাদক সহ এক ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিলেন গ্রামবাসীরা। এরপর ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি সংলগ্ন গোগারুজোতে ঘটনাটি ঘটে মঙ্গলবার দুপুরে। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় ১৩২ গ্রাম ব্রাউন সুগার এবং কিছু নগদ। ধৃতের নাম হামজা শেখ। সে মালদার বৈষ্ণবনগরের বাসিন্দা।

হামজা মালদা থেকে পানিট্যাঙ্কিতে খুচরো ব্যবসায়ীদের কাছে মাদক বিক্রি করতে এসেছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ। তিনজন তার কাছ থেকে মাদক কেনার জন্য আসে। হাতবদলের সময় উভয়পক্ষের মধ্যে মাদকের দাম নিয়ে বচসা শুরু হয়। চিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে এলে তিন ক্রেতা সেখান থেকে পালিয়ে গেলেও ধরা পড়ে যায় হামজা। খড়িবাড়ি থানার পুলিশ তিন ক্রেতার খোঁজ শুরু করেছে।

গণধোলাই

নকশালবাড়ি, ২০ নভেম্বর : নকশালবাড়ি হাতিঘিসার বড় ঝাড়ুজোত এলাকায় চোর সন্দেহে গণধোলাইয়ে জখম হল এক তরুণ। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাকে উদ্ধার করে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে রেফার করেন। আহত দীপক দাস নকশালবাড়ির রায়পাড়ার বাসিন্দা। স্থানীয় বাসিন্দা মনোতোষ সিংহ ও তাঁর স্ত্রী বুলবুলি জানান, বুধবার দুপুরে তাঁরা বাড়িতে তালা দিয়ে নকশালবাড়ি বাজারে গিয়েছিলেন। বাজার শেষে সিংহ দম্পতি ফিরে দেখেন, বাড়ির মূল গেটটি ভাঙা। তাঁরা এক তরুণকে পালিয়ে যেতে দেখেন। পিছু নিয়ে প্রতিবেশীদের সাহায্যে তরুণকে ধরে গণধোলাই দেন তাঁরা। বাড়ির কাঠের দরজা, আলমারি ভাঙা অবস্থায় ছিল বলে দাবি সিংহ দম্পতির। যদিও বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনও অভিযোগ হয়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ।

অ্যাপ্রোচ রোডের গার্ডওয়াল ভাঙা

মহম্মদ আশরাফুল হক

গোয়ালপোখর, ২০ নভেম্বর : একেই সাহাপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের লোহাগাছি তিস্তা ক্যানালের সেতুর অবস্থা শোচনীয়। তার ওপর অ্যাপ্রোচ রোডের গার্ডওয়াল ভেঙে গিয়েছে। রাস্তার অবস্থা বর্তমানে বিপজ্জনক। স্বভাবতই এতে দুর্ঘটনার আশঙ্কা এলাকাবাসীর। তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে অ্যাপ্রোচ রোড সহ সেতুটির সংস্কার হয়নি।

যদিও সাহাপুর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মহম্মদ নুরউদ্দিন দায় ঝেড়েছেন এই বলে, 'সেতুটি সংস্কারের জন্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ ফান্ড আমাদের কাছে নেই।' তিনি আরও বলেন, 'একশো দিনের কাজ বন্ধ থাকায় সমস্যা আরও বেড়েছে।' তবে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করা হবে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

গোয়ালপোখর-১ ব্লকের সঙ্গে চাকুলিয়ার সংযোগস্থাপন করেছে এই সেতু। কাজেই দুই ব্লকের বাসিন্দাদের কাছে সেতুর গুরুত্ব অপরিসীম। প্রতিদিন এই সেতু দিয়ে হাজার হাজার মানুষ যাতায়াত করে থাকেন। প্রচুর ছোট-বড় যানবাহন চলাচল করে। এলাকাবাসী চাইছেন, সেতু সহ অ্যাপ্রোচ রোডটি দ্রুত সংস্কার করা হোক।

দুর্ঘটনার শঙ্কা লোহাগাছিতে

অ্যাপ্রোচ রোডের গার্ডওয়াল ভেঙে গিয়েছে।

ক্যানালের পাশে কয়েকজনের মুদিখানা রয়েছে। তাঁদের মধ্যে কাশেম আলির বক্তব্য, 'অ্যাপ্রোচ রোডের বেহাল অবস্থার কথা গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ব্লক প্রশাসনের নজরে আনা হয়েছে বহুবার। কিন্তু কেউ কোনও উদ্যোগ নিচ্ছে না।' তিনি জানান, গার্ডওয়াল ভাঙা। তাই মাটিতে ধস নেমে বিশাল গর্ত সৃষ্টি হয়েছে। অনেকেই দুর্ঘটনার কবলে পড়ছেন।

আরেক বাসিন্দা নরেশচন্দ্র সিংহের কথায়, 'সেতুটি রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ধুঁকছে। সেতুর একাধিক জায়গায় রেলিং ভেঙে পড়েছে। পলেস্তারা খসে পড়ছে। এ নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই।'

উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি গোলাম রসুল অবশ্য বলেছেন, 'সাহাপুর থেকে চাকুলিয়া যাওয়ার রাস্তাটি সংস্কারের পরিকল্পনা রয়েছে। সেইসঙ্গে সেতুটির বিভিন্ন সমস্যা খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করার চেষ্টা করা হবে।' কিন্তু পদক্ষেপ কবে হবে সেই সংক্রান্ত কোনও ইঙ্গিত তাঁর কথায় পাওয়া যায়নি।

সেতুটি সংস্কারের জন্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ ফান্ড আমাদের কাছে নেই। একশো দিনের কাজ বন্ধ থাকায় সমস্যা আরও বেড়েছে।

মহম্মদ নুরউদ্দিন, প্রধান

নামছে পারদ

নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই তাপমাত্রা কমতে শুরু করেছে দুই বঙ্গে। এখনও পর্যন্ত তেমনভাবে কুয়াশার দাপট দেখা যায়নি। ২৪ নভেম্বর পর্যন্ত কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে।

শিল্প নিয়ে কর্মসূচি

রাজ্যে ক্ষুদ্র শিল্প প্রসারের লক্ষ্যে এক মাস ধরে রাজ্যজুড়ে 'শিল্পের সমাধান' কর্মসূচি নিয়েছে নবান্ন। ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প দপ্তরের উদ্যোগে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্লক ও পুরসভা এলাকায় শিবির করা হবে।

ছক বিহারে

কলকাতা পুরসভার কাউন্সিলার সুশান্ত ঘোষকে গুলি করার ঘটনায় বিহার-যোগের প্রমাণ পেল পুলিশ। বিহারের পাপ্পু গ্যাংয়ের সদস্যরা জেলে বসেই এই খুনের ছক কষেছিল।

অস্ত্র উদ্ধার

রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বুধবার হানা দিয়ে প্রচুর অস্ত্র সহ ৪০ জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। গত কয়েকদিন ধরেই পুলিশ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় নাকা চেকিং চালাচ্ছে।

মন্দারমণির হোটেলের স্থায়ী সমাধান খুঁজছে নবান্ন

কলকাতা, ২০ নভেম্বর : পরিবেশ আদালতের নির্দেশ মেনে মন্দারমণির ১৪৪টি হোটেল ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল পূর্ব মেদিনীপুর জেলা প্রশাসন। কিন্তু নবান্নকে না জানিয়ে এত বড় সিদ্ধান্ত কেন নেওয়া হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কোনওভাবেই 'বুলডোজার' নীতি সরকার মেনে নেবে না বলে তিনি স্পষ্ট করে দেন। এরপরই মন্দারমণির এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান নিয়ে নীল নকশার সন্ধান করছে নবান্ন। এই নিয়ে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে সব পক্ষের সঙ্গে কথা বলতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যসচিবের কাছ থেকে রিপোর্ট পাওয়ার পরই মুখ্যমন্ত্রী এই ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। ইতিমধ্যেই পরিবেশ আদালতের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেছে হোটেল মালিকদের সংগঠন। বুধবার সেই মামলার একপ্রস্থ শুনানি হয়েছে। শুক্রবার ফের এই মামলা বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে ওঠার কথা।

নবান্নের কর্তারা মনে করছেন, জেলা প্রশাসনের 'বুলডোজার' নীতি প্রত্যাহার করার নির্দেশ দেওয়ার পিছনে মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও রয়েছে। কারণ, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত। মন্দারমণি কাঁথি লোকসভার মধ্যে পড়ে। এখানকার সাংসদ শুভেন্দুর ভাই সৌমেন্দু। ফলে প্রশাসন এতগুলি হোটেল ভাঙতে শুরু করলে কমপক্ষে ৪ লক্ষ মানুষের রুটি-রুজির ওপর প্রভাব পড়ত। তার সরাসরি রাজনৈতিক ফায়দা নিত বিজেপি। বিধানসভা ভোটের আগে এই ঝুঁকি নিতে রাজি নন মুখ্যমন্ত্রী। তাই সমস্যার স্থায়ী সমাধান খুঁজতে তিনি মুখ্যসচিবকে নির্দেশ দিয়েছেন।

এবার বিয়ের লগনসা ঘিরে বাঙালির অর্থনীতিতে লক্ষ্মীলাভ

শুধু রমা নয়, এবারের লগনশাতে বিয়ের ছড়াছড়ি।

পুলকেশ ঘোষ

কলকাতা, ২০ নভেম্বর : বিয়েবাড়ির সাজে ফেসবুকে যুগলে ছবি দিয়েছেন রমা ও দীপ্তেন্দ্র সান্যাল। ঘোষণা করেছেন, এই মরশুমে এটাই তাঁদের প্রথম বিয়েবাড়ির নিমন্ত্রণের সাজ। দম্পতির এহেন পোস্টে সবাই উচ্ছ্বসিত কমেন্ট দিয়েছেন। রমা জানালেন, এক আধটা নয়, আগামী এক মাস তাঁর মোট আটটি বিয়েবাড়ির নেমন্তন্ন রয়েছে। একটি অফিস কলিগের। বাকিগুলিতে নিমন্ত্রিত দুজনেই।

এমাসের ১২ তারিখ থেকে বিয়ের লগ্ন শুরু হয়েছে। চলবে পরের মাসের ১২ তারিখ পর্যন্ত। পঞ্জিকায় জানুয়ারি মাসেও একটি দিন বিয়ের জন্য বরাদ্দ রয়েছে। কিন্তু কলকাতা ও আশপাশ এলাকার ম্যারেজ রেজিস্ট্রার ও অনুষ্ঠান বাড়ির মালিকদের হিসেব বলছে, এই মরশুমে ৬০ হাজার অনুষ্ঠান শুধু এই এলাকাতেই হতে চলেছে। ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের দপ্তরের হিসেব অনুযায়ী, গত বছর এই সময় গোটা রাজ্যে ১ লক্ষ ৪২ হাজার বিয়ে হয়েছিল। সেই বছর কলকাতা ও তার আশপাশ এলাকায় হয়েছিল ৪৯ হাজার বিয়ে। নভেম্বর মাসে এই ক'দিনেই ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের দপ্তর থেকে হাজার ছয়েক বিয়ের সার্টিফিকেট ইস্যু হয়ে গিয়েছে। বণিক সংগঠনগুলির হিসেব বলছে, এবছর রাজ্যের অর্থনীতিতে শুধু বিয়েবাড়ি থেকে ৬৫ হাজার কোটি টাকা আসতে পারে। গত বছরের থেকে যা ৩৫ শতাংশ বেশি। দুর্গাপুজোর পর এবার বিয়েবাড়িকে ঘিরেই তাই বাঙালির লক্ষ্মীলাভের আশা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই জানিয়েছিলেন, দুর্গাপুজোর সময় রাজ্যের অর্থনীতিতে ৭০ হাজার কোটি টাকারও বেশি ব্যবসা হয়েছে। এই বিষয়ে সমীক্ষাও করেছেন কয়েকজন। পরিসংখ্যানবিদ সুদীপ ঘোষের তথ্য অনুযায়ী, গ্রামীণ এলাকায় বিয়ের খরচ ৫ থেকে ৭ লক্ষ টাকার মধ্যে চুকিয়ে দেওয়া গেলেও শহর এলাকায় খরচ ১৫ থেকে ২০ লক্ষ টাকা। ইদানিং চল হয়েছে ডেস্টিনেশন ওয়েডিংয়ের। তার খরচ আরও অনেক বেশি।

বিয়ে মানেই চড়া ফুলের বাজার। এবার তা আগে থেকেই চড়ে রয়েছে প্রলম্বিত বর্ষা ও ঘূর্ণিঝড় ডানার জন্য। সারা বাংলা ফুল ব্যবসায়ী ও ফুল চাষি সমিতির সভাপতি নারায়ণ নায়েক জানিয়েছেন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে রাজ্যের একটা বড় অংশে ফুলচাষ পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। অল্প যেটুকু অংশে ফুলগাছ টিকে রয়েছে, সেখান থেকে গোটা রাজ্যে সরবরাহ চলছে। এর ওপর বিয়ের বাজারে ফুলের চাহিদা তুঙ্গে ওঠায় ফুলের দাম সাংঘাতিকভাবে বেড়ে গিয়েছে। গত বছর বিয়ের মরশুমে আনুমানিক ৫ কোটি টাকার ব্যবসা হয়েছিল। এবছর ৬ কোটি টাকা ছাপিয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ফুলের পাশাপাশি বিয়ের অন্যতম চাহিদা স্বর্ণালঙ্কার। স্বর্ণশিল্পী বাঁচাও সমিতির কার্যকরী সভাপতি সমর দে জানিয়েছেন, 'আমেরিকায় ডোনাল্ড ট্রাম্প ভোটে জেতার পরই বাজার কিছুটা পড়ে গিয়েছিল। লোকে না কিনে কিছুদিন চুপচাপ অপেক্ষা করছিল। কিন্তু আবার হইহই করে চড়ে গিয়েছে সোনার বাজার। শুধু অক্টোবর মাসেই দেশে ৮৫ টন সোনা আমদানি করা হয়েছে। এবার বিয়ের মরশুমে ভারী ও হালকা দুই ধরনের গয়নারই ব্যাপক চাহিদা। বুধবারে কলকাতার বাজারে ২২ ক্যারেট সোনার দাম গ্রাম প্রতি ৭১৭০ টাকা। গত বছরের তুলনায় এবছর বিয়ের মরশুমে সোনার চাহিদা অনেকটাই বেশি।'

কলকাতা ও আশপাশ এলাকায় অনুষ্ঠানবাড়ি বুক করতে হয় অন্তত এক বছর আগে। ভিআইপি রোডের ধারে কেষ্টপুরের একটি বিখ্যাত অনুষ্ঠানবাড়ির বুকিং একদিনও খালি নেই। ওই অনুষ্ঠানবাড়ির তরফে সুবিনয় গড়াই জানালেন, জানুয়ারি মাসে শুধুমাত্র ২৪ তারিখ বিয়েবাড়ি রয়েছে। বিয়ে ও বউভাত মিলিয়ে এই মরশুমে প্রতিদিনই অনুষ্ঠানবাড়ি জমজমাট। তবে, তাঁর দুঃখ আগামী বছর নিয়ে। পাঁজিতে আগামী বছরে এই মরশুমে নভেম্বর মাসে অল্প কয়েকদিন মাত্র বিয়ের লগ্ন পড়েছে। তার ফলে এখন থেকেই মন খারাপ করে বসে আছেন তিনি।

আহা কি আনন্দ! স্কুল ছুটির পর। বুধবার কলকাতায় আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

গ্রেপ্তার সুকান্ত, পরে জামিন

বেলডাঙ্গার অশান্তিতে পুলিশের সমালোচনা

কলকাতা, ২০ নভেম্বর : মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা যেতে গিয়ে কৃষ্ণনগরে পুলিশের বাধার মুখে আটকে গেলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। বেলডাঙ্গার অশান্তির ঘটনায় গতকাল সেখানে গিয়ে আক্রান্তদের পাশে দাঁড়ানোর কথা বলেছিলেন সুকান্ত। কিন্তু এলাকায় ১৬৩ ধারা জারি থাকার কারণে বুধবার সুকান্তকে বেলডাঙা যেতে দেয়নি পুলিশ। প্রতিবাদে জাতীয় সড়ক অবরোধ করার জেরে সুকান্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। যদিও কিছুক্ষণ পরে ব্যক্তিগত জামিনে তাঁকে ছেড়েও দেওয়া হয়।

১৬ নভেম্বর থেকে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গার ঘটনাকে ইস্যু করে রাজ্য পুলিশ ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে সরব হয় বিজেপি। মঙ্গলবার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের দাবিও তোলেন সুকান্ত, শুভেন্দুরা। অভিযোগের ভিত্তিতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট তলব করেন রাজ্যপাল। এই আবহেই এদিন বেলডাঙ্গা যাত্রা করেন সুকান্ত। কিন্তু বেলডাঙ্গা থেকে প্রায় ৭০ কিলোমিটার দূরে কৃষ্ণনগরের ব্রিজের কাছে সুকান্তর কনভয় আটকে দেয় পুলিশ। বাধা পেয়ে পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়ান সুকান্ত ও বিজেপি নেতারা। পুলিশের দাবি, বেলডাঙ্গায় ১৬৩ ধারা জারি থাকায় সেখানে যেতে তাঁরা নিষেধ করেছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে। যদিও বিজেপির দাবি, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই পুলিশ রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও বিজেপি নেতাদের আটকে দিয়েছে। নাহলে ঘটনাস্থল থেকে ৭০ কিলোমিটার দূরে আইনশৃঙ্খলার অজুহাত দেখিয়ে বিজেপির প্রতিনিধি দলকে আটকাবে কেন?

বচসায় সুকান্ত ও বিজেপির তরফে পুলিশকে বলা হয়, তাঁরা বেলডাঙ্গার ঘটনায় ভারত সেবাশ্রম সংঘের কার্তিক মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন। প্রয়োজনে পুলিশ তাঁদের এসকর্ট করে নিয়ে যেতে পারে। আর একান্তই তা সম্ভব না হলে জেলা শাসক ও জেলার পুলিশ সুপারের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেওয়া হোক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিজেপির কোনও দাবিই মানেনি পুলিশ। প্রতিবাদে জাতীয় সড়কের ওপর বসে পড়ে রাস্তা অবরোধ করেন সুকান্ত। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে থাকার পর, পুলিশ সুকান্ত সহ বিজেপি নেতাদের কোতোয়ালি থানায় নিয়ে যায়। সেখানে অবশ্য ব্যক্তিগত জামিনে সুকান্ত সহ বিজেপি নেতাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

এদিন পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভপ্রকাশ করে সুকান্ত বলেন, 'বেলডাঙ্গায় ধর্মীয় স্থান আক্রমণে পুলিশ নীরব দর্শক। অথচ শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হতে পারে এই আশঙ্কায় সুকান্ত মজুমদার ও বিজেপিকে বেলডাঙ্গা যেতে না দিতে তৎপর পুলিশ ও প্রশাসন।' সুকান্তকে গ্রেপ্তারের ঘটনায় ধুবুলিয়া ও কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি।

রিপোর্ট তলব

আদালত সংবাদদাতা, ২০ নভেম্বর : বেলডাঙ্গার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ও রাজ্যের রিপোর্ট তলব করল বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন ও বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যর ডিভিশন বেঞ্চ। রাজ্য কী কী পদক্ষেপ করেছে এবং বর্তমান পরিস্থিতি কী, তা নিয়ে শুক্রবারের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। আগামী সোমবার ফের মামলার শুনানি।

জামিন মঞ্জুর হলেও জেলমুক্তি নয় কুন্তলের

কলকাতা, ২০ নভেম্বর : নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় শর্তসাপেক্ষে জামিন মঞ্জুর হলেও এখনই জেল থেকে বেরোতে পারছেন না তৃণমূলের প্রাক্তন যুব নেতা কুন্তল ঘোষ। বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ ১০ লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে কুন্তলের জামিন মঞ্জুর করেন। কিন্তু ইডির এই মামলায় জামিন পেলেও সিবিআইয়ের মামলায় তিনি এখনও জামিন পাননি।

এর আগে জামিন চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন কুন্তল। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট সেই মামলা পুনরায় কলকাতা হাইকোর্টে ফিরিয়ে দেয়। তবে একমাসের মধ্যে মামলার নিষ্পত্তির জন্য বলেছিল সুপ্রিম কোর্ট। সেইমতো এদিন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের এজলাসে মামলার শুনানি হয়। তবে বিচারপতি তাঁর জামিন মঞ্জুর করলেও বেশ কয়েকটি শর্ত আরোপ করেছেন। তার মধ্যে আছে, পাসপোর্ট থাকলে তা জমা রাখতে হবে, নিম্ন আদালতের এলাকা ছাড়তে পারবেন না, কোনও তথ্যপ্রমাণ নষ্ট করতে পারবেন না ও সাক্ষীকে প্রভাবিত করা যাবে না। একইসঙ্গে ১০ লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডও দিতে হবে।

বিচারকদের ভিন্ন মত, আটকে পার্থর জামিন

কলকাতা, ২০ নভেম্বর : এক বিচারপতি জামিন মঞ্জুর করলেও অপর বিচারপতি জামিন দিতে নারাজ। তাই আপাতত জামিন মিলল না প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের। বুধবার বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি অপূর্ব সিংহ রায়ের ডিভিশন বেঞ্চে ছিল এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতির জামিন মামলার রায়দান। দুই বিচারপতির ভিন্নমত হওয়ায় মামলাটি এবার যাচ্ছে কলকাতা হাইকোর্টের তৃতীয় বেঞ্চে। প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ঠিক করে দেবেন কোন বেঞ্চে মামলার চূড়ান্ত রায় হবে।

এসএসসি দুর্নীতিতে চারটি মামলা হয়েছিল। গ্রুপ-সি, গ্রুপ-ডি, নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ। এই চার মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন ৯ জন। এর মধ্যে ২০২২ সালের ২৩ জুলাই পার্থকে গ্রেপ্তার করেছিল ইডি। পরবর্তীকালে তাঁকে হেপাজতে নেয় সিবিআই। জামিন চেয়ে বিভিন্ন সময় হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন পার্থ। কিন্তু কোথাও মেলেনি জামিন। বর্তমানে সমস্ত মামলারই শুনানি চলছিল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে। দুর্গাপুজোর আগেই শেষ হয়েছিল শুনানি। সেই মামলার রায় ঘোষিত হয় এদিন।

বিচারপতি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর রায়ে জানান, অভিযুক্ত ৯ জন অর্থাৎ প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়,

মামলা যাচ্ছে হাইকোর্টের তৃতীয় বেঞ্চে

এসএসসির প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুবীরেশ ভট্টাচার্য, এসএসসির প্রাক্তন সচিব অশোককুমার সাহা, এসএসসির উপদেষ্টা কমিটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান শান্তিপ্রসাদ সিনহা, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায় ও ৪ এজেন্ট কৌশিক ঘোষ, শেখ ইমাম আলি, সুব্রত সামন্ত রায় ও চন্দন মণ্ডলের জামিন মঞ্জুর করেছেন। কিন্তু বিচারপতি সিংহ রায় ৯ জনের মধ্যে ৫ জন অর্থাৎ পার্থ, সুবীরেশ, অশোক, কল্যাণময় ও শান্তিপ্রসাদের জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন। বাকি চারজনের জামিন মঞ্জুর করেছেন তিনি। এর ফলে এদিন জামিন মিলল না পার্থর। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এর আগে জামিনে মুক্তি পেয়েছেন প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা তৃণমূল বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য, তাঁর স্ত্রী ও ছেলে এবং বড়ঞার তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা।

যেহেতু ডিভিশন বেঞ্চের দুই বিচারপতি সহমত হতে পারেননি, তাই পার্থ সহ পাঁচজনের জামিনের বিষয়টি ফের ঝুলে রইল। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ঠিক করবেন কোন বেঞ্চে চূড়ান্ত রায়দান হবে এই মামলার।

কৃষকবন্ধুর দ্বিতীয় কিস্তির টাকা চলতি মাসের শেষেই

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ নভেম্বর : রবি মরশুমের শুরুতেই কৃষকবন্ধু প্রকল্পের দ্বিতীয় কিস্তির টাকা ছাড়তে চলেছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মতো কৃষি দপ্তর রাজ্যের প্রায় ১ কোটি ৭ লক্ষ উপভোক্তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ওই টাকা পাঠানোর প্রস্তুতি শুরু করেছে। খরিফ মরশুমের শুরুতে এই প্রকল্পের প্রথম কিস্তির টাকা দিয়েছিল রাজ্য। দ্বিতীয় কিস্তির টাকা মেটাতে ২,৯০০ কোটি টাকা বরাদ্দও করেছে রাজ্য সরকার। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি মাসের ২৫ থেকে ৩০ তারিখের মধ্যে এই টাকা উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাবে। চলতি মাসের মাঝামাঝি এই টাকা পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কিন্তু ট্যাবের টাকা কেলেঙ্কারির জেরে প্রত্যেক উপভোক্তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট দ্বিতীয়বার যাচাই করা হয়েছে। সেই কারণেই টাকা ছাড়তে অতিরিক্ত এক সপ্তাহ সময় লাগল। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রক্রিয়াও শুরু করেছে কৃষি দপ্তর। ঘূর্ণিঝড় 'ডানা'র পর বাংলা শস্য বিমা যোজনার আবেদনের মেয়াদও বাড়ানো হয়েছিল।

রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'খরিফ মরশুম শুরু হওয়ার আগেই আমরা কৃষক বন্ধু প্রকল্পে প্রথম কিস্তির টাকা দিয়েছিলাম। কয়েকদিনের মধ্যেই রবি মরশুম শুরু হয়ে যাবে। মুখ্যমন্ত্রী চান, রবি মরশুম শুরু হওয়ার আগেই কৃষক বন্ধু প্রকল্পের দ্বিতীয় কিস্তির টাকা ছেড়ে দিতে। সেইমতো প্রস্তুতিও নেওয়া হচ্ছে। চলতি মাসের শেষ সপ্তাহেই এই টাকা কৃষকদের অ্যাকাউন্টে ঢুকতে শুরু করবে বলে আশা করছি।' গত সপ্তাহেই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশমতো অর্থ দপ্তরের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন কৃষি দপ্তরের কর্তারা। সেখানেই টাকা ছাড়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ২০১৯ সালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে কৃষক বন্ধু প্রকল্প চালু করা হয়। কৃষকদের হাতে আর্থিক সাহায্য তুলে দিতেই এই প্রকল্পের ভাবনা এসেছিল।

প্রশ্নবাণ

- একসময়ের 'বেঙ্গল টেকনিকাল ইনস্টিটিউট'-কে বর্তমানে আমরা কী নামে চিনি?
- প্রাক্তন ভারতীয় বিদেশসচিব বিকাশ স্বরূপের লেখা 'Q &A'-র ওপর ভিত্তি করে তৈরি হওয়া সিনেমার নাম কী?
- একদিনের ক্রিকেটে প্রথম দ্বিশতরান কে করেন?

আগের দিনের উত্তর

সুধীরকুমার সেন, মাসতুতো ভাই, জিব্রাল্টার প্রণালী

ঠিক উত্তরদাতা : মানিকচন্দ্র ভৌমিক, সঞ্জীব দেব, মৃণাল মণ্ডল, সৌমেন সিংহ রায়- শিলিগুড়ি, সোনাক্ষী দাস- কলকাতা।

উত্তর পাঠাতে হবে 8597258697 হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে, বিকেল ৫টার মধ্যে। সঠিক উত্তরদাতাদের নাম আগামীকাল।

নবীন-প্রবীণের সমন্বয়েই রদবদল

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২০ নভেম্বর : দলে পুরোনো সঙ্গীসাথীদের ছাড়তে নারাজ মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নির্দেশ, নবীন-প্রবীণের সমন্বয় করেই দলে রদবদল করতে হবে। তবে দলের সর্বস্তরে ঢালাওভাবে নয়, রদবদল হবে ধাপে ধাপে। প্রয়োজনভিত্তিক জেলা ধরে বাছাই করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দলের সাংগঠনিক নেতৃত্বে বদল আনতে হবে। নেত্রীর নির্দেশে দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীর মধ্যস্থতায় দলে নবীন-প্রবীণের মধ্যে সমন্বয়ের এই ফর্মুলায় শেষপর্যন্ত সায় মিলেছে দলের সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। গত লোকসভা ভোটে দলের ফলের ভিত্তিতে অভিষেক রাজ্যজুড়ে সংগঠনে সর্বস্তরে ব্যাপক রদবদলের সুপারিশ করেছিলেন নেত্রীর কাছে। তাঁর রদবদলের তালিকায় চোখ বুলিয়ে এককথায় তাতে সায় দিতে পারেননি নেত্রী। ওই তালিকা নিয়ে নেত্রী একাধিকবার শলাপরামর্শে বসেন দলের শীর্ষ নেতা সুব্রত বক্সীর সঙ্গে। তাঁদের একান্ত কথাবার্তার মধ্যেই উঠে আসে দলে নবীন-প্রবীণের সমন্বয়ে রদবদলের এই ফর্মুলার কথা।

বুধবার তৃণমূলের অন্দরের খবর, মঙ্গলবার নেত্রীর নির্দেশে এই ফর্মুলা নিয়ে মধ্যস্থর ভূমিকায় অভিষেকের সঙ্গে বৈঠকে বসেন সুব্রত বক্সী। দলের ওই রদবদল নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয় তাঁদের মধ্যে। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, দলনেত্রী হয়তো বিষয়টি নিয়ে সরাসরি অভিষেকের সঙ্গে কথা বলতে পারতেন। তা না করে নেত্রী সবার আগে দলকে অগ্রাধিকার দিতে দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীকে অভিষেকের সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনায় বসতে নির্দেশ দেন। দলে সুব্রত বক্সীর মতো পুরোনো সতীর্থদের নিয়েই যে নেত্রী পথ চলতে চান, এই ঘটনায় তা আরও স্পষ্ট হল।

তৃণমূলের এক প্রবীণ শীর্ষ নেতার ধারণা, অভিষেক বা যুব তৃণমূলের

নয়া ফর্মুলা তৃণমূলে

সুপারিশে দলের সর্বশেষ রদবদলে যে খুব বেশি লাভ হয়নি এবং নতুন মুখদের নেতৃত্বের প্রথম সারিতে এনেও দলের পক্ষে বিশেষ ফল তেমন হয়নি, এটা নেত্রীর চোখ এড়ায়নি। গত লোকসভা ভোটের সময় বা অতি সম্প্রতি আরজি কর কাণ্ডের জেরে দলের অস্থিরতার সময় দলের স্বার্থে নবীন নেতৃত্বের অধিকাংশের ভূমিকা তেমন চোখে পড়েনি বলেই নেত্রী মনে করছেন। সে কারণেই দলের আসন্ন রদবদলে নেত্রী চান পুরোনোদের উপযুক্ত মর্যাদা ও গুরুত্ব। নবীন ও প্রবীণের সমন্বয় করেই রদবদল করার পক্ষপাতী তিনি।

সর্বস্তরে বদল এনে 'উন্নততর তৃণমূল' গড়তে চান অভিষেক। নেত্রী চান, পুরোনোদের ক্ষেত্রে বদল হোক বেছে বেছে। যেমন শিলিগুড়ির গৌতম দেবের মতো একাধিক প্রবীণ নেতা দীর্ঘদিন দলে আছেন বিভিন্ন পদে। এঁদের অধিকাংশের ওপর নেত্রীর ভরসা এখনও অটুট।

পড়ুয়াদের সমীক্ষা

কলকাতা, ২০ নভেম্বর : প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার অগ্রগতি কেমন হচ্ছে, তা নিয়ে সমীক্ষা করতে চায় রাজ্য সরকার। এই নিয়ে একটি সামগ্রিক রূপরেখাও তৈরি করা হবে। এই প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছে হলিস্টিক রিপোর্ট কার্ড। এজন্য জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকদের বিশেষ প্রশিক্ষণও দেবে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে এই নিয়ে স্কুল শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশও পৌঁছে গিয়েছে। চলতি মাস থেকেই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকদের নিয়ে ওরিয়েন্টেশন ক্যাম্প করা হবে। অনলাইনেই বৃহস্পতি ও শুক্রবার বেলা ১২টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত দুই পর্যায়ে ভাগ করে এই প্রশিক্ষণ চলবে। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকরা প্রশিক্ষণ নিয়ে একটি রিপোর্ট কার্ড তৈরি করবেন। তারপর সেই রিপোর্ট কার্ড তাঁরা স্কুল শিক্ষা দপ্তরে পাঠাবেন।

সুদীপ্তর চিঠি

কলকাতা, ২০ নভেম্বর : আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ঘটনায় এবার তৃণমূলের চিকিৎসক সংগঠনের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে এল। রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিল থেকে প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ শান্তনু সেনের সদস্যপদ খারিজের দাবিতে স্বাস্থ্য দপ্তরকে চিঠি দিলেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল বিধায়ক ড. সুদীপ্ত রায়। তাঁর অভিযোগ, কাউন্সিলের বৈঠকে ছয়বার উপস্থিত হননি শান্তনুবাবু। তাই তাঁর সদস্যপদ খারিজ করা হোক। সেই জায়গায় অন্য কাউকে মনোনীত করার অনুরোধ করেছেন তিনি।

বঙ্গে ইউনিসেফের প্রধান রিয়া

শিশু দিবসে বিশেষ দায়িত্ব পেয়ে জানাল মনের কথা

কলকাতা, ২০ নভেম্বর : ছোটবেলা থেকে পঙ্গু। ঠিকমতো হাঁটতে পারে না। ভরসা হুইল চেয়ার। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর দু'নম্বর ব্লকের বিদ্যানগর গ্রামে বাড়ি রিয়া সরদারের। বাবা ছোট ব্যবসায়ী। কোনওরকমে দিন গুজরান করেন। সেই রিয়াকেই একদিনের জন্য পশ্চিমবঙ্গের ইউনিসেফের প্রধান নিযুক্ত করা হয়। বুধবার বিশ্ব শিশু দিবসে রিয়াকে বিরল এই সম্মান দেওয়া হয়। ছোট্ট রিয়া জানায় তার মনের বেদনার কথা।

প্রতি বছরই ইউনিসেফ সারা বিশ্বজুড়ে ঘটা করে পালন করে এই দিনটি। যার পোশাকি নাম 'কিডস টেকওভার' প্রোগ্রাম। এদিন বিদ্যানগর গার্লস হাইস্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী রিয়া সরদারকে মনোনীত করেন ইউনিসেফের কলকাতা অফিসের কর্তারা। পশ্চিমবঙ্গের ইউনিসেফের প্রধান ডঃ মঞ্জুর হোসেনের চেয়ারে একদিনের জন্য প্রধান হিসেবে বসানো হয় রিয়াকে। এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে শিশুদের মনের গভীরে গোপন কোণে জমে থাকা কথার খোঁজ করা হয়।

ছোটবেলা থেকেই মেধাবী রিয়া তার সমস্ত শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে নিজ লক্ষ্যে স্থির। সঙ্গে রয়েছে তার বাবা-মা ও পরিবারের

প্রধান ডঃ মঞ্জুর হোসেনের চেয়ারে একদিনের জন্য প্রধান রিয়া।

অকুণ্ঠ সাহায্য ও অনুপ্রেরণা। রিয়া স্বপ্ন দেখে, আর পাঁচটা স্বাভাবিক সুস্থ মানুষের মতো সেও সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে। এজন্য সে হাতিয়ার করেছে পড়াশোনাকে। এদিন সেকথাই তার আলোচনায় উঠে আসে। পাশাপাশি সে জানায়, স্কুলে কীভাবে তাকে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন, স্কুলে টয়লেটে যাওয়ার ক্ষেত্রে কীরকম সমস্যায় পড়তে হত তাকে। এবড়ো খেবড়ো রাস্তা হওয়ায় হুইল চেয়ার ঠেলে তার পক্ষে টয়লেটে যাওয়া ছিল কষ্টকর ব্যাপার। তবে সে গর্বের সঙ্গে জানিয়েছে, স্কুল কর্তৃপক্ষ তার সেই সমস্যার কথা বুঝতে পেরে টয়লেটে হুইল চেয়ার নিয়ে যাওয়ার জন্য বিশেষ র‍্যাম্পের ব্যবস্থা করেছে। তার অপর সমস্যা হল, উঁচু ক্লাসে ওঠার পরে তার ক্লাসরুমও বদলে ওপরতলায় যায়। তাই তার বাবা স্কুল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন, যাতে রিয়ার মতো শারীরিক প্রতিবন্ধী ছাত্রীদের ক্লাস নীচতলাতেই হয়। স্কুল কর্তৃপক্ষ সেই দাবিও মেনে নিয়েছে। রিয়ার কথায়, 'আমার মতো শারীরিক প্রতিবন্ধীরা যেন এই ধরনের সমস্যায় না পড়ে। সেজন্য সমস্ত স্কুল যেন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে।' তার স্কুল কর্তৃপক্ষকে বিশেষ ধন্যবাদও জানায়।

এদিন রিয়ার মতোই বহরমপুরের চৌনানপুর বিদ্যানিকেতন গার্লস স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী সৌমিকী চক্রবর্তীকেও একদিনের জন্য স্থানীয় টিভি চ্যানেলের এডিটর করা হয়। ইউনিসেফের পশ্চিমবঙ্গের প্রধান ডঃ হোসেন বলেন, 'এই ধরনের উদ্যোগের ফলে সমাজের শিশুদের বিভিন্ন সমস্যা ও তাদের মতামত জানা যায়। যা আমাদের চলার পথের পাথেয়।'

বৃহস্পতিবার, ৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ২১ নভেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৮২ সংখ্যা

গরল গ্রাস

দিল্লি এখন প্রবল দূষণে জেরবার। বেঁচে থাকার জন্য প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিতেও দিল্লির আমজনতার নাভিশ্বাস উঠছে। প্রায় প্রতিদিন দিল্লির এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (একিউআই) বিপদের ঘণ্টা বাজাচ্ছে। এজন্য সুপ্রিম কোর্ট লাগাতার কেন্দ্র ও দিল্লি সরকারকে তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করছে। কিন্তু মানুষের পরিত্রাণ নেই। জাতীয় রাজধানীর আবহাওয়া বিপদসীমা অতিক্রম করলেও হেলদোল নেই কেন্দ্রীয় সরকারের।

দিল্লির পরিবেশমন্ত্রী গোপাল রাইয়ের অভিযোগ, পদক্ষেপ চেয়ে কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবকে বারবার চিঠি পাঠানো হয়েছে। কিন্তু একটিরও জবাব মেলেনি। দিল্লি সরকার রাজধানীর দূষণ মোকাবিলায় কৃত্রিম বৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়েছে প্রধানমন্ত্রীকে। এজন্য যা যা প্রয়োজনীয় ছাড়পত্রের দরকার, তা পেতে নরেন্দ্র মোদির হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করে গোপাল রাই লিখেছেন, দিল্লি সহ গোটা উত্তর ভারতের ওপর যে ধোঁয়ার স্তর তৈরি হয়েছে, তার মোকাবিলায় কৃত্রিম বৃষ্টিই একমাত্র সমাধান।

সমস্যাটি মোকাবিলায় আইআইটি কানপুরের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনার পাশাপাশি কেন্দ্রের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে দিল্লি সরকার। তাতেও সদর্থক সাড়া মেলেনি এখনও। দেশের রাজধানী শহর বায়ুদূষণের ভয়াবহতার অতলে হারিয়ে যাচ্ছে দেখেও কেন্দ্রের এই নীরবতা বিস্ময়কর। নাম কা ওয়াস্তে কিছু রুটিন কার্যকলাপের বাইরে কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রকের কোনও তৎপরতা চোখে পড়ছে না। বরং মহারাষ্ট্রে বিধানসভা ভোটের প্রচারে কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রী যথেষ্ট ব্যস্ত।

দিল্লিকে এখন অনায়াসে ভারতের দূষণ রাজধানী বলা যেতে পারে। এই অবস্থা অবশ্য শুধু দিল্লির নয়। ভারতের প্রায় প্রত্যেকটি বড় এবং মাঝারি মাপের শহরের দূষণ পরিস্থিতি শোচনীয়। শুধু বায়ু দূষণ নয়, জল দূষণও ভয়ানক আকার নিচ্ছে দেশের ছোট, বড় ও মাঝারি শহরগুলিতে। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, পুরসভা সকলের অবস্থা হল- এ বলে আমায় দ্যাখ, ও বলে আমায় দ্যাখ।

সরকার ও স্থানীয় প্রশাসনগুলির পাশাপাশি সাধারণ মানুষও পরিবেশ দূষণের বিষয়টিকে চূড়ান্ত অবহেলা এবং অবজ্ঞা করে। এই মানসিকতা সার্বিক পরিস্থিতিকে আরও বিষিয়ে তুলছে। চোখের সামনে সবকিছু ধ্বংসের পথে যাচ্ছে দেখেও সবাই হাত গুটিয়ে বসে থাকছে। দিল্লিতে বায়ু দূষণের কারণ হিসেবে পেট্রোল, ডিজেলে চলা যানবাহন থেকে নির্গত কালো ধোঁয়া, কয়লাচালিত তাপবিদ্যুৎ ও শিল্পকেন্দ্রগুলির ধোঁয়াকে মূল বলা যেতে পারে।

পঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থানের চাষিদের নাড়াপোড়ানোর ধোঁয়াও দিল্লিতে দূষণের অন্যতম কারণ। সমস্যার কারণ তাই সকলেরই জানা। কিন্তু সমাধান নিয়ে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে না প্রশাসন। ল্যানসেটের হিসেব অনুযায়ী, প্রতিবছর দিল্লিতে বায়ু দূষণের কারণে প্রায় ১২ হাজার মানুষ মারা যান। শ্বাসপ্রশ্বাসের রোগে ভোগেন আরও অনেকে। কিন্তু বিষাক্ত জলহাওয়ার হাত থেকে মানুষকে রেহাই দেওয়ার উপায় নিয়ে কেউ কিছু বলছে না।

সরকারের করণীয় তাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এর বাইরে জনমানসে যে বিপুল সচেতনতা প্রসারের প্রয়োজন, সেটা মানুষকে নিজেদেরই করতে হবে। কারণ, সমস্যাটা ভোগ করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকেই। সবাই সবকিছু জেনেবুঝেও ভুল পথে পরিচালিত হলে পরিস্থিতি বদলাবে না। কেন্দ্রীয় সরকার এবং পরিবেশমন্ত্রকের উচিত, সারা দেশে পরিবেশ দূষণ মোকাবিলায় কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা। গঙ্গা, যমুনা নদীর জলে দূষণ মোকাবিলায় সরকারের যেমন ভূমিকা থাকা উচিত, তেমনই মানুষকেও সচেতন হতে হবে।

ব্যক্তিগত গাড়ির বদলে দূষণমুক্ত গণপরিবহণ ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর করা উচিত। মানুষকে এ ব্যাপারে আরও উৎসাহী করা দরকার। দিল্লির দূষণ পরিস্থিতি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে, অবস্থা পরিবর্তনের ব্যাপারে সরকারের তো বটেই, নাগরিকদের একাংশও উদাসীন। এতে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা।

অমৃতধারা

উপর উপর দেখেই কিছু ছেড়ো না বা কোনও মত প্রকাশ ক'রো না। কোনও কিছুর শেষ না দেখলে তার সম্বন্ধে জ্ঞানই হয় না, আর, না জানলে তুমি তার বিষয় কী মত প্রকাশ করবে? যা'ই কেন কর না, তার ভিতর সত্য দেখতে চেষ্টা কর। সত্য দেখা মানেই তাকে আগাগোড়া জানা, আর, তাই জ্ঞান। যা তুমি জান না, এমন বিষয়ে লোককে উপদেশ দিতে যেও না। নিজের দোষ জেনেও যদি তুমি তা ত্যাগ করতে না পার, তবে কোনও মতেই তার সমর্থন করে অন্যের সর্বনাশ করো না। তুমি যদি সৎ হও, তোমার দেখাদেখি হাজার হাজার লোক সৎ হয়ে পড়বে।

-শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

মহৎ চুরি নিন্দনীয় নয়, আদরণীয়

সাহিত্যে কুম্ভিলকবৃত্তি চর্চার আগে মনে রাখা দরকার, পিএইচডি থিসিসের মতো জ্ঞানগর্ভ নয়; পড়ছি সৃষ্টিশীল রচনা।

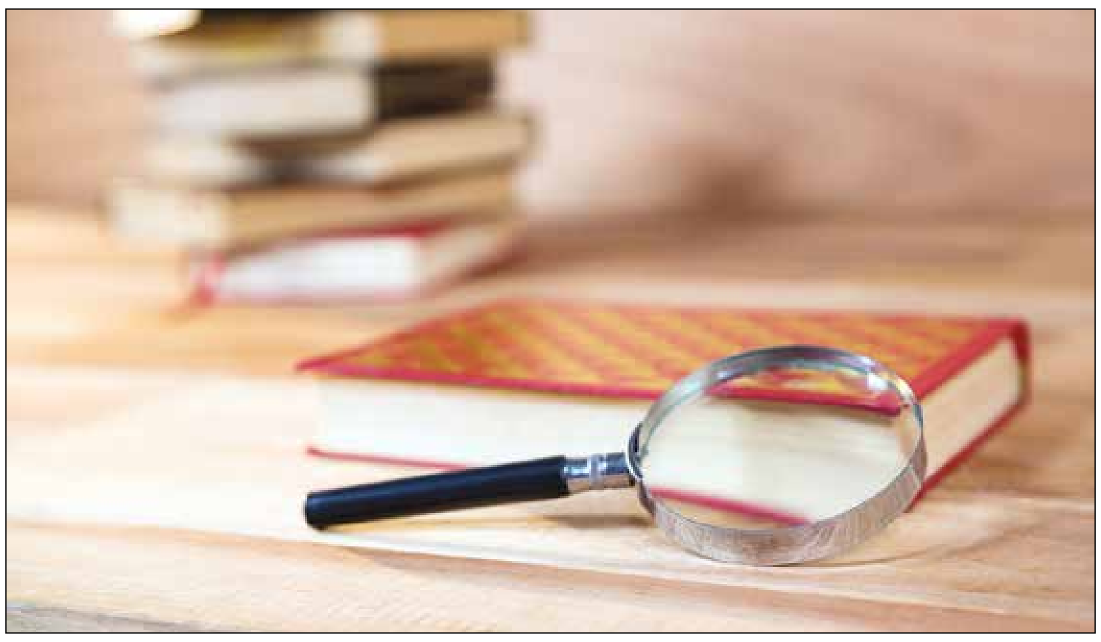

অংশুমান কর

আগে ছিল না, কিন্তু গত কয়েক বছর যাবৎ আমাদের দেশে পিএইচডি থিসিস জমা করানোর আগে ইউজিসি নির্দেশিত কতগুলি সফটওয়্যারের মাধ্যমে 'প্লেজিয়ারিজম চেক' করতে হয়। অর্থাৎ প্রমাণ দিতে হয় যে, থিসিসটি টোকা নয়।

আমাদের দেশের নিয়ম অনুযায়ী, যদি দেখা যায় থিসিসের ১০% অন্য বিভিন্ন লেখা থেকে গৃহীত, তাহলেও থিসিস জমা করা যায়। অর্থাৎ, গবেষণার কাজে আমাদের দেশে আপাতত ১০% 'চুরি' বৈধ। চুরি বললাম বটে, কিন্তু কেমন চুরি?

ইংরেজির ছাত্রছাত্রীরা প্রায়শই এই চুরি নিয়ে ঝামেলায় পড়ে। থিসিস লেখার সময় ব্যবহৃত অন্য বিভিন্ন রচনা উল্লেখ করার নিয়মকানুনের কতগুলি বিধির একটি হল এমএলএ হ্যান্ডবুক। এই হ্যান্ডবুকের নিয়ম অনুযায়ী ইংরেজির ছাত্রছাত্রীরা কিছু কিছু উদ্ধৃতি ব্যবহার করার সময় উদ্ধৃতি চিহ্ন ব্যবহার করতে পারে না। প্লেজিয়ারিজম চেকার উদ্ধৃতি চিহ্নবিহীন এই উদ্ধৃতিগুলিকে নিখাদ 'চুরি' বলেই চিহ্নিত করে। এ হল যন্ত্রের চুরি নির্ধারণ করার পদ্ধতি। যন্ত্রের কাছে মিল মানেই চুরি।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় যেমন ইউজিসি নির্দেশিত যে- প্লেজিয়ারিজম চেকারটি ব্যবহার করা হয়, সেটি এমএলএ হ্যান্ডবুকের নিয়মকানুন সম্পর্কে সচেতন নয়। যান্ত্রিকভাবে তাই সে উদ্ধৃতি চিহ্নবিহীন যে কোনও লেখার সঙ্গে অন্য লেখার মিল পেলেই তাকে চিহ্নিত করে চুরি বলে। আসলে যন্ত্রের নিজস্ব মস্তিষ্ক থাকে না। থাকে কেবল যান্ত্রিকভাবে নির্দেশ পালন করার অভ্যেস।

পিএইচডি থিসিস চুরি করে লেখা কি না তা নির্ধারণ করার এই পদ্ধতির কথা মনে এল সম্প্রতি বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় ঘটে যাওয়া একটি অভিযোগের প্রেক্ষিতে। এক বিখ্যাত লেখক তাঁর একটি অণুগল্প চুরি করেছেন প্রয়াত আরেক বিখ্যাত লেখকের লেখা থেকে— দিনকয়েক আগে ফেসবুকে এমনই দাবি করেন এক তন্নিষ্ঠ গবেষক। এই অভিযোগ নিয়ে ক-দিন বেশ তোলপাড় চলল ফেসবুকে।

অবশ্য এরকম ঘটনা যে ফেসবুকে প্রথম ঘটল তা নয়। মাঝে মাঝেই দেখা যায় কবি-লেখকদের একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ আনছেন। একটি পংক্তির সঙ্গে আরেকটি পংক্তির মিল, কয়েকটি শব্দের সঙ্গে অন্য কয়েকটি শব্দের মিল, বা একটি ভাবনার সঙ্গে অন্য একটি ভাবনার মিল থাকলেও অনায়াসে এনে ফেলা যাচ্ছে চুরির অভিযোগ। প্রশ্ন হল, সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে এত সহজে কুম্ভিলকবৃত্তির অভিযোগ আনা যায় কি?

এ নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, আজ একটি 'কবিতা' বা 'গল্প' বা 'উপন্যাস' লেখকের 'সম্পদ'। 'ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি'। এবং এই সম্পদের ওপর তাঁর অবশ্যই দখলদারি আছে। একটা সময় কিন্তু নিজের রচনার ওপর লেখকের দখলদারি ছিল না। সাহিত্য, শুরুতে ছিল মৌখিক এবং লেখকের দখলদারিত্বহীন। প্রচলিত ছড়া বা লোককথাগুলি কার লেখা আজও তা জানার উপায় নেই। কারণ এগুলি মুখে মুখে ফিরত। সে কারণে রূপও বদলে বদলে যেত প্রায়ই।

তাত্ত্বিকেরা বলেন যে, একটি রচনার সঙ্গে একজন লেখকের নাম যুক্ত করে দেওয়ার পেছনে শাসকদের গূঢ় কৌশল ছিল। লেখককে চিহ্নিত করার অসুবিধে থাকার কারণে নামহীন একটি রচনায় শাসককে আক্রমণ করা হলেও তাকে শাস্তিবিধানের কোনও ক্ষমতা শাসকের ছিল না। খানিকটা লেখককে চিহ্নিত করার এই প্রয়োজন থেকেই 'লেখক'-এর ধারণাটিকে নির্মাণ করা হয়।

মোদ্দা কথা যেটি বলতে চাওয়া হচ্ছে তা হল এই যে, একটা সময় সাহিত্যকে কারও একার নয়, মনে করা হত সকলের সম্পত্তি। সাহিত্যরচয়িতার বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ আনা তাই ছিল কল্পনার অতীত। দিন পালটেছে। একজন লেখক আজ যতখানি একটি নির্মিত ধারণা ততখানিই ব্যক্তিও বটেন। সাহিত্যও ব্যক্তিগত সম্পত্তি। সেই সম্পত্তি চুরি গেলে অভিযোগ তো উঠবেই।

যদি মৌলিকত্বই সাহিত্য বিচারের একমাত্র পদ্ধতি হিসেবে মান্য করা হয়, তাহলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের অনেকগুলিকেই আমাদের ফেলে দিতে হবে আস্তাকুঁড়ে। এক ফাউস্ট লেজেন্ড নিয়েই পৃথিবীতে কত কত সাহিত্য সৃষ্টি হল! তার মধ্যে জনপ্রিয়তম দুটি কাজ করেছেন গ্যেটে আর মার্লো। মার্লো লিখলেন আগে, গ্যেটে লিখলেন পরে। তার মানে কি এই দাঁড়াল যে, গ্যেটে চুরি করলেন মার্লোর থেকে?

যে অণুগল্পটি নিয়ে হইচই হয়ে গেল কিছুদিন আগে দেখা গেল যে, সেই অণুগল্পটি আসলে একটি লোককথা। দুই সাহিত্যিকই তাকে ব্যবহার করেছেন নিজেদের মতো করে। যদিও যাঁর বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগটি আনা হল, তিনি যেভাবে লেখাটি শেষ করেছেন, তাঁর গল্পটির রসনিষ্পত্তি যেভাবে হয়েছে, তা পূর্বজ সাহিত্যিকের গল্পটির সমাপ্তি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। লোককথা থেকে যদি আহৃত নাও হত, তাহলেও দুই লেখকের ভাবনার মিল থাকলেই কি বলা চলে একজন আরেকজনের থেকে লেখা চুরি করেছেন?

যদি মৌলিকত্বই সাহিত্য বিচারের একমাত্র পদ্ধতি হিসেবে মান্য করা হয়, তাহলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের অনেকগুলিকেই আমাদের ফেলে দিতে হবে আস্তাকুঁড়ে। এক ফাউস্ট লেজেন্ড নিয়েই পৃথিবীতে কত কত সাহিত্য সৃষ্টি হল! তার মধ্যে জনপ্রিয়তম দুটি কাজ করেছেন গ্যেটে আর মার্লো। মার্লো লিখলেন আগে, গ্যেটে লিখলেন পরে। তার মানে কি এই দাঁড়াল যে, গ্যেটে চুরি করলেন মার্লোর থেকে?

একইভাবে ট্রয়লাস আর ক্রেসিডাকে নিয়ে আগে লিখলেন চসার, পরে লিখলেন শেক্সপিয়র। তার মানে কি শেক্সপিয়র চোর? সত্যি কথা বলতে কি, উইলিয়াম শেক্সপিয়রের নাটকের কাহিনীগুলির একটিরও মৌলিকত্ব আছে কি?

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেই বা আমরা রাখব কোনখানে? ছেলেবেলায় পড়া 'বুড়ো আংলা' যে আসলে 'দ্য ওয়ান্ডারফুল অ্যাডভেঞ্চারস অফ নিলস'-এর বাংলা প্রতিরূপ, এই তথ্য যখন জেনেছি পূর্ণ বয়সে তখন তো 'বুড়ো আংলা'র মাহাত্ম্য এক কণাও কমেনি! আসলে একটি লেখাকে 'লেখা' করে তুলতে হলে কেবল ভাবনাই যথেষ্ট নয়। লাগে অতিরিক্ত আরও অনেক কিছু। সেখানেই তফাত হয়ে যায় লেখক থেকে লেখকে। যে দুটি অণুগল্প নিয়ে পশ্চিমবঙ্গীয় ফেসবুকে হইচই হল বেশ কিছুদিন, সেই গল্প দুটির মধ্যেও এই তফাত আছে। পিএইচডি থিসিসের যান্ত্রিক চুরি ধরা পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে এই গল্পগুলির বিচার করতে গেলে পদে পদে ঠকতে হবে।

সাধারণভাবে, দুই লেখকের ভাবনার মধ্যে মিল থাকা আশ্চর্য কিছু নয়। কবিদের ক্ষেত্রে এ ঘটনা তো হামেশাই ঘটে থাকে। একটি কবিতার একটি পংক্তি বা বাকপ্রতিমার সঙ্গে হামেশাই মিল পাওয়া যায় অন্য একটি কবিতার পংক্তি বা বাকপ্রতিমার। এই সময়ে একটি গান যেটি মুখে মুখে ফেরে সেটি হল, 'আমাকে আমার মতো থাকতে দাও'। এই গানে একটি লাইন আছে, 'সব পেলে নষ্ট জীবন'। রবীন্দ্রনাথ সেই কবেই লিখে গেছেন না, 'আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই/বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে'? এর মানে কি অনুপম টুকে দিলেন রবীন্দ্রনাথকে? কক্ষনো না।

তাহলে কি কবি লেখকরা অন্যের লেখা থেকে চুরি করেন না? অবশ্যই করেন কখনো-কখনো। বোকা কবি লেখকরা চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েন। বুদ্ধিমান কবি লেখকদের চুরি কিন্তু ধরাই যায় না। অন্যের একটি ভাবনাবিন্দুকে আপন মনের মাধুরী মিশায়ে রঞ্জিত করে, কবজির দক্ষতায় একজন বুদ্ধিমান কবি সম্পূর্ণ নতুন করে তুলতে পারেন। এ বিষয়ে শেষকথাটি বলে গেছেন টিএস এলিয়ট, 'অপরিণত কবিরা অনুকরণ করেন; পরিণত কবিরা চুরি করেন; খারাপ কবিরা অন্যের থেকে যা গ্রহণ করেন তাকে বিকৃত করেন, আর ভালো কবিরা তাকে আরও ভালো কিছু করে তোলেন কিংবা করে তোলেন এমন কিছু যা অন্তত আলাদা।'

কাজেই সাহিত্য জগতে কুম্ভিলকবৃত্তি নিয়ে হইচই করার সময় এ কথাটি মনে রাখলে ভালো যে, আমরা পিএইচডি থিসিসের মতো জ্ঞানগর্ভ সন্দর্ভ পড়ছি না; পড়ছি সৃষ্টিশীল রচনা, মহৎ চুরি যেখানে প্রায়শই নিন্দনীয় নয় বরং আদরণীয়।

(লেখক সাহিত্যিক)

আজ

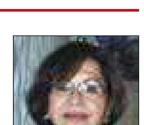

১৯৩৮
অভিনেত্রী হেলেনের জন্ম আজকের দিনে।

১৯৭০
আজকের দিনে প্রয়াত হন বিজ্ঞানী সিভি রমণ।

আলোচিত

সাদা পোশাক পরলেই কলকাতা পুলিশ হওয়া যায় না। পুলিশ আদালতগ্রাহ্য প্রাথমিক প্রমাণ পেলে নিম্ন আদালতের অনুমতির প্রয়োজন নেই। এটুকু আইন না জানলে পুলিশ অফিসারদের থানায় থাকার যোগ্যতা আছে কি?

- বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ

ভাইরাল/১

জেলে বন্দিদের মোবাইল ব্যবহার সত্যিই কি নিষিদ্ধ? গয়া সেন্ট্রাল জেলের ছবি দেখুন। এক বন্দি সবুজ টি-শার্ট ও হাফপ্যান্ট পরে জেলের ভিতর দিব্যি মোবাইলে কথা বলছে। আরেক বন্দি আবার তারই ভিডিও করছে। ঘটনা জানাজানি হতেই তোলপাড় প্রশাসনে।

ভাইরাল/২

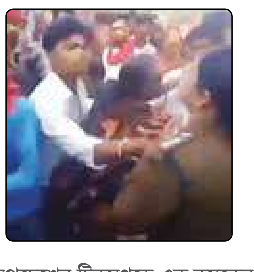

মধ্যপ্রদেশের টিকমগড়ে এক কৃষকের মৃত্যুর প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসী মহাসড়ক অবরোধ করেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে মহিলা পুলিশ আধিকারিক অকুস্থলে যান এবং অভিযোগ না শুনেই এক প্রতিবাদী তরুণকে চড় মারেন। সে-ও রাগে আধিকারিককে বারবার চড় মারে। ভাইরাল ভিডিও।

জনমন

জনমত

মেখলিগঞ্জ ব্লকে অবিলম্বে হিমঘর চাই

বর্তমানে মেখলিগঞ্জ ব্লকে প্রচুর পরিমাণে আলু চাষ হয়। কিন্তু আলুর চাষ হলেও মেখলিগঞ্জ ব্লকে নেই কোনও হিমঘর। ফলে আলু চাষ করার পর বিক্রি করে দেওয়া ছাড়া মজুত করে রাখার কোনও উপায় থাকে না চাষিদের।

আর যাঁরা প্রতিবেশী জলপাইগুড়ি জেলার হিমঘরে আলু রাখতে চান তাঁদেরও আলু হিমঘরে রাখতে প্রচুর খরচ পড়ে যায়। ফলে এখানকার কৃষকরা চাষ করে বেশিরভাগ সময় যেমন উপযুক্ত মূল্য পান না, তেমনই আলু হিমঘরে মজুত করে রেখে পরবর্তী সময়ে বাড়তি মূল্য পাওয়ার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত।

অতীতের কংগ্রেস, বামফ্রন্ট থেকে শুরু করে বর্তমান তৃণমূল সরকার - কেউই কৃষকদের এই সমস্যার কথা ভাবেনি। এখানকার বিধায়ক, সাংসদরাও শুধু জনগণের ভোট নিয়েছেন, কিন্তু কৃষকদের স্বার্থে হিমঘর স্থাপনের কথা স্বপ্নেও ভাবেননি। তাই মেখলিগঞ্জের প্রান্তিক কৃষকরা চরম বঞ্চনার শিকার।

রাজ্য সরকার ক্লাবগুলোকে পুজোর অনুদান, ছাত্রদের মোবাইল কিনে দেওয়া সহ নানা কাজে বিশাল পরিমাণ টাকা খরচ করে। কিন্তু হিমঘর তার চেয়েও কম টাকাতে তৈরি হয়ে যাবে। তাই কৃষকদের স্বার্থের কথা ভেবে তাঁদের উন্নতির প্রয়োজনে মেখলিগঞ্জ ব্লকে একটি সরকারি হিমঘরের দাবি তুলেছেন কৃষকরা।

এই বিষয়ে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেইসঙ্গে সরকার কৃষকদের পাশে দাঁড়াবে সেই প্রত্যাশাও রাখছি।

রঞ্জিতকুমার রায়,
মেখলিগঞ্জ, কোচবিহার।

ট্যাবে টাকা না দিয়ে শিক্ষক নিয়োগ হোক

এখন খবরের কাগজ খুললেই ট্যাব কেলেঙ্কারির কথা জানতে পারছি। অ্যাকাউন্ট নম্বর পালটে অন্য লোকের অ্যাকাউন্টে সরকারের টাকা চলে গিয়েছে। অপরাধীদের চিহ্নিত করার কাজ চলছে।

যতদূর মনে পড়ে, করোনার জন্য যখন স্কুলে পড়াশোনা বন্ধ ছিল, তখন অনলাইনে পড়াশোনা করার জন্য এই ট্যাব দেওয়া শুরু হয়েছিল। এখন তো করোনা নেই, তাহলে এখনও কেন ট্যাব দেওয়া হচ্ছে? যদি প্রতি স্কুলে ৫০ জন ছাত্রকে ট্যাব দেওয়া হয়, তাহলে ওই টাকায় ট্যাবের পরিবর্তে প্রতি স্কুলে অন্তত একজন শিক্ষক নিয়োগ করা যেতে পারে। রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তর উপরোক্ত প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখতে পারে।

আশিস রায়চৌধুরী, পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08.
E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ট্যাবের টাকা কেন যায় বাইকে, কসমেটিক্সে

ট্যাব কেলেঙ্কারিতে মুখ পুড়ছে সরকারের। কিন্তু ট্যাবের টাকা নিয়ে অভিভাবক-পড়ুয়াদের অন্য খাতে লাগানোও কুৎসিত কাজ।

সন্দীপন নন্দী

গুগল সার্চে 'তরুণের স্বপ্ন' লিখলে আজ অতলে তলিয়ে যায় সব।

তাই বিস্ময় জাগে আজ। কারণ 'তরুণের স্বপ্ন' লিখে গুগল সার্চ করলে নেতাজি সুভাষের লেখা দুষ্প্রাপ্য ২৪ চিঠি সংকলনের বইখানির কথা মোবাইল ফোনের অতল সারিতে যেতে যেতে ক্রমশ বিস্মৃতির সরণি ধরে। বরং 'তরুণের স্বপ্ন' লিখলে অবলীলায় সর্বোচ্চ শিখরে জ্বলজ্বল করে ভেসে ওঠে ছাত্রদের ট্যাব সংক্রান্ত তথ্যাবলিরা।

যে ১৫০ পৃষ্ঠায় সুভাষ ছাত্রসমাজকে সুনাগরিক হবার আদর্শ বিতরণ করেছিলেন, দিকভ্রষ্ট তরুণতুর্কিদের সুপথের সন্ধান দিয়েছিলেন, সে বইয়ের গৌরবই সমূলে উড়িয়ে দিতে প্রস্তুত হয়েছে এই ইন্টারনেট। আসলে ডিজিটাল বিশ্ব তো তাই চেয়েছিল সৃষ্টিলগ্ন হতে যে, সমগ্র পড়ালেখার তথ্য একটা চিনিদানায় গুম মেরে থাকুক। বইয়ের ধারণাটাই উঠে যাক, তালা পড়ুক রবীন্দ্র লাইব্রেরি, গ্রন্থভারতী, বাণী বুক ডিপো বা ওরিয়েন্টাল বুক স্টোরের মতো পুস্তক বিপণিগুলোতে।

একাদশ আর দ্বাদশের শিক্ষার্থীদের টাকা দিয়ে বাংলার ঘরে ঘরে তরুণ প্রজন্মকে ডিজিটাল জগতের স্বপ্ন দেখাতে উদ্যত সরকার। অনলাইনে ক্লাস হবে। নিমেষে পড়ালেখার লক্ষকোটি বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ অলিগলি ভ্রমণের সুবন্দোবস্ত করে দেবে এক আয়তাকার ম্যাজিক বক্স। অথচ ইন্টারনেটের ডেটাক্রয়ের অর্থ কোথা থেকে আসবে, সে বিষয়টি অন্ধকারেই রয়ে গেল। ফলে টোটোচালক থেকে মুটেবাহক, গৃহসহায়িকা থেকে সাধারণ শ্রমিক, এমনতর নিম্ন আয়ের শ্রেণি পরিবারে অতিরিক্ত খরচের বাধ্যতামূলক বোঝা চেপে গেল অচিরে। সৌজন্যে শিক্ষা দপ্তরের 'তরুণের স্বপ্ন' প্রকল্পটি।

শুধু তাই নয় জানা যায়, সম্ভ্রান্তগৃহগুলির ছাত্রছাত্রীদের হাতে মুঠোফোন মুড়িমুড়কির মতো এক সহজলভ্য বস্তু তো আগেই ছিল। কিন্তু সেক্ষেত্রে সরকার প্রদত্ত এই ট্যাব কেনার অর্থ তাদের কাছে 'বাজেখরচের' পর্যায়ভুক্ত হল। তাই স্বাভাবিক কারণেই প্রয়োজনের অর্থ বহু সংসারে অপ্রয়োজনের ভোগেই লেগে গেল। দেখা গিয়েছে, কোথাও রিল করার দামি মিউজিক সিস্টেম বা হ্যালোজেন লাইট কেনা হয়েছে, কোনও ঘরের মেয়ে মেকআপের জন্য দামি কসমেটিক্স কিনেছে, কোনও ছাত্র আরও কিছু অর্থ জুড়ে ঘরে এনেছে সেকেন্ড হ্যান্ড বাইক। আবার কেউ কেউ বিনা বাধায় অ্যাকাউন্টেই রেখেছে, সুদে-আসলে বৃদ্ধির আশায়।

তবে এতকিছুর মাঝেও একটা বীরের মতো কাজ অবশ্য করেছে কিছু কিছু ছাত্র। সে হল ট্যাব না কিনেও দোকান থেকে একখানি দশ হাজার টাকার ভাউচার সংগ্রহ। ক্রমে সে দোকানগুলোয় রাতবিরেতে ভিড় বেড়েছে। সঙ্গে বেড়েছে ভাউচারের প্রাইজরেট। ফলে এক নগণ্য চিরকুটেই লেখা থাকল শত শত তরুণের স্বপ্নবিফলের এক মিথ্যে বর্ণনা।

ফলে বিদ্যার্জনের প্রাকলগ্নেই এক পরম পাপের পুণ্য সঞ্চয় করল শিক্ষার্থীরা দলে দলে। সঙ্গে থাকলেন যোগ্য অভিভাবককুল। একদিন স্বাস্থ্য থেকে শিক্ষা দুর্নীতি কিংবা সহস্র অপরাধের আঁচ থেকে বাঁচিয়ে ছাত্রদের যোগ্য জীবনযাপনের 'চ্যারিটি বিগিনসের' ঘরই হয়ে উঠল পাপের প্রাথমিক আঁতুড়। শুধু তাই নয়, সন্তানরা দেখল মাসের এক বিশেষ দিনে র‍্যাশনের জনৈক লোক এসে মায়ের আঙুলের ছাপের বিনিময়ে চাল না দিয়ে টাকা গুনে দেওয়ার কুৎসিত দৃশ্য। আর এদিকে আড়ালে থেকে গেল, বড় আধিকারিক-কন্যার কন্যাশ্রীর প্রাপ্য পঁচিশ হাজার টাকায় ওয়াশিং মেশিন কেনার ঘটনাগুলো।

তাই সরকারের উদ্দেশ্য যোগ্য নাগরিক পরিষেবা প্রদান, শিক্ষার উন্নয়ন হলেও সে প্রগতির হিসেব নির্ভর করে শেষমেশ জনগণের আচরণে, সততায়, যোগ্যতায়। এই হল সেলুকাসের বিচিত্র দেশের চিত্র।

(লেখক বালুরঘাটের বাসিন্দা। প্রবন্ধকার)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯৯৩

পাশাপাশি : ১। বাংলা বছরের একটি মাস ৩। নম্র ও ভদ্র ৪। রাস্তা, বড় রাস্তা ৫। রান্নাঘর ৭। চাবুক, চাবুক মারা, আঘাত করা ১০। উকুনের শাবক বা ডিম, মাটির উপর গাড়ির চাকার দাগ বা গভীর রেখা ১২। বিরক্তিকর বাচালতা ১৪। চূড়া, পর্বতশৃঙ্গ ১৫। প্রধানত চিকিৎসকের দক্ষ বা পারদর্শী বলে খ্যাতি ১৬। প্রাচীন, আগেকার।

উপর-নীচ : ১। কণাদমুনি-কৃত দর্শনশাস্ত্র ২। আরবি শব্দ যার অর্থ স্বামী, পতি ৩। বিভিন্ন শাক, নিরামিষ ও অকিঞ্চিৎকর আহার্য ৬। শিমুল গাছ, পুরাণোক্ত সপ্ত দ্বীপের অন্যতম ৮। তির, শর, বাণ ৯। পুরস্কার, ইনাম ১১। কল্পনার রাজ্য, মানসলোক ১৩। আস্থা, নির্ভর, অবলম্বন, আশ্রয়।

সমাধান ■ ৩৯৯২

পাশাপাশি : ২। দণ্ডবিধি ৫। কটাক্ষ ৬। দরদালান ৮। তিরি ৯। শক ১১। জহরব্রত ১৩। নীহার ১৪। হাতিশাল।

উপর-নীচ : ১। থিকথিক ২। দক্ষ ৩। বিজ্বর ৪। বিদ্বান ৬। দরি ৭। দারক ৮। তিমির ৯। শত ১০। দহরম ১১। জশদ ১২। ব্রততি ১৩। নীল।

বিন্দুবিসর্গ

ভোটারদের পিস্তল তাক যোগী পুলিশের

উত্তরপ্রদেশে উপনির্বাচনে বিক্ষিপ্ত অশান্তি

লখনউ, ২০ নভেম্বর : উত্তরপ্রদেশের উপনির্বাচনে পুলিশের আচরণ নিয়ে বড়সড়ো প্রশ্ন উঠল বুধবার। এদিন উত্তরপ্রদেশের কাটেহারি, কারহাল, মিরাপুর, গাজিয়াবাদ, মাঝাওয়ান, সিসামাউ, খায়ের, ফুলপুর এবং কুন্ডারকি বিধানসভা আসনে উপনির্বাচন হয়। সপা এবং কংগ্রেসের অভিযোগ, উপনির্বাচনে উর্দিধারীরা সরাসরি শাসক বিজেপির হয়ে কাজ করেছে। জোর করে ভোটারদের পরিচয়পত্র দেখার পাশাপাশি পিস্তল দেখিয়ে ভোট দিতে আসা নাগরিকদের শাসানিও দিয়েছে। গোটা বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের হস্তক্ষেপও দাবি করেছে সপা-কংগ্রেস।

সপা সভাপতি অখিলেশ যাদব একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করেছেন। তাতে দেখা গিয়েছে, মিরাপুরের কাকারওয়ালি থানার স্টেশন হাউস অফিসার (এসএইচও) রাজীব শর্মা পিস্তল উঁচিয়ে ভোটারদের শাসানি দিচ্ছেন। ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা দিতেও শোনা গিয়েছে তাঁকে। নির্বাচন কমিশনের কাছে অখিলেশ আর্জি জানিয়েছেন, ওই পুলিশ আধিকারিককে অবিলম্বে যেন সাসপেন্ড করা হয়। মুজফফরনগর পুলিশ অবশ্য উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর এই অভিযোগ মানতে চায়নি। তাদের বক্তব্য, মীরাপুর এলাকায় দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে গোলমাল থামাতেই বিরাট পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। অন্যদিকে ভোটারদের পরিচয়পত্র খতিয়ে দেখার ব্যাপারে নির্দেশিকা লঙ্ঘন করায় ৭ জন পুলিশকর্মীকে সাসপেন্ড করেছে নির্বাচন কমিশন। তাঁদের মধ্যে কানপুর এবং মুজফফরনগর জেলার ২ জন করে ও মোরাদাবাদের ৩ জন পুলিশকর্মী রয়েছেন।

অখিলেশ অভিযোগ করেন, ওই পুলিশকর্মীরা বেআইনিভাবে ভোটারদের পরিচয়পত্র এবং আধার কার্ড পরীক্ষা করছিলেন। তাতে কিছু ভোটার আপত্তিও তোলেন। বিষয়টি নিয়ে সরব হন অখিলেশ। তিনি বলেন, 'নির্বাচন কমিশনের যদি অস্তিত্ব থেকে থাকে, তাহলে তাদের সেটা প্রমাণ করা উচিত। এবং পুলিশ যাতে পরিচয়পত্র পরীক্ষা না করে, সড়ক বন্ধ না করে, পরিচয়পত্র বাজেয়াপ্ত না করে, ভোটারদের হুমকি না দেওয়া হয় সেটা সুনিশ্চিত করা উচিত।' এরপরই কমিশনের তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়, 'কোনও যোগ্য ভোটারকে ভোটদান করা থেকে আটকানো হবে না। কোনওরকম পক্ষপাতমূলক আচরণ বরদাস্ত করা হবে না। অভিযোগ পেলেই দ্রুত তদন্ত করা হবে। দোষী প্রমাণিত হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' এদিকে ভোটের সময় যাতে বোরখা পড়ে ভুয়ো ভোটাররা বুথকেন্দ্রে ঢুকতে না পারেন, সেইজন্য তাঁদের পরিচয় ঠিকমতো পরীক্ষা করার আর্জি জানায় বিজেপি। দলের নেতা অখিলেশ কুমার অবস্তি উত্তরপ্রদেশের সিইও-কে চিঠি লিখে বলেন, 'বোরখা পরা মহিলাদের পরিচয় যদি ঠিকমতো পরীক্ষা করা না হয়, তাহলে জাল ভোট পড়বে।' এদিন ভোট চলাকালীন কোথাও কোথাও বিজেপি ও কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে মারামারিও হয়। এদিন উত্তরপ্রদেশের পাশাপাশি পালাক্কাড লোকসভা আসন এবং কেদারনাথ ও পঞ্জাবের চারটি বিধানসভা আসনেও উপনির্বাচন হয়।

ভোটারদের দিকে বন্দুক উঁচিয়ে যোগী পুলিশের শাসানি। ছবি ভাইরাল।

বুধবার ভোটের লাইনে তারকাদের ভিড়। তবে বাণিজ্যনগরীতে ভোটের হার নিম্নমুখী। মুম্বইতে ভোট দেওয়ার পর হাসিমুখে স্ত্রী, কন্যা সহ শচীন তেন্ডুলকার। নীচে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে ভোট দিতে এলেন সলমন খান।

বুথফেরত সমীক্ষায় এগিয়ে পদ্ম জোট

মুম্বই ও রাঁচি, ২০ নভেম্বর : মহা বিকাশ আঘাড়ি (এমভিএ)-কে হারিয়ে মহারাষ্ট্রে প্রত্যাবর্তনের পথে বিজেপি নেতৃত্বাধীন মহাযুতি। অপরদিকে মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের নেতৃত্বাধীন জেএমএম-কংগ্রেস জোট সরকারকে সরিয়ে রাঁচির মসনদে পরিবর্তন আনতে চলেছে বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ। বুধবার মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খণ্ডের বিধানসভা ভোট এবং একাধিক রাজ্যের উপনির্বাচন শেষে এমনই পূর্বাভাস করা হয়েছে একাধিক বুথফেরত সমীক্ষায়। তবে দুই রাজ্যেই হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের সম্ভাবনা যে রয়েছে সেটাও সমীক্ষার ফলে স্পষ্ট।

মহারাষ্ট্র বিধানসভা ■ মোট আসন ২৮৮(ম্যাজিক সংখ্যা ১৪৫)

সমীক্ষক সংস্থা	মহাযুতি	এমভিএ	অন্যান্য
রিপাবলিক টিভি-পিমার্ক	১৩৭-১৫৭	১২৬-১৪৭	২-৮
এবিপি-ম্যাট্রিজ	১৫০-১৭০	১১০-১৩০	৮-১০
পিপলস পালস	১৭৫-১৯৫	৮৫-১১২	৭-১২

ঝাড়খণ্ড বিধানসভা ■ মোট আসন ৮১(ম্যাজিক সংখ্যা ৪১)

সমীক্ষক সংস্থা	ইন্ডিয়া	এনডিএ	অন্যান্য
ম্যাট্রিজ	২৫-৩০	৪২-৪৭	-
টাইমস নাউ-জেভিসি	৩০-৪০	৪০-৪৪	-
পিপলস পালস	২৫-৩৭	৪৪-৫৩	-

এদিন মহারাষ্ট্রের ২৮৮টি বিধানসভা আসনে ভোটগ্রহণ করা হয়। বিকাল ৫টা পর্যন্ত সেখানে ৫৮.২২ শতাংশ ভোট পড়েছে। সর্বাধিক ভোট পড়েছে মাও-অধ্যুষিত গড়চিরৌলিতে (৬৯.৬৩ শতাংশ)। অপরদিকে নির্বাচন কমিশনের যাবতীয় আবেদন নস্যাৎ করে দিয়ে মুম্বইয় শহরে পড়েছে সর্বনিম্ন ৪৯.০৭ শতাংশ। ঝাড়খণ্ডের ৮১টির মধ্যে অবশিষ্ট ৩৮টি আসনেও এদিন ভোট নেওয়া হয়। সেখানে ৬৪.৮৬ শতাংশ ভোট পড়েছে। শনিবার দুই রাজ্যের বিধানসভা ভোটের ফল ঘোষণা করা হবে। মহারাষ্ট্রে সরকার গড়তে গেলে প্রয়োজন ১৪৫টি আসনের। অপরদিকে ঝাড়খণ্ড বিধানসভার ম্যাজিক সংখ্যা ৪১।

অষ্টাদশ লোকসভা ভোট এবং হরিয়ানা-জম্মু ও কাশ্মীরের বিধানসভা ভোটে বুথফেরত সমীক্ষাগুলির ফল খুব একটা না মেলায় এবার আগাগোড়াই সমীক্ষক সংস্থাগুলির ফলাফল ঘিরে চর্চা কম নজরে এসেছে। বুথফেরত সমীক্ষাগুলির বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে বারবার প্রশ্ন ওঠায় রাজনৈতিক মহলের একাংশ ইতিমধ্যে ওই ধরনের সমীক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। তারপরও যে কটি সংস্থার তরফে বুথফেরত সমীক্ষা করানো হয়েছে তাদের রিপোর্ট শনিবার মিলে গেলে বিজেপি তথা এনডিএ শিবিরের মুখের হাসি চওড়া হবে। এদিন মহারাষ্ট্রে প্রায় নির্বিঘ্নেই ভোট পড়েছে। তবে কমিশনকে সবথেকে অস্বস্তিতে ফেলেছে মুম্বই, পুনে, থানের মতো শহরাঞ্চলগুলির ভোটের নিম্ন হার। কমিশনের বারবার আর্জি সত্ত্বেও মুম্বইকাররা দলে দলে বুথমুখো হননি। বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত মুম্বই শহরে ভোট পড়েছে ৪৯.৭ শতাংশ। মুম্বই শহরতলিতে ভোটের হার তার থেকে সামান্য বেশি, ৫১.৭৬ শতাংশ।

সেনা সরার পর প্রথম বৈঠক ইন্দো-চিনের

ভিয়েন্তিয়েনে (লাওস), ২০ নভেম্বর : লাদাখে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা সংলগ্ন পাঁচটি জায়গা থেকে লালফৌজ পুরোপুরি সরে গিয়েছে অক্টোবরের শেষে। তাতে খুশি দু'দেশের শীর্ষনেতৃত্ব। এই আবহে বিদেশে বৈঠক করলেন ভারত ও চিনের প্রতিরক্ষামন্ত্রীরা। লাওসের রাজধানী ভিয়েন্তিয়েনে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হল প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে চিনের ডং জুনের। লাদাখের বিতর্কিত অঞ্চল থেকে সেনা সরার পর এই প্রথম এশিয়ার দুই শক্তিধর পড়শি দেশের অন্যতম শীর্ষনেতৃত্ব বৈঠক করলেন। রাজনাথ ও ডং সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন। লাদাখের গালওয়ান, প্যাংগং, গোগরা হট স্প্রিং, ডেপসাং ও ডেমচককে পিএলএ বাহিনীর উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে ভারত ও চিনের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ হয়েছে। সীমান্ত নিয়ে তৈরি হয় অচলাবস্থা। গত চার বছর ধরে চলা অচলাবস্থা কেটেছে এই অক্টোবরে। সামরিক ও কূটনৈতিক পর্যায়ে দফায় দফায় বৈঠক সফল হওয়ার ফলেই সম্ভব হল রাজনাথের সঙ্গে ডংয়ের বৈঠক।

দলিত মহিলার নগ্ন দেহ উদ্ধার

লখনউ, ২০ নভেম্বর : এক দলিত মহিলা (২৩)-র নগ্ন দেহ বস্তার ভিতর থেকে উদ্ধার হল উত্তরপ্রদেশের মৈনপুরীতে। পরিবারের দাবি, মহিলাকে খুনের আগে ধর্ষণ করা হয়েছে। দাবি, বিজেপিকে সমর্থনের কথা প্রকাশ্যে বলায় মহিলাকে খুন করা হয়েছে।

বুধবার সকালে কারহাল এলাকায় একটি সেতুর পাশে বস্তার ভিতরে দলা পাকানো অবস্থায় মহিলার দেহ উদ্ধার হয়। বুধবার মৈনপুরীর কারহাল বিধানসভায় উপনির্বাচন ছিল। তার আগে মহিলার দেহ উদ্ধারকে ঘিরে রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ওই এলাকায়। কারহাল সমাজবাদী পার্টির শক্ত ঘাঁটি। ১৯৯৩ সাল থেকে এখানে এসপি জিতছে।

মৃতার পরিবারের দাবি, বিজেপিকে ভোট দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করার পরই মঙ্গলবার রাতে হুমকি দেওয়া হয় মহিলাকে।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু সাংবাদিকের

চেন্নাই, ২০ নভেম্বর : ফেরে গতির বলি সাধারণ মানুষ। মঙ্গলবার রাতে চেন্নাইয়ে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক সাংবাদিকের। প্রদীপ কুমার নামে ওই ব্যক্তি তেলুগু সংবাদ চ্যানেলের ভিডিও-সাংবাদিক। মঙ্গলবার রাতে চেন্নাইয়ের মাদুরভোয়াল –তাম্বরম বাইপাসের উঁচু হাইওয়েতে তাঁর বাইকে সজোরে ধাক্কা মারে বিএমডব্লিউ। ধাক্কা খেয়ে সেতু থেকে ১০০ মিটার দূরে ছিটকে পড়েন ওই সাংবাদিক তথা ক্যামেরাপার্সন। পথচারীরা দুর্ঘটনার খবর পুলিশকে দেয়।

জর্জটাউনে পৌঁছোনোর পর মোদিকে অভ্যর্থনা। বুধবার।

গায়ানায় মোদিকে সর্বোচ্চ সম্মান

জর্জটাউন (গায়ানা) ও নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর : বহু দেশের উল্লেখযোগ্য, সর্বোচ্চ সম্মান পেয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এবার গায়ানা তাঁকে দেশের সর্বোচ্চ সম্মান 'দ্য অর্ডার অফ এক্সেলেন্স' দিচ্ছে। ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্যতম দ্বীপরাষ্ট্র বার্বাডোজ তাঁকে সেদেশের সর্বোচ্চ সম্মান 'অনারারি অর্ডার অফ ফ্রিডম অফ বার্বাডোজ' দেবে।

নয়াদিল্লির বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ ইরফান আলির আমন্ত্রণে প্রধানমন্ত্রীর গায়ানা সফর। বিদেশমন্ত্রকের সচিব(পূর্ব)জয়দীপ মজুমদার জানিয়েছেন, সম্প্রতি ভারত ও গায়ানার মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের যোগাযোগ বেড়েছে। প্রেসিডেন্ট ইরফান আলি ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে প্রবাসী ভারতীয় দিবসে প্রধান অতিথি ছিলেন।

গত ৫৬ বছরের মধ্যে এই প্রথম গায়ানা সফরে এসেছেন কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী। বুধবার গায়ানার জর্জ টাউনের বিমানবন্দরে মোদিকে উষ্ণ অভ্যর্থনায় স্বাগত জানান প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ ইরফান আলি, মন্ত্রীসভার একাধিক সদস্য। মোদি ও আলি পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেন। মোদিকে গার্ড অফ অনার দেওয়া হয়। বিমানবন্দরে বহু ভারতীয়কে তেরঙা নেড়ে তাঁকে অভিবাদন জানাতে দেখা গিয়েছে। তাঁদের পরনে ছিল সাবেকি ভারতীয় পোশাক।

সূত্রের খবর, গায়ানায় সংসদীয় বিশেষ অধিবেশনে ভাষণ দেবেন মোদি। জর্জ টাউনের মেয়র মোদিকে 'শহরের চাবি' দিয়েছেন। বিশেষজ্ঞ মহলের একাংশের মতে, ভারত ও গায়ানার মধ্যে ক্রমশ বেড়ে চলা কূটনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের স্বীকৃতির এ এক প্রতীকী দৃষ্টান্ত।

প্রধানমন্ত্রী মোদি এক্স হ্যান্ডেলে গায়ানার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে লিখেছেন, 'কিছুক্ষণ আগে গায়ানায় নামলাম। এদেশের প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, বিশিষ্ট মন্ত্রীরা বিমানবন্দরে আমাকে স্বাগত জানালেন। আমি নিশ্চিত এই সফর আমাদের বন্ধুত্ব আরও গভীর করবে।' তেল সম্পদে ঠাসা গায়ানার আর্থিক বিকাশ দ্রুত হচ্ছে। ভারতে তেলের চাহিদা বিপুল। গায়ানার সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্ক গড়া ভারতের বিদেশনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ দিক। মোদি প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের প্রশংসা করেন। তাঁদের অনেকে ১৮০ বছরেরও বেশি আগে গায়ানায় চলে এসেছেন।

শীত অধিবেশনেই পেশ ওয়াকফ বিল, জেপিসি রিপোর্ট

'এক দেশ এক ভোট' নিয়ে ধোঁয়াশা

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর : আগামী সপ্তাহে শুরু হতে চলা সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে পেশ হতে চলেছে মুসলিম ওয়াকফ সংশোধনী বিল,২০২৪। বুধবার সন্ধ্যায় লোকসভার সচিবালয়ের তরফে জারি করা বুলেটিনে জানানো হয়েছে, বাদল অধিবেশনে পেশ হওয়া এই বিলটি শীতকালীন অধিবেশনে চূড়ান্ত আলোচনা ও পাশের জন্য পেশ করা হবে। তবে ওয়াকফ সংশোধনী বিলের ভবিষ্যৎ কী হতে চলেছে তা এখনও খোলসা করেনি কেন্দ্রীয় সরকার। পুরো বিষয়টা নির্ভর করছে যৌথ সংসদায় কমিটি(জেপিসি)র রিপোর্টের উপরে।

গত ৮ অগাস্ট লোকসভায় বিলটি প্রথমবার পেশ করা হয়।

তবে বিরোধীদের আপত্তিতে এটি যৌথ সংসদীয় কমিটিতে পাঠানো হয়। কমিটির রিপোর্ট শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম সপ্তাহেই জমা দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। রিপোর্ট জমা দেওয়ার পরই বিলটি নিয়ে আলোচনা শুরু হবে এবং পাশ করার চেষ্টা করা হবে।

ইতিমধ্যেই বিরোধীরা ওয়াকফ সংশোধনী বিলের যৌথ সংসদীয় কমিটির কার্যপ্রণালী নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খণ্ডের বিধানসভা নির্বাচন চলাকালীন কমিটির রাজ্য সফর স্থগিত করার দাবি জানানো হলেও তা মানা হয়নি। এর ফলে বিরোধীরা সফর বয়কট করে। পরে মাঝপথে রাজ্য সফর স্থগিত হয়ে যায়।

এছাড়াও লোকসভার সচিবালয়ের তরফে বুলেটিন জারি করে বিলগুলি সম্পর্কে জানানো হয়। তবে এক দেশ এক নির্বাচন নিয়ে ধোঁয়াশা জিইয়ে রাখল কেন্দ্রীয় সরকার। এদিন জারি করা বুলেটিনে অভিন্ন নির্বাচন সম্পর্কে কোনও তথ্য দেওয়া হয়নি।

লোকসভার বুলেটিনে জানানো হয়েছে, অধিবেশনে মোট ৭টি বিল নিয়ে আলোচনা হবে। এর মধ্যে রয়েছে--- বিপর্যয় মোকাবিলা সংশোধনী বিল, গোয়া বিধানসভায় তপশিলি জাতি ও উপজাতি সম্পর্কিত বিল, ওয়াকফ সংশোধনী বিল,২০২৪, সমুদ্রপথে মাল বহনে সংক্রান্ত বিল, রেলওয়ে সংশোধনী বিল, ব্যাংকিং আইন সংশোধনী বিল। নতুন বিলের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাষ্ট্রীয় সহকারী বিশ্ববিদ্যালয়

বিল, পঞ্জাব কোর্ট বিল, মার্চেন্ট শিপিং বিল, কোস্টাল শিপিং বিল এবং ইন্ডিয়ান পোর্টস বিল। এছাড়াও ২০২৪-২৫ সালের বাজেটের অতিরিক্ত বরাদ্দ নিয়েও আলোচনা হবে। যদিও এক দেশ এক নির্বাচন বিল নিয়ে ধোঁয়াশা অব্যাহত রাখল মোদি সরকার। বুলেটিনে আসন্ন বিল ও আলোচনার তালিকা প্রকাশিত হলেও, অভিন্ন নির্বাচন (এক দেশ এক নির্বাচন) নিয়ে কোনও উল্লেখ নেই।

'এরা কী ডাক্তারি করবে!'

আহমেদাবাদ, ২০ নভেম্বর : গুজরাটের মেডিকেল কলেজে এমবিবিএস প্রথম বর্ষের ডাক্তারি পড়ুয়া অনিল মেথানিয়ার মৃত্যুরহস্য এখনও উদঘাটিত হয়নি। সে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রদের 'র‌্যাগিং'য়ের বলি বলে অভিযোগ উঠেছে। অনিলের আকস্মিক মৃত্যুতে বিধ্বস্ত তার পরিবার। ভাইয়ের মৃত্যুর বিচার চেয়ে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন ছাত্রের দাদা গৌরব। তাঁর প্রশ্ন, 'এরা মানুষ? এরা কী শিখবে আর কীই বা ডাক্তারি করবে?'

গৌরব জানিয়েছেন, শনিবার রাতে ভাইয়ের সঙ্গে শেষবার কথা হয়েছিল তাঁর। এরপর ওই দিনই গভীর রাতে একটি ফোন আসে। অপর প্রান্ত থেকে অপরিচিত কণ্ঠ জানায়, অনিলকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁরা যেন দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছে যান। ধরপুরের ওই মেডিকেল কলেজ থেকে প্রায়

আক্ষেপ পরিবারের

১৫০ কিলোমিটার দূরে সুরেন্দ্রনগর জেলায় থাকে অনিলের পরিবার। ভোর ৪টের সময় তাঁরা যখন হাসপাতালে পৌঁছোন, ততক্ষণে মৃত্যু হয়েছে অনিলের।

মেধাবী অনিলকে গোটা এলাকা এক ডাকে চিনত। তার পরিবারে আগে কেউ কখনও ডাক্তারি পড়েননি। বংশের প্রথম 'ডাক্তার', তাই পরিবারের অনেক স্বপ্নও ছিল অনিলকে নিয়ে। গৌরব দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'কিন্তু অকালেই শেষ হয়ে গেল সব।'

এখন কী চান তাঁরা? গৌরবের কথায়, 'চাই দোষীদের কঠোর সাজা হোক। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হোক। যারা এমন কাজ করল, যাদের এমন অপরাধী মানসিকতা, তারা ডাক্তার হলে তো দেশের লজ্জা? এরা যে ভবিষ্যতে আরও কতজনের ক্ষতি করবে তার কি কিছু ঠিক আছে?'

মণিপুরে কার্ফিউয়ে সাময়িক বিরতি

ইম্ফল, ২০ নভেম্বর : পরিস্থিতি বিচার করে মণিপুরে আরও তিনদিন ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখার কথা জানিয়েছে রাজ্যের এন বীরেন সিংয়ের সরকার। বুধবার জারি করা নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, রাজ্যের সাতটি জেলায় মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধের সময়সীমা আরও তিনদিন বাড়ানো হয়েছে।

এর আগে ১৬ নভেম্বর থেকে রাজ্য সরকার অশান্তি ঠেকাতে দু'দিন মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। সোমবার এই সাসপেনশন আরও দু'দিন বাড়ানো হয়। বুধবার নতুন নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, রাজ্য সরকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ইম্ফল পশ্চিম, ইম্ফল পূর্ব, কাকচিং, বিশনপুর, থৌবল, চুরাচান্দপুর এবং কাংপোকপির মতো মণিপুরের সাতটি জেলায় মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা আরও তিনদিন স্থগিত থাকবে। ১৬ নভেম্বর থেকে রাজ্য প্রশাসন মোবাইল এবং ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট পরিষেবা দুটোই স্থগিত করেছিল। তবে, মঙ্গলবার সাধারণ মানুষকে কিছুটা সুবিধা দিতে ব্রডব্যান্ড পরিষেবা ফের চালু করা হয়।

ইম্ফল পূর্ব, ইম্ফল পশ্চিম এবং কাকচিং জেলার বাজারগুলিতে বুধবার কয়েক ঘণ্টার জন্য কার্ফিউ শিথিল করা হলে কিছুটা প্রাণচাঞ্চল্য দেখা যায় হাটেবাজারে। ভোর ৫টা থেকে সকাল ১০টা পর্যন্ত কার্ফিউ শিথিল হওয়ায় বাজারে এবং পেট্রোল পাম্পে লম্বা লাইন দেখা যায়। তবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধই ছিল।

এই অশান্তি শুরু হয় জিরিবাম জেলার ছয় নাগরিকের খুন হওয়ার পর। যাঁদের মধ্যে তিনজন মহিলা এবং তিনজন শিশু। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে তীব্র নিন্দার ঝড় বয়ে যায়। মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের শাস্তি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

হিংসা ও হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করে মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং বলেছেন, 'ত্রাণ শিবিরে হামলা চালিয়ে নিরীহ মহিলা ও শিশুদের হত্যা অত্যন্ত বর্বরোচিত কাজ। কোনও সভ্য সমাজ একে সমর্থন করবে না।' নাগা মহিলা ইউনিয়ন হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষিতে শোকপ্রকাশ করে মেইতেই এবং কুকি সম্প্রদায়ের সশস্ত্র দলগুলিকে নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে হিংসা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছে।

করিমগঞ্জ এবার কবিগুরুর 'শ্রীভূমি'

গুয়াহাটি, ২০ নভেম্বর : অসমের করিমগঞ্জ জেলার নাম পরিবর্তন করে 'শ্রীভূমি' রাখার সিদ্ধান্ত নিল অসম মন্ত্রীসভা। এই ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা।

বাংলাভাষী এলাকা হিসাবে পরিচিত বরাক উপত্যকার তিনটি জেলার অন্যতম করিমগঞ্জ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সিলেটে গিয়ে তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ভালোবেসে নাম দিয়েছিলেন 'শ্রীভূমি'। দেশভাগের পর সিলেটের তিনটি অঞ্চল করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি ও কাছাড় ভারতের অসম রাজ্যে যুক্ত হয়। এবার সেই করিমগঞ্জ জেলার নাম বদল করছে অসমের বিজেপি সরকার।

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা মঙ্গলবার বলেন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক শতাব্দী আগে বর্তমান করিমগঞ্জ অঞ্চলকে 'শ্রীভূমি', অর্থাৎ মা লক্ষ্মীর ভূমি বলে অভিহিত করেছিলেন। সেই দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্মান জানাতেই এই নামকরণ করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, করিমগঞ্জ নামের কোনও আভিধানিক অর্থ নেই। তাই তাঁর সরকার নতুন নামের জন্য কবির শরণ নিয়েছেন।

হিমন্তর দাবি, 'করিমগঞ্জের নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত শুধু ওই এলাকার ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করাই নয়, বরং জেলার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবিও পূরণ করবে। সরকারি সিদ্ধান্ত জেলার জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন।'

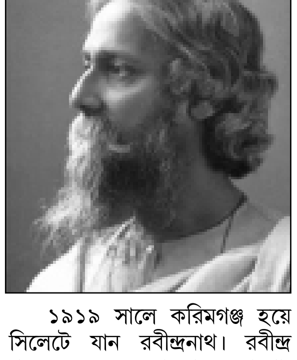

১৯১৯ সালে করিমগঞ্জ হয়ে সিলেটে যান রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র গবেষকদের একাংশের ধারণা, শ্রীহট্ট বা সিলেটে সেই সফরকালেই সম্ভবত কাউকে সই দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ অবিভক্ত ভারতের ওই অঞ্চলকে বর্ণনা করে কিছুটা আক্ষেপের সুরে লিখেছিলেন, 'মমতাবিহীন কালস্রোতে/ বাঙলার রাষ্ট্রসীমা হোতে/ নির্বাসিতা তুমি/ সুন্দরী শ্রীভূমি।' অবিভক্ত সিলেট জেলার মধ্যে শুধু করিমগঞ্জই দেশভাগের পরে ভারতে যুক্ত হয়।

হিমন্তর যুক্তি, করিমগঞ্জ নামের কোনও ঐতিহাসিক প্রতিনিধিত্ব নেই। কিন্তু শ্রীভূমির সঙ্গে ইতিহাস, অভিধান, রবীন্দ্রস্মৃতি ইত্যাদি অনেক কিছুই জড়িয়ে রয়েছে। তাই শীঘ্রই নাম বদল সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে। যদিও বিরোধীদের মতে, 'করিম' নামে আপত্তি বিজেপির। তাই তারা ঢাল করছে রবীন্দ্রনাথকে। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যেও এর আভাস মিলেছে।

বিটকয়েন দুর্নীতিতে সরগরম মহারাষ্ট্র

নয়াদিল্লি ও মুম্বই, ২০ নভেম্বর : বিধানসভা ভোটের দিনে বিটকয়েন দুর্নীতি নিয়ে উত্তপ্ত হয়ে উঠল মহারাষ্ট্রের রাজনীতি। বুধবার বিজেপি মুখপাত্র সম্বিত পাত্র অভিযোগ করেন, নির্বাচনে লড়াই করার টাকা জোগাড়ের জন্য বিটকয়েন ব্যবহারে জড়িত ছিলেন এনসিপি (এসপি) নেত্রী সুপ্রিয়া সুলে এবং প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নানা পাটোলে। এই সংক্রান্ত একটি ভয়েস রেকর্ডও শুনিয়েছেন বিজেপি নেতা। যাতে সুপ্রিয়া এবং নানা পাটোলের কণ্ঠস্বর শোনা গিয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। সম্বিত পাত্র তাঁর অভিযোগে গৌরব মেহতা নামে একজন ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তির নামোল্লেখ করেন।

এখনও পর্যন্ত ওই দুর্নীতিতে ২৩৫ কোটি টাকার দুর্নীতির হদিস মিলেছে বলে দাবি করেন পাত্র। তাঁর অভিযোগ, সন্দেহজনক ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে প্রতারণার ঘটনা আগেও হয়েছিল। এমভিএ ওই টাকা দিয়ে অতীতের নির্বাচনেও লড়াই করেছিল। সিপিপি চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে এই ইস্যুতে সাংবাদিক বৈঠক করার চ্যালেঞ্জও জানিয়েছেন সম্বিত। ভোটের ২৪ ঘণ্টা আগে মহারাষ্ট্রের পালঘরে বিজেপির অন্যতম শীর্ষ নেতা বিনোদ তাওড়ের বিরুদ্ধে একটি হোটেলে বসে টাকা বিলি করার অভিযোগ উঠেছিল। এবার বিটকয়েন কাণ্ড ঘিরে সুর চড়েছে মহারাষ্ট্রে।

সুপ্রিয়া এবং নানা পাটোলে অবশ্য পত্রপাঠ যাবতীয় অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছেন। নির্বাচন কমিশন এবং মহারাষ্ট্র পুলিশের কাছে তাঁরা পালটা নালিশও জানিয়েছেন। সুলে বলেন, 'কর্তব্য সচেতন ভোটারদের নজর ঘুরিয়ে মিথ্যা তথ্য পরিবেশনের এই কৌশল আমার অজানা নয়। ভারতের সংবিধানের দিশায় চলা দেশের স্বাস্থ্যকর গণতন্ত্রে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এবং নিন্দাযোগ্য ভাষায় যে কথাগুলি বলা হয়েছে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য অজানা নয়।' সুপ্রিয়ার বাবা শারদ পাওয়ারও নিশানা করেছেন বিজেপিকে। তিনি বলেন, 'সুলে এবং পাটোলের বিরুদ্ধে বিজেপি যে অভিযোগ তুলেছে তা ধর্তব্যের মধ্যেও আসে না। যিনি অভিযোগ করছেন তিনি তো জেলে রয়েছেন। এর থেকেই বোঝা যায়, বিজেপি কতটা নীচে নামতে পারে।'

> কর্তব্য সচেতন ভোটারদের নজর ঘুরিয়ে মিথ্যা তথ্য পরিবেশনের এই কৌশল আমার অজানা নয়। ভারতের সংবিধানের দিশায় চলা দেশের স্বাস্থ্যকর গণতন্ত্রে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এবং নিন্দাযোগ্য ভাষায় যে কথাগুলি বলা হয়েছে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য অজানা নয়।
>
> **সুপ্রিয়া সুলে**

অপরদিকে নানা পাটোলে বলেন, 'ভোটকে প্রভাবিত করতেই আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। এই ধরনের ভুয়ো অভিযোগের আইনি পথে মোকাবিলা করব। আমি কৃষকের ছেলে। বিটকয়েনের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই।' ভয়েস রেকর্ডে তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা যাওয়া প্রসঙ্গে প্রদেশ সভাপতির মন্তব্য, 'যে কণ্ঠস্বর শোনা গিয়েছে সেটা আমার নয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও আমার গলার আওয়াজ চেনেন।' জবাবে মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী তথা এনসিপি নেতা অজিত পাওয়ার বলেন, 'এই ভয়েস রেকর্ডে যাঁদের কণ্ঠস্বর শোনা গিয়েছে তাঁদের একজন আমার বোন। অপরজনের সঙ্গে আমি দীর্ঘদিন কাজ করেছি। কাজেই তাঁদের কণ্ঠস্বর চিনতে আমার ভুল হবে না। তদন্তের পরই সবকিছু স্পষ্ট হয়ে যাবে।'

এদিকে ভোটের দিনই ক্রিপ্টো দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত সন্দেহে একটি অডিট সংস্থার কর্মী গৌরব মেহতার রায়পুরের বাড়িতে তল্লাশি চালায় ইডি।

গান্ধিবাদের সমালোচনামূলক মূল্যায়ন

ডঃ সুকান্ত ঘোষ
সহকারী অধ্যাপক
কোচবিহার মহাবিদ্যালয়

গান্ধিবাদ বা মহাত্মা গান্ধির আদর্শিক দর্শন অহিংসা, সত্যাগ্রহ এবং স্বরাজের মতো নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। গান্ধিজির মতে, সত্যই পরম শক্তি এবং যে কোনও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্য এবং অহিংসা দ্বারা প্রতিরোধ করা উচিত। তার দর্শন শুধুমাত্র ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম নয়, বরং বৈশ্বিক মানবাধিকারের আন্দোলনকেও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে।

গান্ধিবাদের মূল নীতি :

● অহিংসা (Ahimsa) : গান্ধিজির অন্যতম প্রধান নীতি ছিল অহিংসা। তাঁর মতে, যে কোনও সামাজিক বা রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য সহিংসতার পরিবর্তে অহিংস পদ্ধতি কার্যকর এবং নৈতিক। অন্যায় বা জুলুমের বিরুদ্ধে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য এটি এক শক্তিশালী উপায় হিসেবে কাজ করে।

● সত্যাগ্রহ (Satyagraha) : গান্ধির মতে, সত্যাগ্রহ হল সত্যের প্রতি অনুরাগ এবং এর মাধ্যমে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করা। এটি সহনশীলতার মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া জানানো এবং আত্মত্যাগের মাধ্যমে নিজেদের অধিকার অর্জনের একটি পদ্ধতি। সত্যাগ্রহ আন্দোলন গান্ধির জীবন ও দর্শনের অন্যতম ভিত্তি।

● স্বরাজ (Swaraj) : স্বরাজ বা আত্মনিয়ন্ত্রণ গান্ধির আদর্শের কেন্দ্রবিন্দু। তিনি চেয়েছিলেন ভারতীয় জনগণকে ব্রিটিশ শাসন থেকে স্বাধীন করে এক নিজস্ব স্বশাসন ব্যবস্থা স্থাপন করতে, যেখানে জনগণের মঙ্গলের জন্য কাজ করা হবে।

● স্বদেশি আন্দোলন : গান্ধিজির স্বদেশি নীতিতে স্বনির্ভরতা এবং স্থানীয় উৎপাদন ব্যবস্থার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। তাঁর মতে, ভারতের মতো দেশে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন তখনই সম্ভব, যখন দেশীয় শিল্প এবং স্থানীয় পণ্যের ওপর নির্ভরশীলতা বাড়ানো হবে।

● আধুনিকতার সমালোচনা : গান্ধি পশ্চিমা শিল্পায়ন এবং আধুনিক প্রযুক্তির সমালোচক ছিলেন। তাঁর মতে, যান্ত্রিক উন্নয়ন মানুষের মৌলিক মানবিক গুণাবলিকে নষ্ট করে এবং

উচ্চমাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান

পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে।

গান্ধিবাদের সমালোচনা :

● অহিংসার সীমাবদ্ধতা : গান্ধিজির অহিংস নীতি একটি মহৎ আদর্শ হলেও সব পরিস্থিতিতে এটি কার্যকর হয় না। বিশেষ করে চরম সহিংস শাসনের বিরুদ্ধে অহিংস আন্দোলন প্রায়শই ব্যর্থ হয়। যেমন, ফ্যাসিস্ট এবং সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে এটি দুর্বল হতে পারে।

● সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতার প্রতি সংবেদনশীলতার অভাব : গান্ধিজি শ্রেণি বিভাজন এবং অর্থনৈতিক অসাম্যের বিষয়ে পুরোপুরি মনোযোগ দেননি। তাঁর অহিংস এবং সত্যাগ্রহ আন্দোলন মূলত রাজনৈতিক স্বাধীনতার উপর ভিত্তি করে গঠিত হলেও অর্থনৈতিক মুক্তি এবং দারিদ্র্যদূরীকরণের বিষয়টি তুলনামূলকভাবে গুরুত্ব পায়নি।

● আধুনিক প্রযুক্তির বিরোধিতা : গান্ধি আধুনিক শিল্পায়ন এবং প্রযুক্তির প্রতি সমালোচনামূলক ছিলেন। তাঁর মতে, স্থানীয় উৎপাদন এবং কৃষিকেন্দ্রিক অর্থনীতি ভারতের ভবিষ্যতের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু বর্তমান যুগে আধুনিক প্রযুক্তি এবং শিল্পায়নকে এড়িয়ে চলা প্রায় অসম্ভব এবং উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য।

● রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রয়োগযোগ্যতা : গান্ধিবাদের নীতিগুলি ব্যক্তিগত এবং নৈতিক স্তরে কার্যকর হলেও রাষ্ট্র পরিচালনায় বা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এগুলোর বাস্তবায়ন প্রায় অসম্ভব। স্বরাজের ধারণাটি ভারতীয় স্বাধীনতার পর পুরোপুরি কার্যকর হয়নি, কারণ আধুনিক রাষ্ট্র পরিচালনায় এটি বাস্তবায়ন করা কঠিন।

● সংখ্যালঘুদের অধিকার : গান্ধিজির জাতীয়তাবাদ মূলত হিন্দু আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত ছিল বলে মনে করা হয়। ফলে ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর নীতিগুলি সমালোচিত হয়েছে। গান্ধিজির সমর্থনে অনেকেই মনে করেন তিনি সমান অধিকার রক্ষায় সবার প্রতি নিরপেক্ষ ছিলেন না।

গান্ধিবাদ একটি শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী দর্শন হলেও এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এটি বিশেষ পরিস্থিতিতে অত্যন্ত কার্যকর, তবে সর্বত্র প্রয়োগযোগ্য নয়।

সংস্কৃত অনুবাদের পরামর্শ

সুমনা দাস, *শিক্ষক*
মালদা রেলওয়ে উচ্চবিদ্যালয়

সামনেই উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির ক্লাস নিতে গিয়ে এবং উচ্চমাধ্যমিকের খাতা দেখতে গিয়ে যে বিষয়টা লক্ষ্য করেছি, তা হল সংস্কৃত অনুবাদ বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের বেশ ভীতি রয়েছে। তাই সংস্কৃত অনুবাদের কিছু সাধারণ নিয়ম জেনে রাখলেই আমরা একে সহজে রপ্ত করতে পারব।

১. বাংলা বাক্যকে যখন সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করব, তখন বাংলা শব্দের এক-একটি করে তার সংস্কৃতরূপ জানতে হবে। যেমন – ‘গাছকে সংস্কৃতে বৃক্ষঃ, পাখিকে সংস্কৃতে বিহগঃ ইত্যাদি।

২. শব্দরূপ এবং ধাতুরূপের একটি সাধারণ জ্ঞান রাখতে হবে। শব্দরূপ – যেমন অ, আ, ই... কারান্ত জানা থাকলে অ, আ- কারান্ত যে কোনও শব্দের রূপ আমরা নিজে থেকেই বের করে নিতে পারব। যেমন – ‘নরঃ’ শব্দরূপটি জানা থাকলে যে কোনও ‘অ’ কারান্ত পুংলিঙ্গ বাচক শব্দরূপ আমরা পারব।

আর ধাতুরূপ জানা থাকলে ক্রিয়াপদ প্রয়োগ করতে আমাদের সুবিধা হবে। মনে রাখতে হবে ক্রিয়াপদ ছাড়া কিন্তু বাক্য সম্পূর্ণ হবে না।

৩. বাক্যে বিশেষ্য ও বিশেষণ সম্পর্ক থাকলে সেখানে বিশেষণ পদকে বিশেষ্য অনুযায়ী পরিবর্তন করে নিতে হবে। বিশেষ্য পদের যে লিঙ্গ, বিভক্তি, বচন হবে বিশেষণ পদেও সেই লিঙ্গ, বিভক্তি, বচন করে নিতে হবে। যেমন–
ভালো ছেলে- সুশীলঃ বালকঃ
ভালো মেয়ে সুশীলা বালিকা।

৪. কর্তা অনুয়ায়ী ক্রিয়াপদ বসবে। কর্তার যে লিঙ্গ, বিভক্তি ও বচন থাকবে ক্রিয়াপদেরও সেই লিঙ্গ, বিভক্তি, বচন হবে। যেমন – ছাত্রটি যায় - ছাত্রঃ গচ্ছতি। (একবচন)
ছাত্রেরা যায় – ছাত্রাঃ গচ্ছন্তি। (বহুবচন)

৫. কয়েকটি শব্দ নিত্য বহুবচন। যেমন -
পুংলিঙ্গ - দার (স্ত্রী) শব্দ, প্রাণবাচক শব্দ, গৃহ এবং স্ত্রীলিঙ্গে বর্ষা, সমা (বৎসর), সিক্‌তা (বালি) অপ (জল) ইত্যাদি।

৬. অনুবাদ করতে গেলে কারক ও বিভক্তির জ্ঞান রাখতে হবে। কারণ কোন শব্দে কোন বিভক্তি হবে তা কারক অনুযায়ী নির্ণয় করলে খুব সহজেই করা যাবে।

৭. অস্মদ্, যুস্মদ্ শব্দের দ্বিতীয়া, চতুর্থী, ষষ্ঠীর যে বিকল্প-

উচ্চমাধ্যমিক সংস্কৃত

রূপগুলি থাকে, তা কখনও বাক্যের প্রথমে বসবে না।

যেমন – মে পুস্তকং দেহি (ভুল)

মহ্যং পুস্তকং দেহি (সঠিক)

৮. অতীতকালে মানে ‘লঙ্’-এর রূপ যদি জানা না থাকে তাহলে বাক্যটিকে বর্তমানকাল অর্থাৎ লট্-এ অনুবাদ করে ক্রিয়াপদের সঙ্গে ‘স্ম’ যোগ করলেই অতীতকাল-এ লেখা যাবে।

৯. সর্বোপরি সংস্কৃত বিষয়ে অনুবাদ করলে বাক্য মধ্যস্থ শব্দগুলোকে আগে, পরে যেমন খুশি বসানো যাবে।

যেমন – রামঃ বিদ্যালয়ং গচ্ছতি, বিদ্যালয়ং গচ্ছতি রামঃ - এই দুটো বাক্যগঠনই সঠিক।

এরূপ আরও অনেক নিয়ম আছে। কিন্তু এইটুকুই যদি আমরা সঠিকভাবে রপ্ত করতে পারি তাহলে সংস্কৃতে অনুবাদ করতে আমরা সহজেই পারব।

নতুন সিলেবাসে কীভাবে প্রস্তুতি

নবনীতা সান্যাল, *শিক্ষক*
জ্যোৎস্নাময়ী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, শিলিগুড়ি

একাদশ শ্রেণিতে পাঠরত ছাত্রছাত্রীরা এর আগেই নির্বাচনমূলক সংক্ষিপ্ত, অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে (MCQ, SAQ) প্রথম সিমেস্টার দিয়েছো। এবার দ্বিতীয় সিমেস্টার। উল্লেখযোগ্য, প্রথম সিমেস্টারে পাশ না করলে দ্বিতীয় সিমেস্টারের সঙ্গে প্রথমটিও দিতে হবে এবং দুটিতেই পাশ করলে তবেই দ্বাদশ শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হবে ছাত্রছাত্রীরা। সেকেন্ড সিমেস্টারে অতি সংক্ষিপ্ত বা নির্বাচনমূলক প্রশ্ন থাকছে না। বরং, সংক্ষিপ্ত এবং বর্ণনামূলক ও রচনাধর্মী প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে ছাত্রছাত্রীদের। মোট নম্বর ৪০।

প্রশ্নোত্তরপর্বে যাওয়ার আগে এই সিমেস্টারের সিলেবাস আবার দেখে নেওয়া যাক- বাংলা (প্রথম ভাষা- ক) পাঠক্রম বা সিলেবাসটির বিভাজন এইরকম-

গল্প- ছুটি (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর), তেলেনাপোতা আবিষ্কার (প্রেমেন্দ্র মিত্র)- বরাদ্দ প্রশ্নমান- ৫

কবিতা - ভাব সম্মিলন (বিদ্যাপতি), লালন শাহ ফকিরের গান, নুন (জয় গোস্বামী)- বরাদ্দ প্রশ্নমান- ৫

নাটক- আগুন (বিজন ভট্টাচার্য)- বরাদ্দ প্রশ্নমান- ৫

পূর্ণাঙ্গ সহায়ক গ্রন্থ- পঞ্চতন্ত্র (সৈয়দ মুজতবা আলি)- বরাদ্দ প্রশ্নমান- ১০

বাংলা শিল্প - সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাস (পর্ব-৩)- আধুনিক বাংলা সাহিত্য, লৌকিক সাহিত্য- বরাদ্দ প্রশ্নমান- ৫

প্রবন্ধ রচনা- বরাদ্দ প্রশ্নমান-১০।

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ অনুমোদিত মডেল প্রশ্নের ধারা অনুযায়ী- গল্পের জন্য যে প্রশ্ন থাকছে, সেখানে মোট বরাদ্দ নম্বর -৫। মূলত বর্ণনামূলক, রচনাধর্মী, বিশ্লেষণমূলক প্রশ্ন থাকছে। যেমন, ১- তেলেনাপোতা যাওয়ার কারণ উল্লেখ করে লেখক একে আবিষ্কার বলেছেন কেন তা আলোচনা কর-
এই প্রশ্নটির উত্তরের ক্ষেত্রে একইসঙ্গে নামকরণ প্রসঙ্গ এবং তাৎপর্য বিশ্লেষণ দুটিই আসবে। আবার, কবিতার প্রশ্নের ক্ষেত্রে আলোচনা মূলত তাৎপর্যমূলক ও বিশ্লেষণমূলকই হবে ধরে নেওয়া যেতে পারে। যেমন-‘কি কহিব রে সখি আনন্দ ওর’- এই প্রশ্নে বৈষ্ণবধর্মের তাত্ত্বিক আলোচনা এবং ভাব সম্মিলন কী সেইসব প্রসঙ্গ আলোচনা করে কবির বক্তব্যের তাৎপর্য বিশ্লষণ করে উত্তরটি লিখতে হবে।

নাটকের (আগুন) প্রসঙ্গেও একই কথা।

পূর্ণাঙ্গ সহায়ক গ্রন্থ (পঞ্চতন্ত্র) থেকে বর্ণনামূলক এবং সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক প্রশ্ন থাকতে পারে। যেমন -

১. ‘কোনো সন্দেহ নেই এরকম ধারাই হয়ে থাক- ’ কোন প্রসঙ্গে এই উক্তি? কোন ধারার কথা আলোচনা করা হচ্ছে?- নম্বর বিভাজন - ২+৩ হতে পারে। এ ক্ষেত্রে সাধারণভাবে আলোচনাই যথেষ্ট। আবার, ‘আড্ডাবাজদের আড্ডার প্রকৃতি আলোচনা কর’ - বরাদ্দ নম্বর ৫। এখানেও মূলধারার আলোচনাই হবে, তবে বিশদে। কবিতা, নাটক, প্রবন্ধের ক্ষেত্রে মোট নম্বর ৫, সেটি ২+৩ -এ বিভাজিত হতে পারে, না-ও হতে পারে। বিভাজিত নম্বরের ক্ষেত্রে আলাদা প্যারাগ্রাফ ব্যবহার অবশ্যই করতে হবে এবং বড় প্রশ্নেও (৫ নম্বর) আলাদা আলাদা প্যারাগ্রাফ ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। যে বিষয়ে লেখা হচ্ছে সে বিষয়ের উত্তরটি তা যেন প্রাঞ্জল হয়, অর্থাৎ কী লিখতে চাওয়া হচ্ছে পরীক্ষক যেন সেটা বুঝতে পারেন। অন্যথায় প্রাপ্ত নম্বর কম হতে পারে।

অনধিক পঞ্চাশ শব্দে একটি প্রবন্ধ লিখতে হবে, ১০ নম্বরের জন্য। দুটি বিষয়ের মধ্যে যে কোনও একটি বেছে নিতে হবে। ধরনটি অনেকটা পুরোনো, তবে এক্ষেত্রে বিকল্প কম। আগের উচ্চমাধ্যমিক সিলেবাসের মতোই... মানস মানচিত্র অবলম্বনে প্রবন্ধ লিখতে হবে, অথবা যুক্তিক্রম সাজিয়ে সূত্রগুলির বিপক্ষে নিজের মতামত দিয়ে প্রবন্ধ লিখতে হবে। বলাবাহুল্য, মানস মানচিত্র অনুযায়ী প্রবন্ধ লেখা সহজ। বিষয় হিসাবে পরিবেশ, বিজ্ঞান, ছাত্রদের দায়িত্ব- কর্তব্য, বাংলার উৎসব, জাতীয় সংহতি ইত্যাদি নানা কিছু থাকতে পারে। লেখা কঠিন নয়। তবে, মনে রাখা উচিত লেখাটি যেন একাদশ শ্রেণির উপযোগী এবং তেমন মানের হয়, - একই বিষয়ের রচনা নীচু ক্লাসেও লিখতে হয় - তাই, শ্রেণির বিষয়টি মাথায় রেখে যেন প্রবন্ধ লেখা হয়। আবার, যুক্তিক্রম সাজিয়ে প্রবন্ধ লেখাও একেবারেই সম্ভব নয়, তাও কিন্তু বলা যায় না। যে বিষয়টি দেওয়া আছে, তার বিপরীতে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে হবে নিজের মত- এক্ষেত্রে যাদের যুক্তিবিন্যাস ভালো, সমসাময়িক পরিস্থিতি নিয়ে জ্ঞান রয়েছে এবং লেখার দক্ষতা রয়েছে, তারা এটি বেছে নিতেই পারে। মূলকথাটি প্রদত্ত অনুচ্ছেদের মধ্যেই থাকবে, তার বিপক্ষে যুক্তি দিতে হবে। যেমন...‘মানুষ নিজেই নিজের ধ্বংস ডেকে আনছে’ বা ‘গণমাধ্যমের কুপ্রভাব মারাত্বক’- এইরকম বিষয়ের বিপক্ষে যুক্তি দিয়ে প্রবন্ধ লিখতে হবে। নিজের মত গুছিয়ে প্রকাশ করতে পারলে ভালো নম্বর তো পাওয়াই যায়, লেখার দক্ষতাও তৈরি হয়, যা ভবিষ্যতে কাজে লাগে।

এবারের পরীক্ষা যেহেতু পুরোটাই বড় প্রশ্নের উপর দাঁড়িয়ে আছে-তাই, পড়ার পাশাপাশি দ্রুত লেখার এবং গুছিয়ে প্রশ্নোত্তর লেখার অভ্যাসটি খুব জরুরি। সংস্কৃতির ইতিহাসের প্রশ্নের উত্তর যেন তথ্যনির্ভর হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। ঐতিহাসিক সাল, তারিখ, গুরুত্বপূর্ণ সালগুলি মনে থেকেই রাখার জন্য প্রথম থেকেই যত্নশীল হওয়া উচিত। আবার, কী ধরনের প্রশ্ন লেখার জন্য বেছে নেওয়া হবে সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, রাঢ় বাংলার কথাকার তারাশঙ্কর এবং রবীন্দ্রকাব্যের ঐশ্বর্য পর্ব- দুটো বিষয়ের আলোচনার ধরন এক হতে পারে, কিন্তু, প্রমথ চৌধুরীর গদ্যশৈলীর ধরন আলোচনা বা বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য আলোচনা-একইরকম হবে না। প্রথমটি তথ্যমূলক এবং দ্বিতীয় ধরনটি বিশ্লেষণমূলক- সেভাবেই উত্তরও লিখতে হবে।

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের নির্দেশ অনুযায়ী, তথ্যমূলক, বিশ্লেষণমূলক এবং সাধারণ আলোচনা নির্ভর- এই সবরকম ধরনেরই প্রশ্ন থাকবে। কী ধরনের আলোচনা হবে পরীক্ষার্থী সেটা নিজেই বুঝতে পারবে। যেমন – ‘আগুন! আগুন জ্বলছে আমাদের পেটে—’ এই প্রশ্নের উত্তর লিখতে হলে সময় ও সামাজিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেই উত্তর লিখতে হবে। আবার, ‘আজব শহর কলকেতা’ প্রবন্ধের বিষয় আলোচনা লিখতে হলে প্রবন্ধটির সামগ্রিক বিষয়ের সাধারণ আলোচনাই যথেষ্ট।

এই পদ্ধতি হয়তো নতুন কিন্তু পরীক্ষার বিষয়টি নতুন না, মাধ্যমিক উত্তীর্ণ একাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা অনভ্যস্ত নয়, -কাজেই সিলেবাসের বিষয়গুলি আয়ত্ত করে এই সিমেস্টার উত্তীর্ণ হওয়া কঠিন নয় বলেই মনে করি। তবে, শিক্ষকতার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, পাঠ্যপুস্তক থেকে গল্প, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ- ইত্যাদি সবকিছুই যেন ছাত্রছাত্রীরা গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ করে এবং পাঠ- অভ্যাস যেন নেহাতই নোট নির্ভর বা মুখস্থ বিদ্যার উপর নির্ভরশীল না হয়। বিষয়ের গভীরে মনোনিবেশ করলে পরীক্ষাভীতি কাটানো সহজ হবে, আনন্দদায়ক হয়ে উঠবে পড়াশোনা।

জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে আলোচনা

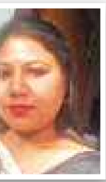

শিল্পী দাস, *শিক্ষক*
শ্রী নরসিংহ বিদ্যাপীঠ, শিলিগুড়ি

পূর্ব প্রকাশের পর

১১) JFM কী?

উঃ- জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট (JFM) ভারত সরকারের একটি সংস্থা। এর মূল পরিকল্পনা হল ক্ষয়প্রাপ্ত বনভূমি পুনরুদ্ধার ও পতিত জমিতে বনসৃজনের জন্য স্থানীয় মানুষের এবং সরকারি বন দপ্তরের যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে বন সংরক্ষণ ও বনসৃজন দ্বারা স্থানীয় মানুষের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটানো এবং বনাঞ্চলকে সুরক্ষিত করা।

১২) PBR কী?

উঃ- পিপলস বায়োডাইভার্সিটি রেজিস্টার বা PBR হল স্থানীয় মানুষের সাহায্যে গড়ে তোলা একটি প্রামাণ্য নথি, যেখানে স্থানীয় জীবসম্প্রদায় সম্বন্ধে জ্ঞান, তাদের প্রাপ্তি সাধ্যতা, তাদের ব্যবহার এবং তাদের সম্বন্ধে ঐতিহ্যবাহী পরম্পরাগত বিশ্বাস সংক্রান্ত অসংখ্য তথ্য মজুত থাকে।

১৩) জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত যে প্রধান বিষয়গুলি PBR লিপিবদ্ধ করা হয়, তা লেখো।

উঃ- PBR-এ কেবল উদ্ভিদ ও প্রাণীর নামের তালিকা থাকে না, তাদের বাসস্থান, বর্তমান সংখ্যা, পূর্বে কী সংখ্যায় ছিল, অর্থনৈতিক

মাধ্যমিক জীবনবিজ্ঞান

মূল্য, ব্যবহার মূল্য, চাষ ও প্রজনন পদ্ধতি, অর্থনৈতিক মূল্য যুক্ত সম্পদের ব্যবহারজাতকরণ, স্থানীয় মানুষ এই সম্পদগুলি কীভাবে কাজে লাগায় সে সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য এই রেজিস্টারে মজুত থাকে।

১৪) বিপন্ন প্রজাতি কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

উঃ- যেসব বন্য উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির সংখ্যা নানা কারণে বিপুল পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে তাদের সত্বর সংরক্ষণের ব্যবস্থা না করলে, অদূরভবিষ্যতে অবলুপ্তির সম্ভাবনা থাকে, এরকম প্রজাতিদের বিপন্ন প্রজাতি বলে।

উদাহরণ- বাঘ, কুমির, রেড পান্ডা প্রভৃতি প্রাণী এবং সূর্যশিশির, ঘৃতকুমারী প্রভৃতি উদ্ভিদ।

১৫) রেড ডাটা (Red Data Book) বুক কী?

উঃ- IUCN -এর উদ্যোগে তৈরি পৃথিবীব্যাপী বিপদগ্রস্ত বা বিলুপ্ত উদ্ভিদ ও প্রাণীর তথ্য সংবলিত পুস্তককে রেড ডাটা বুক বলে। রেড ডাটা বুক প্রথম প্রকাশিত হয় 1963 সালে।

১৬) ভারতবর্ষের দুটি ব্যাঘ্র-প্রকল্পের নাম ও অবস্থান উল্লেখ করো?

উঃ- ভারতের দুটি ব্যাঘ্র-প্রকল্প-

I) সুন্দরবন ব্যাঘ্র-প্রকল্প- পশ্চিমবঙ্গ

II) করবেট টাইগার প্রকল্প- উত্তরাখণ্ড।

১৭) একটি বিপন্ন সরীসৃপ প্রজাতির সংরক্ষণের জন্য ইনসিটু সংরক্ষণ ব্যবস্থাগুলি লেখো এবং পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত ওরকম একটি সংরক্ষণ স্থানের নাম লেখো।

উঃ- একটি বিপন্ন সরীসৃপ প্রজাতি হল- কুমির।

কুমির সংরক্ষণের জন্য নিম্নলিখিত ইনসিটু সংরক্ষণ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে-

I) দূষণ কমানো ও চোরাশিকার বন্ধ করা।

II) ডিমের হ্যাচিং ও স্বাভাবিক বাসস্থানে বাচ্চা কুমিরদের ছেড়ে দেওয়া।

III) মৎস্যজীবীদের মাছ ধরার জাল ব্যবহারে সর্তকতা অবলম্বন।

IV) প্রাকৃতিক খাদ্যের জোগান বাড়ানো।

১৮) রেড পান্ডা সংরক্ষণ প্রচেষ্টার একটি প্রকল্পের নাম ও স্থানের উল্লেখ করো।

উঃ- প্রকল্পের নাম- রেড পান্ডা সংরক্ষণ প্রকল্প।

প্রকল্পের স্থান - সিকিমের বার্সি রডোডেনড্রন অভয়ারণ্য।

জেনে রেখো

● জীববৈচিত্র্য হল একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনও স্থানে জীবের সমাহার বা বৈচিত্র্য। W. G. Roson ‘Biodiversity’ (অর্থাৎ জীববৈচিত্র্য) কথাটি প্রবর্তন করেন।

● পৃথিবীতে দশ বিলিয়ন ভাগের একভাগ অংশতেই ৫০ বিলিয়ন প্রজাতির বিভিন্ন জীবজন্তু এবং উদ্ভিদের বসবাস।

● ভারতে ৫০০টিরও বেশি প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী, ২০০টিরও বেশি প্রজাতির পাখি এবং ৩০,০০০টির বেশি বিভিন্ন প্রজাতির পোকামাকড় রয়েছে।

● বর্তমান সময়ে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ আমাদের কাছে পরিবেশগত, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং নৈতিক দায়। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ অপরিহার্য।

* আজকের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি ২৯°

বাগডোগরা ২৯°

ইসলামপুর ২৯°

হাইস্কুলে পঞ্চমে ভর্তি রুখতে ভাবনা

প্রস্তাব দিতে চায় ডিপিএসসি

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : নতুন শিক্ষাবর্ষ থেকে শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার নয়টি স্কুলে প্রাথমিকে পঞ্চম চালুর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যে। এর পাশাপাশি এবছরই আরও ১২টি প্রাথমিক স্কুলে পঞ্চম চালু হবে বলে শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ (ডিপিএসসি) সূত্রের খবর। ডিপিএসসি'র চেয়ারম্যান দিলীপকুমার রায় বলেন, 'শিক্ষা দপ্তর থেকে ওই স্কুলগুলির তালিকাও প্রকাশ করা হবে দ্রুত।' এদিকে, প্রাথমিকে পঞ্চম চালুর নির্দেশ জারি হলেও হাইস্কুল থেকে যে ওই শ্রেণি তুলে নেওয়া হবে, এমন কোনও নির্দেশিকা এখন পর্যন্ত নেই বলেই খবর। যার ফলে ছেলেমেয়েকে পঞ্চম শ্রেণিতে প্রাথমিক, নাকি হাইস্কুল- কোথায় ভর্তি করাবেন, তা নিয়ে দোটানায় পড়েছেন অভিভাবকরা।

এই পরিস্থিতিতে হাইস্কুলগুলি যাতে পঞ্চমে ছাত্র ভর্তি না নেয়, সেই ব্যাপারে তাদের প্রস্তাব দেওয়ার কথা ভাবছে ডিপিএসসি। বৃহস্পতিবার এব্যাপারে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক, পঞ্চম চালু হওয়া প্রাথমিক স্কুল এবং হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকদের নিয়ে সংসদের অফিসে বৈঠক রয়েছে।

ডিপিএসসি'র চেয়ারম্যান দিলীপকুমার রায় বলেন, 'প্রাথমিকের পঞ্চমে যাতে পড়ুয়ারা ভর্তি হয়, সেজন্য পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে।' এদিকে, নতুন শিক্ষাবর্ষে হাইস্কুলে পঞ্চম না রাখার কোনও নির্দেশিকা এখন পর্যন্ত শিক্ষা দপ্তর থেকে আসেনি বলে শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক উৎপল দত্ত ও তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অশোক নাথ জানিয়েছেন।

আলুপট্টিতে উড়ালপুলের পাশে চলছে হোটেলের জন্য রান্না। বুধবার বিশ্বজিৎ কুণ্ডুর তোলা ছবি।

ধারেকাছে গেল না বেসরকারি বাস

তিনবাত্তি বাসস্ট্যান্ডের যাত্রা শুরু

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : চারটি রুটে ১২টি বাস দিয়ে শুরু হল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের তিনবাত্তি বাসস্ট্যান্ড। পানিট্যাঙ্কি, খড়িবাড়ি, নকশালবাড়ি ও পাহাড়গুমিয়া রুটে এই বাস পরিষেবা শুরু হল। তবে সরকারি বাস পরিষেবা শুরু হলেও দেখা মিলল না বেসরকারি বাসের। যাকে কেন্দ্র করে জট অবশ্য রয়েই গেল। শিলিগুড়ি মিনিবাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য সুভাষ সাহা বলছেন, 'আমরা ওই বাসস্ট্যান্ডের ব্যাপারে জানি না। জানতেও চাই না। আমরা সেখানে যাবও না।' তাঁর প্রশ্ন, কোন জায়গায় শহরের মধ্যে থেকে বাস চলে না? কলকাতার একাধিক জায়গাতেও তো এমন হয়।

বিষয়টা নিয়ে মেয়র গৌতম দেবকে এদিন প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'জেলা প্রশাসন, পরিবহণ দপ্তর বিষয়টা দেখছে।' তবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান চলাকালীন মঞ্চ থেকে তাঁকে বলতে শোনা গেল, 'শহরের যানজট সমস্যা সমাধানে আমাদের সবাইকেই সহযোগিতার হাত বাড়াতে হবে। তাহলে সেটা সবদিক দিয়েই ভালো হবে।'

এদিন বামেদের টিপ্পনী কেটে গৌতম দেব বলেন, 'শহরের মূল সমস্যাগুলো নিয়ে কাজ ওঁরা করেননি।' যদিও এপ্রসঙ্গে পুরনিগমের বাম পরিষদীয় দলনেতা শরদিন্দু চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'যা উন্নয়ন আমাদের সময়ই হয়েছিল। ওঁরা কোথায় আর উন্নয়ন করলেন? সবদিকেই পুর পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে।'

পুজোর আগেই উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়ের সঙ্গে পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেবের বৈঠকের পর জানা যায়, নভেম্বর মাসেই পথ চলা শুরু করবে এই বাসস্ট্যান্ড। তবে একটা প্রশ্ন ছিল, বেসরকারি বাস আসবে কি না? এদিন অবশ্য দেখা গেল, বাসস্ট্যান্ডে শুধু দাঁড়িয়ে রয়েছে সরকারি বাসই।

এই বাসস্ট্যান্ডকে নিয়ে যে অনেক পরিকল্পনা রয়েছে, সেটা অবশ্য এদিন একে একে বলে চলেন মেয়র গৌতম দেব। তিনি বলেন, 'এই বাসস্ট্যান্ডে ১৫টি বাস রয়েছে। আমরা সবক'টা না হলেও যতটা পারা যায় চালানোর চেষ্টা করছি। এখানে শেড, যাত্রীদের বসার ব্যবস্থা করব।'

গাছ দিয়েও বাসস্ট্যান্ড সাজানোর পরিকল্পনার কথা বলেন মেয়র। তিনি বলেন, 'এই বাসস্ট্যান্ড থেকে আমাদের কোনও লাভ নেই। তবে শিলিগুড়ির যানজট নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে এই বাসস্ট্যান্ডটা বিশেষভাবে প্রয়োজন।' তিনি আরও বলেন, 'এই বাসস্ট্যান্ডকে নিয়ে আমাদের আরও অনেক পরিকল্পনা রয়েছে। যেহেতু জায়গাটা অনেক বড় তাই একটা ভবনেরও আমরা পরিকল্পনা নিচ্ছি। সেখানে বিয়ে কিংবা অন্য সামাজিক অনুষ্ঠান হতে পারে। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বলেন, 'সাধারণ মানুষের চাহিদার ওপর প্রয়োজনে আরও বাস বাড়ানো হবে।'

এনবিএসটিসির তিনবাত্তি বাসস্ট্যান্ডের যাত্রা শুরু। ছবি : তপন দাস

প্রশ্ন যেখানে

- পানিট্যাঙ্কি, খড়িবাড়ি, নকশালবাড়ি ও পাহাড়গুমিয়া রুটে এই স্ট্যান্ডে বাস পরিষেবা শুরু হল
- সরকারি বাস পরিষেবা শুরু হলেও অনড় অবস্থান নেওয়ায় দেখা মিলল না বেসরকারি বাসের
- নয়া স্ট্যান্ডে যানজট সমস্যা কতটা সমাধান হবে সেই প্রশ্ন অবশ্য রয়েই গেল

তৃণমূল কাউন্সিলারের তোপ

বিতর্কিত নির্মাণে প্রভাবশালী মদত

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : বছর দুয়েক আগে ওই বাড়ি নির্মাণ ঘিরে হইচই পড়ে গিয়েছিল ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডে। সম্প্রতি সেই বাড়ির সামনে ট্র্যাক্টর থেকে বালি-পাথর ফেলতে দেখা গিয়েছে। যার ফলে এলাকায় ফের চর্চায় ওই বাড়িটি।

চম্পাসারি থেকে ঢাকনিকাটার দিকে ঢুকতেই রাস্তার ডান হাতে রয়েছে একটি কালভার্ট। সেই কালভার্টে মিশেছে একটি ঝোরা। জায়গাটি অনেকটা ত্রিভুজাকৃতির। কালভার্টের দিকে চওড়ায় মাত্র দুই-আড়াই ফুট। উলটোদিকে ১০ ফুটের বেশি চওড়া। সেখানেই রয়েছে ওই বাড়ি।

বাড়ির পেছনের দেওয়ালটি ঝোরার গা ঘেঁষে উঠেছে। সামনের দেওয়ালটি রাস্তা ঘেঁষে। অভিযোগ, সিঁড়িটি রাস্তার ওপরেই নির্মিত। দিনকয়েক আগে সেই কাজ সম্পন্ন হয়। সম্প্রতি বাড়ির ছবি তোলার চেষ্টা করতেই এক ব্যক্তি এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করেন, 'ছবি তুলছেন কেন?' বাড়িটি বৈধভাবে তৈরি কি না জিজ্ঞাসা করতেই ওই ব্যক্তির জবাব, 'সবকিছু ঠিকঠাক রয়েছে। এর আগেও বহুবার এ নিয়ে খবর প্রকাশিত হয়েছে।'

খোঁজ নিয়ে জানা গেল, ওই ব্যক্তির নাম বলরাম ঘোষ। এলাকায় তৃণমূল নেতা হিসেবে পরিচিত। দীর্ঘদিন তিনি ৪৬ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূলের সভাপতি ছিলেন। তবে বর্তমানে দলের সভাপতি পদে না থাকলেও এলাকায় তাঁর প্রভাব বিন্দুমাত্র কমে যায়নি। একসময় তাঁর ওই বাড়ি তৈরি নিয়ে এলাকায় প্রচুর হইচই হয়েছিল। পরে অবশ্য সবকিছু থেমে যায়। এসবের মাঝেই নির্মাণকাজ শেষ করেন বলরাম।

এই বাড়ি তৈরির পেছনে প্রভাবশালী কারও মদত রয়েছে বলে জানিয়েছেন খোদ ওয়ার্ড কাউন্সিলার তথা মেয়র পারিষদ দিলীপ বর্মন। প্রথম থেকেই বিষয়টিতে প্রতিবাদ করেছিলেন দিলীপ। বুধবার তিনি মন্তব্য করেন, 'এ নিয়ে কী আর বলব! উপরদিকে থুতু ছুড়লে নিজের মুখেই পড়ে। আমি বাধা দিয়েও কাজ বন্ধ করতে পারিনি। নিশ্চয়ই পেছনে প্রভাবশালী কেউ মদত দিচ্ছে।'

২০২২ সালে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পরেই ওই বাড়ি নির্মাণ শুরু হয়। ওয়ার্ডের বাসিন্দা তথা সিপিএম নেতা সংগ্রাম দে দাসের অভিযোগ, 'ফাঁকা জায়গাটি আমরা সরকারি সম্পত্তি বলেই জানতাম। এর আগে আমাদের দলের মুকুল সেনগুপ্ত কাউন্সিলার থাকাকালীন জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে ওই জায়গায় পানীয় জলের প্রকল্প করার চিন্তাভাবনা হয়েছিল। কিন্তু তৃণমূল ক্ষমতায় আসতেই জায়গাটি বেহাত হয়ে গিয়েছে।'

প্রতিবেশী এক বাসিন্দার বক্তব্য, 'সকলের চোখের সামনে অবৈধ নির্মাণ হয়েছে। অথচ কয়েক বছরেও এটা রোখা গেল না।' ঘটনায় বাসিন্দাদের মধ্যে অনেকেরই ক্ষোভ রয়েছে। কিন্তু এনিয়ে সংবাদমাধ্যমে মুখ খুলতে চাইছেন না কেউ। তাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন, গায়ে শাসকদলের নামাবলি চাপিয়েই কি ওই ব্যক্তি পার পেয়ে যাচ্ছেন?

> এ নিয়ে কী আর বলব! উপরদিকে থুতু ছুড়লে নিজের মুখেই পড়ে। আমি বাধা দিয়েও কাজ বন্ধ করতে পারিনি। নিশ্চয়ই পেছনে প্রভাবশালী কেউ মদত দিচ্ছে।
>
> **দিলীপ বর্মন** *কাউন্সিলার, ৪৬ নম্বর ওয়ার্ড*

বিতর্কিত বাড়ির সামনে ফের নির্মাণের জন্য ফেলা হচ্ছে বালি। - সংবাদচিত্র

ট্রান্সফর্মারে ফেস্টুন, অগ্নিকাণ্ডের বিপদ

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : মাঝে মাঝে অগ্নিকাণ্ড ঘটে শিলিগুড়ি শহরে। তা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের অসতর্কতার শেষ নেই। এই যেমন বিদ্যুতের ট্রান্সফর্মারে ফেস্টুন, বোর্ড লাগানোর প্রবণতা। যা যখন-তখন বয়ে নিয়ে আসতে পারে বড় ধরনের বিপদ। খেয়াল করলে বোঝা যায়, বর্ধমান রোড, স্টেশন ফিডার রোড, বিধান রোডের মতো শিলিগুড়ি শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলিতে কিছু ট্রান্সফর্মারে এখনও ফেস্টুনে জড়ানো আছে। কোনও কারণে ট্রান্সফর্মারে আগুন লাগলে ওই ব্যানার ও বোর্ডে ধরে বড় আকার নিতে পারে।

অথচ বিদ্যুৎ দপ্তর, পুরনিগম কিংবা প্রশাসন কারও হুঁশ নেই। শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিদ্যুৎ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মেয়র পারিষদ কমল আগরওয়াল অবশ্য বলেন, 'আমরা এ বিষয়ে দ্রুত যথাযথ পদক্ষেপ করছি।' যদিও বুধবার বিধান রোডে এরকমই একটি ফেস্টুনে ঢাকা ট্রান্সফর্মার দেখালেন স্থানীয় বাসিন্দা অনুরাগ দে। তিনি বলে উঠলেন, 'আমাদের শহরের এই পরিস্থিতির উপর কারও নজর নেই। ট্রান্সফর্মারের আশপাশে জিনিসপত্র রাখারই কথা নয়। অথচ অবাধে বোর্ড, ফেস্টুন ঝুলিয়ে রাখা হচ্ছে।'

এইসব কারণে বড় ধরনের অগ্নিকাণ্ডের আশঙ্কা প্রকাশ করছিলেন শহরের আরেক বাসিন্দা অরুণ সাহা। তাঁর কথায়, 'কিছুদিনের মধ্যে শহরে আমরা একের পর এক অগ্নিকাণ্ড দেখতে পেলাম। তাই এ ধরনের ঘটনা যাতে না ঘটে, তার জন্য সচেতন হতে হবে আমাদের।' শহর ঘুরলে চোখে পড়ে, কোনও ট্রান্সফর্মার ঢেকে আছে বিজ্ঞাপনে, কোথাও এখনও লাগানো দুর্গাপুজোর ব্যানার। সুমিত সরকার নামে এক শহরবাসী বলেন, 'অনেকে ট্রান্সফর্মারকে বিজ্ঞাপনের স্বার্থে ব্যবহার করে। এদিকে প্রশাসনিক নজরদারি প্রয়োজন।'

পদক্ষেপ করতে চায় পুরনিগম

পুলিশে বদলি

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : গত কয়েকদিনে বেশ কয়েকবার রাজ্য পুলিশের বিভিন্ন স্তরে রদবদল হয়েছে। বুধবার আবার ইনস্পেকটর পদে ১৩ জনের বদলির নির্দেশ হয়েছে। নির্দেশিকায় রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের (এসটিএফ) বেশ কয়েকজন আধিকারিককে বদলি করা হয়েছে। কয়েকজনকে আবার অন্য দায়িত্ব থেকে সরিয়ে এসটিএফে আনা হচ্ছে। এতদিন শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটে ইনস্পেকটর পদে কর্মরত তেসং নরবু লামাকে এসটিএফে বদলি করা হয়েছে। এসটিএফের ইনস্পেকটর মুমতাজ বেগমকে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটে একই পদে বদলি করা হয়েছে।

জমি বিবাদ

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : জমিতে কাজ করা নিয়ে ইস্টার্ন বাইপাসের ফ্লাওয়ার মিল সংলগ্ন এক জায়গায় দুই পক্ষের ঝামেলা হয়। দুই পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ জানায়। স্থানীয় বাসিন্দা মিনা রায়ের অভিযোগ, 'শিলিগুড়ির বাসিন্দা অনুরাগ জয়সওয়াল লোকজন নিয়ে এসে আমার জমি দখল করার চেষ্টা করছেন।' অভিযোগ অস্বীকার করে পালটা মিনার বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ তুলে অনুরাগ বলেন, 'ওই এলাকায় আমি জমি কিনেছি। সেখানে কাজ চলছে। আমার জায়গা থেকে কিছু লোক নিয়মিত বিভিন্ন সামগ্রী চুরি করছে।' ঘটনাকে কেন্দ্র করে বুধবার এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হলে পুলিশ দু'পক্ষকে থানায় ডাকে।

গুটিগুটি পায়ে ছন্দে ফিরছে গ্রন্থাগার

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : একটা সময়ে মোবাইলে মুখ গুঁজে গ্রন্থাগারবিমুখ হয়ে পড়ে সব প্রজন্ম। মাঝে করোনাকাল এবং তারপর কিছুদিন একেবারেই পাঠকশূন্য হয়ে পড়ে লাইব্রেরি। কিন্তু বর্তমানে সেই হতাশা কাটিয়ে একটু একটু করে ছন্দে ফিরছে গ্রন্থাগারগুলি। শিলিগুড়ি শহর এবং মহকুমার বিভিন্ন লাইব্রেরিতে দিন-দিন বাড়ছে সদস্য সংখ্যা। সংখ্যাটা প্রচুর না হলেও আশাব্যঞ্জক তো বটেই।

পাঠক টানতে ২০১৯ সালে রাজ্য সরকার চালু করেছিল 'বই ধরো বই পড়ো' প্রকল্প। এই প্রকল্পের আওতায় সরকারি গ্রন্থাগারগুলিতে ফি মকুব করা হয়। কিন্তু তারপরেই বিশ্বজুড়ে করোনার প্রকোপে তাল কাটে। তবে গত দু'-তিন বছর ধরে ফের গুটিগুটি পায়ে ছন্দ ফিরছে শিলিগুড়ির সরকারপোষিত গ্রন্থাগারগুলিতে।

দিনেরবেলায় পড়ুয়াদের উপস্থিতি বেশ আশাব্যঞ্জক। নিজেরা যেমন বই নিয়ে আসছে, আবার গ্রন্থাগার থেকেও বই নিয়ে পড়ছে তারা। কর্মজীবনের ব্যস্ততা থেকে সময় বের করে লাইব্রেরিমুখী হচ্ছেন মধ্যবয়স্করাও। সন্ধ্যায় আবার গ্রন্থাগারের 'দখল' নিচ্ছেন 'পাকাচুল'-রা। এমনই চিত্র ধরা পড়ছে অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগার, উদয়ন মেমোরিয়াল স্পোর্টস লাইব্রেরি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে।

এ প্রসঙ্গে সহকারী জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক সৈকত গোস্বামীর মন্তব্য, 'আগে গ্রন্থাগারিকের অভাব ছিল। এখন গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হওয়ায় সমস্যা অনেকটা মিটেছে।' তিনি আরও বলেন, 'এখন পাঠক সংখ্যা বাড়তে শুরু করেছে। তাই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে একটি নতুন ঘরের ব্যবস্থা করতে হবে। এখানে একটা ঘরে আর জায়গা হচ্ছে না।'

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারিক উৎপল নারায়ণ জানিয়েছেন, বর্তমানে এখানে সদস্য সংখ্যা প্রায় ৪,৩০০। প্রতিবছর সাধারণ গ্রন্থাগার দিবসে সেরা পাঠককে পুরস্কৃত করা হয়।

এবছর উদয়ন মেমোরিয়াল স্পোর্টস লাইব্রেরিতে গ্রন্থাগারিক হিসেবে যোগ দিয়েছেন স্নেহা দাস। তিনি বলছেন, 'আমি আসার পর নতুন করে আরও প্রায় ৫০ জন সদস্য হয়েছেন। মোট সদস্য এখন ৪৫০ জনের বেশি। বহু গবেষক আসছেন।'

বুধবার অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগারে এসেছিলেন সবিতা মুখোপাধ্যায়। তিনি বললেন, 'ছেলেকে স্কুলে দিতে আসি। তারপর এই লাইব্রেরিতে এসে বই, ম্যাগাজিন, খবরের কাগজ পড়ি। অনেক বছর ধরেই আসছি। এখানে বসে বই পড়ে অনেকটা সময় কাটিয়ে দেওয়া যায়।'

আরেক পাঠক অভিজিৎ বোস বলছিলেন, 'আমি বহু বছর ধরে আসছি। বই পড়ি, বই নিয়ে যাই। পড়তে ভালোবাসি। মোবাইলে পিডিএফ পড়ে সেই আনন্দ পাওয়া যায় না, যেটা এখানে পাই।' এদিন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে এসেছিলেন সাহিল রাই। বললেন, 'দু'মাস ধরে আমি আসছি। ডব্লিউবিসিএসের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। এখানে প্রয়োজনীয় সমস্ত বই রয়েছে।'

তবে সবজায়গায় চিত্রটা একরকম নয়। সরকারি মাটিসাথী গ্রন্থাগার ধুঁকছে। সপ্তাহে মাত্র একদিন খুলছে এই লাইব্রেরি। ধারাবাহিকতা না থাকায় পাঠকদের আনাগোনা একেবারেই কম। সরকারি এবং সরকারপোষিত সবমিলিয়ে মোট ২৯টি গ্রন্থাগার সামলাচ্ছেন মাত্র ২৩ জন। তবে পাঠক সংখ্যা বাড়ায় তাঁরাও কাজ করে চলেছেন হাসিমুখে।

অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগারে বইয়ে চোখ পড়ুয়াদের।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আপনার সঙ্গে, আপনার পাশে

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন

শিলিগুড়ি : 0353-2524722, 9064849096, 9614655466, 9832666640, 9832647285, জলপাইগুড়ি : 9641289636, 7407459402, আলিপুরদুয়ার : 9883550805, 8101011026, কোচবিহার : 9883550805, 9434443688, 9832464064, বালুরঘাট : 9126260663, মালদা : 9800585950, কলকাতা : 033-22101201, 9073204040

এছাড়াও যোগাযোগ করতে পারেন অনুমোদিত বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্রে

শিলিগুড়ি

পাইওনিয়ার অ্যাড এজেন্সি
হিলকার্ট রোড
(বিষ্ণু হোমিও হলের পাশে)
ফোন-0353-2435670
মোবাইল-9434197660

এম পাল অ্যাডভার্টাইজিং
আলুপট্টি হিলকার্ট রোড
ফোন-0353-2521105
মোবাইল-9434327091

ক্রিয়েটিভ অ্যাডস
রমাপদ ভবন, হিলকার্ট রোড
ফোন-0353-2428111, 2535142
মোবাইল-9832015280

করোনেশন অ্যাডস
বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র সরণি, হাকিমপাড়া
ফোন-0353-2526871
মোবাইল-9933050698

অ্যাকটিভ অ্যাডস
বিপিন পাল সরণি, কলেজপাড়া
টেলিফ্যাক্স-0353-2522471
মোবাইল-9434757749

দ্য অ্যাডওয়ার্ল্ড
বিরতি হাউস, চিলড্রেন পার্ক
আশুতোষ মুখার্জি রোড
ফোন-0353-2525383
মোবাইল-9434048535

সম্বন্ধ পি আর
সি-৪, গোপাল ভবন (৩য় তল)
চার্চ রোড
ফোন-0353-2526534
মোবাইল-9832091681, 9832014979

অ্যাড কেয়ার
পানিট্যাঙ্কি মোড়, সেবক রোড
ফোন-9832366337, 9547047194

কেয়া মিত্র
ক্ষুদিরামপল্লি
ফোন-0353-2536270

অ্যাড ম্যান
মা সন্তোষী রোড, সন্তোষীনগর
মোবাইল-9932013315

নেহা অ্যাড এজেন্সি
৩, রাসবিহারী সরণি,
চিলড্রেন পার্কের নিকট
মোবাইল-9232731429, 9832057734

রায় এজেন্সি
চয়ন পাড়া, ইস্টার্ন বাইপাস,
ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা রোড
ফোন-9832096757, 9434328283

বিউটি ভার্মা
আগমনি অ্যাপার্টমেন্ট
বিএম সরণি, মহানন্দাপাড়া
ফোন-0353-2535822
মোবাইল-9832064969

সবিতা সাহা অ্যাড এজেন্সি
পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, সংহতি মোড়ের নিকটে, রবীন্দ্র সরণি
মোবাইল-9832011166, 9126240044

এম আর অ্যাডস
হরেন মুখার্জি রোড
মোবাইল-9832433703, 9434831541

অ্যাড ইন্ডিয়া
রবীন্দ্রনগর ও প্রধাননগর
মোবাইল- 9832039499, 9475453357

গৌরী অ্যাডভার্টাইজিং
মহানন্দাপাড়া,
চন্দ পার্ক, শিলিগুড়ি
ফোন-9832589156, 9932916733

নকশালবাড়ি

অঞ্জলি বাগচী
নকশালবাড়ি অ্যাড সেন্টার,
স্টেশনপাড়া, নকশালবাড়ি
মোবাইল-9232685332

মেডিকেল মোড়

কে দেব রায়
মেডিকেল মোড়, শুশ্রুতনগর
ফোন-0353-2004712

খড়িবাড়ি

সুদীপ্তা ভাদুড়ি (দাস)
খড়িবাড়ি, জেলা : দার্জিলিং
মোবাইল-9434877648, 9851730161

ইসলামপুর

জি নন্দী
গুঞ্জন অ্যাডভার্টাইজিং
পুরাতন বাসস্ট্যান্ড, (গঙ্গা স্টোর্স)
মোবাইল-9593953157

শিবমন্দির

মিথিলেশ মজুমদার
আশীর্বাদ কমিউনিকেশন,
শিবমন্দির বাসস্ট্যান্ড,
শিবমন্দির, পোস্ট : কদমতলা, জেলা : দার্জিলিং
ফোন-0353-2580203

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

Institute of Neurosciences, Kolkata
Siliguri OPD Branch

Dr. ANIRBAN GHOSAL
MD, DM, SENIOR CONSULTANT NEUROLOGIST AND HEADACHE SPECIALIST
will visit on NOV 29th, 2024

Dr. SHUVIDEEP BANERJEE
MD, DM SENIOR CONSULTANT NEUROLOGIST
will visit on DEC 2nd, 2024

Dr. AMIT JAIN
MD, DM CONSULTANT ADULT PSYCHIATRIST
All Mental disorders like Depression, Anxiety, Bipolar, Schizophrenia etc
will visit on DEC 6th, 2024

8420276222 | 8207220666

3A VYOM SACHITRA BUILDING
HAIDERPARA, SILIGURI - 734001, W.B

ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে দেহব্যবসা

ধূপগুড়ি শহরে পুলিশি অভিযানে আটক ছ'জন

সপ্তর্ষি সরকার ও শ্রীবাস মণ্ডল

ধূপগুড়ি ও ফুলবাড়ি, ২০ নভেম্বর : ধূপগুড়ি শহরের ব্যস্ত এলাকায় ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে জাঁকিয়ে চলছিল দেহব্যবসা। বুধবার সন্ধ্যায় গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে ধূপগুড়ি থানার পুলিশের অভিযানে দুই পুরুষ, চার মহিলা সহ মোট ছয়জন আটক হওয়ায় প্রকাশ্যে আসে এই চক্রের কার্যকলাপ। ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শহরের ঘোষপাড়া মোড় এলাকায়।

ঘটনায় নাম জড়িয়েছে কোচবিহারেরও। সেই ফ্ল্যাটের মালিক সুবীর মণ্ডলের কথায়, 'দু'মাস আগে সবজি ব্যবসায়ী পরিচয়ে চুক্তি করে ফ্ল্যাট ভাড়া নেয় কোচবিহার জেলার ফুলবাড়ির বাসিন্দা রঞ্জন সরকার এবং তার স্ত্রী জয়া সরকার। ওদের বাড়িতে লোকজনের আনাগোনা লেগেই থাকত। জানতে চাইলে বলত, সবাই তাদের আত্মীয়। এমন কাজ চলছে তা ঘুণাক্ষরেও টের পাইনি।' জনবসতিপূর্ণ এলাকায় ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে কীভাবে এই কারবার চলছিল তা নিয়ে প্রতিবেশীরাও অবাক।

এদিন পুলিশি হানার সময় ভাড়াটে দম্পতি ছাড়াও এক তরুণ এবং তিন তরুণীকে গ্রেপ্তার করা

ধৃতদের নিয়ে যাচ্ছেন মহিলা পুলিশকর্মী। বুধবার ধূপগুড়িতে।

হয়েছে। তিন তরুণীর মধ্যে একজন অসম, বাকি দুজন কোচবিহার জেলার বাসিন্দা বলে প্রাথমিক জেরায় জানা গিয়েছে। আপাতত তাদের থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তাদের মধ্যে কী সম্পর্ক রয়েছে সেসব খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

সেই বহুতলের নীচে দোকান চালান বাবন ঘোষ। ঘটনার আকস্মিকতায় তিনিও হতবাক। বাবন বলেন, 'আশপাশে ব্যাংক সহ একাধিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সেখানে দিনভর বহু মানুষের আনাগোনা। তবে এভাবে ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে এই কাজ চলছিল তা আমরাও টের পাইনি।'

এতদিন পুলিশের নজর এড়িয়ে কীভাবে এসব কারবার চলত, তা নিয়ে শহরের অন্যান্য এলাকার বাসিন্দারাও সরব হয়েছেন। নাগরিক মঞ্চের সম্পাদক অনিরুদ্ধ দাশগুপ্ত বলেন, 'থানা ছাড়াও শহরে দুজন পদস্থ পুলিশ আধিকারিক থাকেন। একজনের অফিসের ঢিলছোড়া দূরত্বেই এই ফ্ল্যাট। এই এলাকায় এই কাজ কীভাবে চলছিল তার জবাব পুলিশের কাছেও মানুষ নিশ্চয় জানতে চাইবে।'

দেহব্যবসা চক্রের পান্ডা রঞ্জন ফুলবাড়ির হাসপাতালপাড়া এলাকার বাসিন্দা। একসময় সিতাইয়ের এক ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থায় সে কাজ করত। সিতাইয়ের এক তরুণীকে সে বিয়ে করলেও পরবর্তীতে তাদের বিচ্ছেদ হয়। এদিন যাদের আটক করা হয়েছে, তাদের মধ্যে এক তরুণী রঞ্জনের প্রতিবেশী এক তরুণের হাত ধরেই নাকি এই কারবারে এসেছে। সেই তরুণ আবার অসম ও উত্তরবঙ্গের একাধিক জায়গায় ঘরভাড়া নিয়ে দেহব্যবসার চক্র চালাত বলেই খবর। এই বিল্ডিংয়ে আরও একটি ফ্ল্যাটে এই কাজ চলত বলেও অভিযোগ রয়েছে। সেইমতো অপর ফ্ল্যাটেও হানা দেয় পুলিশ। যদিও সেখানে কাউকেই পাওয়া যায়নি।

শহরের আরও কোথাও এমন চক্র চলছে কি না, তা নিয়েও উঠছে হাজারো প্রশ্ন। মাঝেমধ্যে ইতিউতি মধুচক্রের আসর ফাঁস হলেও ধূপগুড়ি শহরে সংগঠিত দেহব্যবসার এমন ঘটনা দুই দশক পর প্রকাশ্যে এল। দুই দশক আগে শহরের মিলপাড়ায় এমন ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছিল।

এদিকে, এই ঘটনার পর আবার প্রকাশ্যে এসেছে শহরজুড়ে না জেনেশুনে ঘরভাড়া দেওয়ার মারাত্মক প্রবণতা। মাঝেমধ্যে ভাড়াটেদের তথ্য সংগ্রহ নিয়ে পুলিশ ও পুরসভার নানা উদ্যোগের কথা শোনা যায়। তবে সেসবই যে শুধুই কথার কথা, তা এদিনের ঘটনায় স্পষ্ট হয়েছে। সচেতনতার লেশমাত্র নেই বাড়িওয়ালাদের মধ্যেও। এর আগে একাধিকবার ঘোষণা করা সত্ত্বেও কেন ভাড়াটের সঙ্গে হওয়া চুক্তি সহ তাঁদের পরিচয় পুরসভা বা থানায় জমা করা হয় না, তা নিয়ে পুরকর্তা বা পুলিশ কেউই মুখ খোলেনি। ধূপগুড়ি থানার আইসি অনিন্দ্য ভট্টাচার্য বলেন, 'তরুণ-তরুণীদের পরিচিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা চলছে। তাদের জেরা করা হচ্ছে।'

বিধানসভা, নবান্নে ধর্না দিতে চান শংকর

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২০ নভেম্বর : বঞ্চনার অভিযোগে এবার ধর্নায় বসার হুঁশিয়ারি শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষের। তাঁর অভিযোগ, রাজনৈতিক কারণে তাঁর বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলের টাকা খরচ করতে চায় না রাজ্য সরকার। এই বিষয়ে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি বা এসজেডিএ ও জেলা শাসকের কাছে দরবার করেও কাজ না হওয়ায় আসন্ন বিধানসভার অধিবেশনে এই ঘটনার প্রতিবাদে বিধানসভায় ধর্নায় বসতে চান শংকর। মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে প্রয়োজনে নবান্নের সামনেও ধর্নার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর।

শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের প্রতি রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগে সরব বিজেপি। ২৫ নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে বিধানসভার অধিবেশন। শিলিগুড়ির বিধায়ক হিসাবে এবার সেই অধিবেশনকে কাজে লাগিয়ে রাজ্য সরকারের ওপর চাপ বাড়াতে চান বিজেপি বিধায়ক। বিধায়কের দাবি, নিজের এলাকা উন্নয়ন তহবিলের টাকায় মূলত শিলিগুড়ির কলোনি এলাকার (১,৪,৫,৬,৭,৪৫,৪৬ ও ৪৭ নম্বর ওয়ার্ড) বেহাল রাস্তা, নর্দমা, গাড়ি পার্কিং ও বিধাননগর এলাকার আশপাশে জলাধার তৈরির জন্য গত দু'বছর ধরে দার্জিলিংয়ের জেলা শাসকের কাছে দরবার করছেন তিনি। কিন্তু জেলা শাসক ও এসজেডিএ একে অপরের কোর্টে বল ঠেলে উন্নয়নের কাজ আটকে

আসন্ন বিধানসভার অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী যদি এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করেন, তাহলে দাবি আদায়ে বিধানসভাতেই ধর্নায় বসব। প্রয়োজনে নবান্নের বাইরেও ধর্না দেব।

শংকর ঘোষ
শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক

রেখেছেন। প্রসঙ্গত, দার্জিলিংয়ের জেলাশাসকই হলেন এসজেডিএ-র চেয়ারম্যান। অভিযোগ, গত দু'বছর ধরে এলাকার উন্নয়নে তাঁর বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের টাকা খরচের জন্য প্রায় ৭২টি প্রকল্প জমা দিয়েছেন তিনি। অথচ সবে ২টি কোয়ার্টারের টাকা ছেড়েছে সরকার।

উন্নয়ন নিয়ে রাজনীতি করার অভিযোগ তুলে বুধবার বিধানসভার বাইরে মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে শংকর বলেন, 'আসন্ন বিধানসভার অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী যদি এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করেন, তাহলে দাবি আদায়ে বিধানসভাতেই ধর্নায় বসব। প্রয়োজনে নবান্নের বাইরেও ধর্না দেব।'

মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর সরকারের সমালোচনা করে শংকর বলেন, মুখ্যমন্ত্রী প্রায়শই বলেন এগিয়ে বাংলা। অথচ জনগণের অর্থ খরচ করতে চাইলে বিরোধী বিধায়ক হওয়ায় এলাকার উন্নয়নে টাকা খরচ করা যায় না। মুখ্যমন্ত্রীকে বিধায়ক ও বিজেপির মুখ্য সচেতক হিসাবে চিঠি দিলেও সৌজন্যবশত তার প্রাপ্তি স্বীকারটুকুও করা হয় না। রীতিমতো হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, 'বিধায়ক হিসাবে আমার এলাকার উন্নয়নের এই দাবি যদি মানা না হয়, তাহলে যে ভাষা উনি বোঝেন, সেই ভাষাতেই দাবি আদায়ের পথে নামতে হবে আমাদের।'

রাজনৈতিক মহলের মতে, এর আগেও একাধিকবার শিলিগুড়ির উন্নয়নে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে জেলাশাসক ও শিলিগুড়ি কর্পোরেশনের মেয়র গৌতম দেবের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন তিনি।

তবে, এবার বিধানসভার অধিবেশনকে কাজে লাগিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছেন শংকর। যদিও, বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়া আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল বলেন, 'আসলে গত দু'বছর ধরে কার্যত উন্নয়নমূলক কাজই করেননি বিজেপি বিধায়করা। কেন্দ্রের সরকারও উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে উদাসীন। এখন বিধানসভার ভোটের আগে নিজেদের পিঠ বাঁচাতে আন্দোলন, ধর্নার নাটক করতে চাইছেন ওঁরা।'

টেক্কা দিচ্ছে হোমস্টে

প্রথম পাতার পর

তেমনভাবেই পরিষ্কার, ব্যবসায়িক স্বার্থে বা হোমস্টেগুলি বহিরাগতদের হাতে চলে যাওয়ায় উপেক্ষিত থাকছে স্থানীয় ঐতিহ্য। স্থানীয় এলাকার কৃষ্টি-সংস্কৃতি তুলে ধরার পাশাপাশি ওই এলাকার খাবারের প্রতি যাতে আকর্ষিত হয়ে পর্যটকরা ভিড় বাড়ান, ওই লক্ষ্যেই সরকারের হোমস্টে নীতি। কিন্তু কৃষ্টি-সংস্কৃতি তুলে ধরা তো দূর, সময়ের সঙ্গে বিলুপ্ত হয়েছে ট্র্যাডিশনাল খাবার।

গড়িয়ার স্নেহাশিস সমাজদার বলছিলেন, 'হোমস্টের সামনে কংক্রিটের বড় চৌবাচ্চার মধ্যে কিছু মাছ রয়েছে। পাশে বিভিন্ন ধরনের সবজির খেত আছে। কিন্তু খাবারের পাতে তা পাওয়া যায় না। সবই যে দেখনদারি, বেড়াতে গিয়েই বুঝতে পেরেছি।' তাঁর যে অভিজ্ঞতা ভুল নয়, তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ নিয়ে।

একসময় রাইশাকের বিভিন্ন পদের সঙ্গে হোমস্টেতে গুন্দরুকের সুপ, ইসকুস কা মুণ্ডো, মকাই সেদ্ধ, সেলরুটি, এমনকি গোরুর দুধ পর্যন্ত মিলত। কিন্তু এখন চিকেন পকোড়ার সঙ্গে মিলছে ব্রেড, জ্যাম-জেলি। বিষয়টি স্বীকার করে নিয়ে পর্যটন ব্যবসায়ী কৃষ্ণেন্দু দাস বলছেন, 'অধিকাংশ হোমস্টে লিজে চলায় এবং তা বাইরের লোকেদের দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় নেপালি খাবারের কনসেপ্টটাই হারিয়ে গিয়েছে। বাঙালি কুক দিয়ে কি আর নেপালি ট্র্যাডিশনাল খাবার বানানো যায়!'

হোমস্টের বাড়তি খরচ নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি গ্রুপে প্রশ্ন তুলেছিলেন শান্তনু মজুমদার। তাঁর যুক্তি, ধরা যাক দুজন কোথাও বেড়াতে গিয়েছেন। সেক্ষেত্রে বাজেট হোটেলে থাকার খরচ গড়ে ১৫০০ টাকা। সারাদিনে দুজনের খাওয়ার খরচ বড়জোর ৮০০ টাকা। ফলে সবমিলিয়ে যেখানে ২৩০০ টাকা খরচে একদিন থাকা সম্ভব, সেখানেই হোমস্টেতে খরচ হচ্ছে তিন হাজারেরও বেশি। ওই পোস্টেই কুণাল দে নামে একজন মন্তব্য করেছেন, 'সরকারের উচিত এখনই হোমস্টের খরচ বেঁধে দেওয়া। নইলে সাধারণের ঘোরার আর সাধ্যি থাকবে না।'

শিশুমৃত্যু

কিশনগঞ্জ, ২০ নভেম্বর : শাশুড়ি-পুত্রবধূর বিবাদে মৃত্যু হল দু'মাসের এক শিশুকন্যার। ঘটনাটি কিশনগঞ্জের ঠাকুরগঞ্জ থানা এলাকায় পটেশ্বরী গ্রামের। শাশুড়ির নাম নুরসেবা বিবি, পুত্রবধূ তেজুন নিশা। সামান্য কারণে বুধবার সন্ধ্যায় দুজনের মধ্যে বিবাদ শুরু হলে নুরসেবা নিজের নাতনিকে তেজুনের কোল থেকে টেনে নিয়ে ছুড়ে ফেলেন। তাতে শিশুটি গুরুতর আহত হয়। পরে ঠাকুরগঞ্জ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। ঘটনার পর ঠাকুমা পালিয়ে যান। রাতে মৃত শিশুর মা ও বাবা নুরসেদ আলম ঠাকুরগঞ্জ থানায় অভিযোগ করেন। বুধবার বিকেলে পুলিশ পলাতক ঠাকুমাকে গ্রেপ্তার করে। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক মঙ্গলেশকুমার সিং জানান, ধৃতকে বৃহস্পতিবার আদালতে তোলা হবে।

ঝুলন্ত দেহ

কিশনগঞ্জ, ২০ নভেম্বর : কিশনগঞ্জে ছেতনটোলা কাজলামণি আদিবাসীপাড়ায় মঙ্গলবার রাতে পুলিশ এক ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে। মৃতের নাম রিনা বাসকি (৩৫)। মৃতার স্বামী রবি মারান্ডি জানান, প্রত্যেক দিনের মতো রাতে তাঁর স্ত্রী সবার খাবার বানান। রাত ১২টা নাগাদ বাড়ির লোক ঘরে ঢুকে তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ফরেন্সিক দল বুধবার ঘটনাস্থলে যায়।

মন দিয়ে।। খুদের হাতে গড়ে উঠছে মানতকালী। বোল্লায় মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।

টাকাও হাপিস

প্রথম পাতার পর

সেখানে তিনি তাঁর পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক অ্যাকাউন্টের পাসবইয়ের কপি জমা করেন। আবেদনের দীর্ঘদিন পরেও তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের কোনও টাকা ঢোকেনি। একাধিকবার চেক করলেও দেখা যায় অ্যাকাউন্টে কোনও টাকাই ঢোকেনি। এরফলে একসময় তিনি সমস্ত আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ঠিক তারপরেই এক প্রতিবেশীর কাছে জানতে পারেন অনলাইন ক্যাফেতে গিয়ে তাঁর আধার কার্ডের নম্বর দিয়ে ট্র্যাকিং করা যায়। তৎক্ষণাৎ তিনি একটি ক্যাফেতে গিয়ে জানতে পারেন তাঁর লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা ২০২২ থেকেই ঢুকছে। তবে সেটি তাঁর নির্দিষ্ট করা পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে নয়, তা ঢুকছে পোস্ট অফিসের একটি অ্যাকাউন্টে। মেরিনা বলেন, 'আমার অ্যাকাউন্ট নয়। আমার পরিচিত কারও অ্যাকাউন্টও নয়। অন্য অ্যাকাউন্টে আমার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা ঢুকছে। আমার সন্দেহ হওয়ায় আমি মহকুমা শাসকের কাছে লিখিতভাবে বিষয়টি জানিয়েছি।'

অন্যদিকে দিনহাটা পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মেরিনা বিবির স্বামী নুরুল মিয়াঁর অভিযোগ, তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প চালু হওয়ার পর থেকেই টাকা পাচ্ছিলেন না। গত চার মাস থেকে স্ত্রী লক্ষ করেন তাঁর অ্যাকাউন্টে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা ঢুকছে না। এরপরেই ছেলে ট্র্যাক করে দেখতে পায় সেন্ট্রাল ব্যাংকেরই অন্য একটি অ্যাকাউন্টে সেই টাকা ঢুকছে। নুরুল সাহেব বলেন, 'আমাদের অ্যাকাউন্ট নয়। অন্য অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকছে। স্বাভাবিকভাবেই এবিষয়ে সন্দেহ হতেই আমরা লিখিতভাবে বিষয়টি মহকুমা শাসকের কাছে অভিযোগ জানিয়েছি।'

সূত্রের খবর, এরকম অনেক অভিযোগই প্রশাসনের কাছে আসছে। সেক্ষেত্রে লিখিতভাবে না জানালেও উপভোক্তারা মৌখিকভাবে বিষয়টি জানাচ্ছেন মহকুমা শাসকের সংশ্লিষ্ট বিভাগে। স্বাভাবিকভাবেই এসব উপভোক্তার টাকা কীভাবে অন্য উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে যাচ্ছে তা নিয়ে ইতিমধ্যে নানা রকমের প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। উপভোক্তাদের অনেকেই আবার ট্যাব কাণ্ডের ছায়া দেখতে পাচ্ছেন এক্ষেত্রে। তৃণমূলের শহর ব্লক সভাপতি বিশু ধরের কথায়, 'এতদিন পরে হলেও অভিযোগ হয়েছে। আমার বিশ্বাস এরকম ঘটনা আরও রয়েছে বিভিন্ন প্রান্তে। বর্তমান যে ঘটনাগুলি প্রকাশ্যে এসেছে মহকুমা প্রশাসন দ্রুত এর তদন্ত করে বের করুক। নয়তো আমরা পথে নামতে বাধ্য হব।'

সিপিএমের এরিয়া কমিটির সম্পাদক জয় চৌধুরী বলেন, 'অভিযোগটি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। প্রশাসনের উচিত গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টি দেখা। এবং কীভাবে একজন টাকা পাচ্ছিল, হঠাৎ করে তার অ্যাকাউন্ট বদল হয়ে গেল তা তদন্ত করে দেখা প্রয়োজন। সঠিক তদন্ত হলে দেখা যাবে ট্যাব কেলেঙ্কারির মতো এখানেও বড়ধরণের কেলেঙ্কারি সামনে আসবে।'

বোল্লার পুজোয় মৃৎশিল্পীদের পৌষমাস

পতিরাম, ২০ নভেম্বর : মাঝে আর একটা মাত্র রাত। আগামী শুক্রবার দক্ষিণ দিনাজপুরের বোল্লায় রক্ষাকালীপুজো ঘিরে সাজোসাজো রব। বসতে শুরু করেছে দোকানপাট। তবে, এই পুজো যেন মৃৎশিল্পীদের কাছে 'পৌষমাস।'

রক্ষাকালীর পাশাপাশি মন্দির চত্বরে পূজিতা হন 'মানতকালী'। একটা-দুটো নয়, প্রতি বছর হাজার হাজার মানতকালী একই সঙ্গে পূজিতা হন বোল্লা মন্দির প্রাঙ্গণে। গত পুজোয় মানতকালীর সংখ্যাটা ছিল দুই হাজারের কিছুটা কম। এবার সেই সংখ্যা বেড়ে আড়াই হাজারের কাছাকাছি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। আর তাই, মৃৎশিল্পীদের 'পৌষমাস'।

মৃৎশিল্পীদের দাবি, এবছর বোল্লায় সওয়া হাত উচ্চতার মানতকালী জমা পড়তে পারে ২৩০০ থেকে ২৫০০টির মতো। এই সময়ে সুযোগ বুঝে প্রতিমা শিল্পীরাও মানতকালীর দাম প্রায় দ্বিগুণ করে দিয়েছেন।

সওয়া হাত উচ্চতার প্রতিটি মানতকালীর দাম ধরা হচ্ছে ৮০০ থেকে শুরু করে ১৬০০ টাকা পর্যন্ত। এলাকার মৃৎশিল্পীদের এখন নাওয়াখাওয়ার সময় নেই।

তবে ফি বছর মানতকালীর সংখ্যা বেড়ে চলায় সমস্যায় পড়েছেন মন্দির কমিটির সদস্যরা। কয়েক বছর বিভিন্ন আকারের মানতকালী জমা হয় মন্দির প্রাঙ্গণে। বিভিন্ন উচ্চতার শতশত কালীপ্রতিমার জায়গা দেওয়া মেলা কমিটির কাছে একটা বিরাট চিন্তার বিষয় ছিল। তাই সেই সমস্যার সমাধানে তিন বছর আগে ভক্তদের দেওয়া মানতকালীর উচ্চতা বেঁধে দেওয়া হয়েছে, 'সওয়া হাত'।

পতিরাম, বাউল, পাগলিগঞ্জ, গঙ্গারামপুর, কুমারগঞ্জ, বালুরঘাটের যেদিকেই তাকানো যাক যেন কেন, শুধুই সারিসারি মানতকালী তৈরি হচ্ছে। কোথায় প্রতিমাতে চলছে রংয়ের প্রলেপ, তো কোথাও সেজে উঠছেন দেবী।

মৃৎশিল্পী তথা বোল্লার মূল রক্ষাকালী প্রতিমা শিল্পী হিমাংশু মহন্ত জানালেন, 'আমি, আমার ছেলে ও এক আত্মীয় মিলে তিনজনে এবছর প্রায় ৩০০ মানতকালী তৈরি করছি। গত বছর আমাদের তৈরি মানতকালী বিক্রি হয়েছিল ২১৮টি।'

কিন্তু সরস্বতী, লক্ষ্মী, গণেশের প্রতিমার তুলনায় সওয়া হাত মানতকালীর দাম এত বেশি কেন, জিজ্ঞাসা করা হলে প্রায় সব শিল্পীরই একই কথা, জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে, কারিগরের খরচ বেড়েছে। প্রসাদ রায় নামে এক ভক্তের সাফ কথা, 'সুযোগ বুঝে মৃৎশিল্পীরা মানতকালীর দাম এবছর প্রায় দ্বিগুণ হাঁকছে।'

সাগরদিঘিতে কচ্ছপের মৃত্যু

কোচবিহার, ২০ নভেম্বর : বাণেশ্বরের পর এবার কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী সাগরদিঘিতে কচ্ছপের মৃত্যু হল। বুধবার মৃত কচ্ছপটি দিঘির জলে ভেসে ওঠে। কয়েকদিন আগে সাগরদিঘির জলে একটি কচ্ছপ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। বন দপ্তরের প্রতিনিধিরা এসে সেটিকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায়। এই অবস্থায় বুধবার দিঘির জলে নতুন করে একটি কচ্ছপ মারা যাওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। চলতি মাসের শুরুতে বাণেশ্বরের শিবদিঘিতে অজানা রোগে তিনটি মোহন মারা যায় এবং অনেক মোহন অসুস্থ হয়ে পড়ে। সাগরদিঘিতেও কয়েকদিন আগে একটি কচ্ছপ অসুস্থ হয়ে পড়ে। খবর পেয়ে বন দপ্তরের প্রতিনিধিরা এদিন মৃত কচ্ছপটিকে সাগরদিঘি থেকে নিয়ে গিয়েছে। কোচবিহার বন বিভাগের এডিএফও বিজন নাথ বলেন, 'সাগরদিঘিতে কচ্ছপটি কেন ও কী কারণে মারা গিয়েছে তা এখনও জানা যায়নি। কচ্ছপটির ময়নাতদন্ত করা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।'

গ্রেপ্তার তিন

কিশনগঞ্জ, ২০ নভেম্বর : ফরবেশগঞ্জে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র পাচার ও কেনাবেচা চক্রের রহস্য ফাঁস করেছে বিহার পুলিশ। মঙ্গলবার এই চক্রের তিন দুষ্কৃতীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের হেপাজত থেকে একটি ইতালিতে নির্মিত অটোমেটিক পিস্তল, দুইটি ম্যাগাজিন, চারটি কার্তুজ ও তিনটি মোবাইল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। স্থানীয় আলম রোডের একটি লজে হানা দিয়ে মহম্মদ রশিদ আলম, মহম্মদ সলমান, মহম্মদ ইমতিয়াজ নামে ওই তিনজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। বুধবার ধৃতদের আরারিয়া আদালতের নির্দেশে ১৪ দিনের জেল হেপাজতে পাঠানো হয়েছে। চক্রটি বিদেশি আগ্নেয়াস্ত্র বিভিন্ন জেলায় ও ভিনরাজ্যে সরবরাহ করত বলে পুলিশ প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে।

সলিল চৌধুরীকে শ্রদ্ধা জানাতে কনসার্টের আয়োজন করল টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ। কলকাতার সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়ামে আয়োজিত সেই কনসার্টে সৌরেন্দ্র-সৌম্যজিতের পরিচালনায় লগ্নজিতা চক্রবর্তী, ইমন চক্রবর্তী, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের মতো শিল্পীরা পারফর্ম করেছেন। টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের বিভিন্ন স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারাও অনুষ্ঠানে অংশ নেন। গ্রুপের কো-চেয়ারপার্সন মানসী রায়চৌধুরী বলেন, 'সলিল চৌধুরীর সংগীত মানুষের হৃদয় ছুঁয়ে গিয়েছে।'

প্রশ্নের মুখে তৃণমূল

প্রথম পাতার পর

সাইবার প্রতারণার আঁতুড় চোপড়া নিয়ে শাসক শিবিরের উদাসীনতা স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্নের মুখে। মাঝিয়ালি অঞ্চলের প্রভাবশালী এক ব্যবসায়ীর দোকানে বসে কথা হচ্ছিল। গ্রাহকদের আনাগোনা সেই সময় কম। ওই ব্যবসায়ী নিজেও তৃণমূলের কট্টর সমর্থক। তাঁর প্রশ্ন, 'স্কলারশিপ, আধার জালিয়াতিতে ফিঙ্গারপ্রিন্ট চুরির মতো ঘটনার পরও দলীয় নেতারা সতর্ক হননি কেন? পুলিশ প্রশাসনকে না জানিয়েও তো ছেলেগুলিকে শাসন করা যেত। তাই না?'

ট্যাব কাণ্ডে ধৃত প্রাথমিক শিক্ষক দিবাকর দাস তৃণমূলের প্রাক্তন প্রধানের ছেলে। ফলে শাসকদলের নেতাদের সঙ্গে তার ওঠাবসাও ছিল চোখে পড়ার মতো। ট্যাব কাণ্ডের এপিসেন্টার চোপড়ার ঘিরনিগাঁও অঞ্চল। চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ফজলুল হকের এলাকা। ফজলুলকে এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তাঁর সাফ জবাব, 'আমি কোনও মন্তব্য করব না।'

এই ঘিরনিগাঁও অঞ্চলেই তৃণমূলের স্থানীয় এক নেতাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আপনারা সব জেনেও নীরব থেকে গেলেন কেন? তাঁর যুক্তি, 'সকলেই সবকিছু জানে, অস্বীকার করব না। কিন্তু বলতে গেলেই ঝামেলা। তাই আমরা এসব এড়িয়ে চলি।'

চোপড়ায় ঘাসফুল শিবিরের শিক্ষা সেলের সঙ্গে মাখোমাখো সম্পর্ক থাকা একাধিক ব্যক্তির ভূমিকা নিয়ে এলাকায় চর্চা চলছে। কয়েক বছর আগে তামিলনাড়ুর পুলিশ সাইবার প্রতারণায় একটি হাইস্কুলের অশিক্ষক কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছিল। বর্তমানে শিক্ষা সেলের উপর সেই ব্যক্তির প্রভাব চোখে পড়ার মতো। এরই মাঝে চোপড়ার একটি হাইস্কুলের টিচার ইনচার্জ (টিআইসি) গত ১৮ নভেম্বর থেকে 'উধাও' হয়ে যাওয়ায় ফাঁপরে পড়তে হয়েছে শিক্ষা প্রশাসনের কর্তাদের। স্কুল সূত্রেই জানা গিয়েছে, নবম শ্রেণির পড়ুয়াদের রেজিস্ট্রেশনের সংশোধনের কাজ অনলাইনে থমকে ছিল। কারণ ওই টিআইসির কাছেই ওটিপি ও পাসওয়ার্ড যাওয়ার কথা। ওই শিক্ষক এই দুর্নীতিচক্রে জড়িত থাকতে পারেন বলেও গুঞ্জন ছড়িয়েছে। আচমকা তিনি কোথায় গেলেন তা খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে জেলা শিক্ষা দপ্তর।

অনেকেই বলেছেন, স্থানীয় নেতৃত্ব কড়া অবস্থান নিলে টাকার লোভে অ্যাকাউন্ট ভাড়া দিয়ে গরিব মানুষকে গ্রেপ্তার হতে হত না। তৃণমূলের চোপড়া ব্লক সভাপতি প্রীতিরঞ্জন ঘোষের কথায়, 'সামাজিক দায়বদ্ধতা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। যাঁরা জানতেন, তাঁদের উচিত ছিল দলমতনির্বিশেষে ব্যবস্থা নেওয়া। তাতে অনেক মানুষকে প্রতারকদের খপ্পর থেকে রেহাই দেওয়া যেত।'

এখানেই তৃণমূলকে কটাক্ষ করতে ছাড়ছে না বিজেপি। দলের উত্তর দিনাজপুর জেলার সহ সভাপতি সুরজিৎ সেন বলছেন, 'ট্যাব কেলেঙ্কারিতে চোপড়ায় শাসকদলের ভূমিকা অবশ্যই সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়। শুধু ট্যাব নয়, সরকারি একাধিক প্রকল্পের টাকা সাইবার প্রতারকরা হাতিয়েছে। তাই এটা নিয়ে উচ্চপর্যায়ের তদন্ত দাবি করছি।' (শেষ)

খয়রাতিতে চাপা পড়ে যাচ্ছে ট্যাব দুর্নীতি

প্রথম পাতার পর

বলা হচ্ছে, নানাভাবে শিক্ষা দপ্তরের পোর্টালে ঢুকে এরা জালিয়াতি করেছে। কখনও বদলে দেওয়া হয়েছে উপভোক্তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর, কখনও আবার আইএফএস কোড। কিন্তু কীভাবে এরা পোর্টালে ঢুকল, তা প্রকাশ্যে আনা হচ্ছে না।

টাকা উদ্ধারে এখনও পর্যন্ত কোনও দিশা দেখাতে পারেনি পুলিশ। কারণ ট্যাবের টাকা অ্যাকাউন্টে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই তুলে ফেলেছে উপভোক্তা। সেই টাকা ভাগবাঁটোয়ারাও হয়ে গিয়েছে। ভাড়ায় দেওয়া ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মালিকরা সেই টাকা চেটেপুটে খেয়ে ফেলেছে। ফলে চুরি যাওয়া টাকা উদ্ধার কার্যত অসম্ভব।

সাইবার দুর্নীতি মূলত দু'ভাবে হতে পারে। এক, ওয়েবসাইট বা পোর্টাল হ্যাক করে। দুই, পোর্টালের সমস্ত তথ্য জেনে চুপিসারে সেখানে ঢুকে। এখানে দ্বিতীয় পদ্ধতিতে দুর্নীতির সম্ভাবনাই বেশি। সন্দেহ জাগাচ্ছে, ট্যাব কাণ্ডে তিন শিক্ষক গ্রেপ্তার হওয়ায়। এদের মধ্যে একজন মালদার, একজন দিনহাটার ও আরেকজন চোপড়ার একটি স্কুলে কর্মরত। এরা অন্যতম মূলচক্রী বলে দাবি করছে পুলিশ।

শিলিগুড়ির একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক জানালেন, শিক্ষা দপ্তরের কয়েকটি স্তরে এই পোর্টালে ঢোকার অনুমতি থাকে। প্রতিটি স্কুলে একজন নির্দিষ্ট শিক্ষককে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়। দুর্নীতি যদি কোনও একটি বা দুটি স্কুলে হত, তাহলে ধরে নেওয়া যেত সেই দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকই 'নষ্টের গোড়া'। কিন্তু এক্ষেত্রে তা হয়নি। দুর্নীতি হয়েছে রাজ্যজুড়ে। ফলে পাসওয়ার্ড লিক স্কুল স্তরে হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। যদিও বা হয়ে থাকে, তাহলে তা 'ওপর মহলের' নির্দেশেই।

জেলা ও রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের গুটিকয়েক ব্যক্তি এবং ওয়েবসাইট রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা বিশেষদের কাছেই পোর্টালে ঢোকার আসল চাবিকাঠি রয়েছে। চক্রটিতে যে ক'জন এখনও পর্যন্ত ধরা পড়েছে, তাদের মধ্যে দু-তিনজন মিডলম্যান হিসেবে কাজ করেছে। বাকিরা একেবারে তৃণমূল স্তরে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ভাড়া নেওয়ার কাজে যুক্ত ছিল। সাধারণ মানুষকে টাকার লোভ দেখিয়ে ফাঁদে ফেলেছে তারা। নুন আনতে পান্তা ফুরোনো সংসারে সচ্ছলতা আসবে, এই আশায় পাতা ফাঁদে পা দিয়েছেন অনেকে।

কিন্তু পুরো দুর্নীতিচক্রটি সংগঠিত করার পেছনে বড় কোনও মাথা না থাকলে যে তা কার্যত অসম্ভব ছিল, তা বেশ বুঝতে পারছে পুলিশ। কিন্তু বুঝেও কোনও লাভ আছে কি! শিক্ষা দপ্তর যে দুর্নীতির আঁতুড়, সেকথা বাচ্চা-বুড়ো সকলেরই জানা। কয়েকশো কোটি টাকার নিয়োগ দুর্নীতিতে এখনও জেলবন্দি প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ও আমলারা। কিন্তু ওই দুর্নীতিতে জড়িত অনেকে এখনও হয়তো স্বপদে বহাল।

কবিয়াল গুরুদাস পালের লেখা একখানা গানের লাইন খুব মনে পড়ছে,

'থাকিলে ডোবাখানা, হবে কচুরিপানা,
বাঘে হরিণে খানা একসাথে খাবে না
স্বভাব তো কখনো যাবে না,
ও মরি, স্বভাব তো কখনো যাবে না।'

দুর্নীতি যাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে পড়েছে, তাদের সেখান থেকে বের করে আনা খুব কঠিন। চোর একবার চুরি শিখলে স্বভাব ছাড়তে পারে না। দুর্নীতিতেও তাই। কাঁচাপয়সার লোভ বড়ই অদ্ভুত। নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে হইচই হওয়ায় ওই কারবারে মোটামুটি তালা লেগে গিয়েছে কয়েক বছরের জন্য। সম্ভবত সেই কারণে দুর্নীতির অন্য উপায় খুঁজে বের করেছে কারবারিরা। ট্যাব দুর্নীতি তার মধ্যে একটি। আমি এতটুকু অবাক হব না, যদি এই কাণ্ডের মূল মাথা হিসেবে উঠে আসে কোনও উচ্চপদস্থ শিক্ষাকর্তার নাম।

রাজ্য সরকার যে এই দুর্নীতিকে যেনতেনপ্রকারে ধামাচাপা দিতে চাইছে, তা সেদিন মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে স্পষ্ট হয়েছিল। সামনে ছাব্বিশের বিধানসভা ভোট। এই মুহূর্তে সরকারের গায়ে আরও একটি দাগ লাগলে তা মানুষের মনে থেকে যাবে কিছুদিন। সেই কারণেই সম্ভবত দুর্নীতিকে আড়ালে রাখতে তড়িঘড়ি মুখ্যমন্ত্রী দানখয়রাতির পথ বেছে নিলেন। যেন উনি বলতে চাইছেন, 'যা গেছে যাক, তোরা বাবা খুশি থাক।'

মানুষ উপহার পেলে দাতার খারাপ ব্যবহারও ভুলে যায়। সুতরাং যে ছেলেছোকরার দল ট্যাবের টাকা না পেয়ে মন বেজার করেছিল, তারা এখন মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায় উৎফুল্ল। হয়তো তাদের মধ্যে কেউ কেউ টাকা পেয়ে দামি স্মার্টফোনও কিনে ফেলবে। 'দিলখুশ' তাদের অভিভাবকদেরও। তাই সরকারের টাকা হরির লুটের বাতাসা হলেও কারও কিচ্ছু যায় আসে না।

র‍্যাগিং নিয়ে ফের হইচই

প্রথম পাতার পর

করেছিল উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ। বুধবারই ওই সাসপেনশনে স্থগিতাদেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। এদিন ওই পাঁচ পড়ুয়া মেডিকেলে পরীক্ষাও দিয়েছে। এরইমধ্যে কলেজে অন্য কয়েকজন ফের হুমকি সংস্কৃতি ছড়াচ্ছে বলে অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে।

এদিকে ওই পাঁচ পড়ুয়ার সাসপেনশন যে তদন্তের মাধ্যমে হয়েছে, সেই বিষয়টি হাইকোর্টে তুলে ধরার জন্য মেডিকেল কর্তৃপক্ষকে চাপ দিচ্ছে জয়েন্ট অ্যাকশন ফোরাম। দাবির সমর্থনে এদিন ফোরামের তরফে মেডিকেলের অধ্যক্ষকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। শাহরিয়ারের কথায়, 'কলেজ কাউন্সিল ন্যাশনাল মেডিকেল কাউন্সিলের নির্দেশিকা মেনে পাঁচ পড়ুয়াকে শাস্তি দিয়েছে। মেডিকেল কর্তৃপক্ষ মেমো নম্বর পিসিএম/২০২৪-২০২৫/৩৮৫ তৈরি করে নির্দেশিকার মাধ্যমে তদন্ত কমিটি করেছে। কিন্তু রাজ্যের তরফে আদালতে বলা হচ্ছে কোনও তদন্ত কমিটি করা হয়নি। হাইকোর্টে যাতে কোনও ধরনের মিথ্যাচার করা না হয়, সেটা দেখতে হবে।'

তাঁর যুক্তি, 'সাধারণ যে পড়ুয়ারা অভিযোগ করেছিল, তারা ভয়ে রয়েছে। তাদের মনে এমনটা চলছে, যতই র‍্যাগিং হোক প্রতিবাদ করে কোনও লাভ নেই। তাই বাকিরাও এখন এগোনোর সাহস পাচ্ছে না।' বিষয়টি বিচারাধীন হওয়ায় এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি অধ্যক্ষ।

নিবিড় অনুশীলনে বিরাট-জুরেল

ব্যাটিং প্রস্তুতির ফাঁকে খোশমেজাজে ধ্রুব জুরেল।

পারথ, ২০ নভেম্বর : রোদ-বৃষ্টির খেলা চলছে।

আর তার মধ্যেই মঞ্চ তৈরি হচ্ছে আরও একটি খেলার। অপটাস স্টেডিয়ামে ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া টেস্ট ম্যাচ শুরু হতে বাকি আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা। দুই দলই নিজেদের শেষমুহূর্তের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। কিন্তু তারপরও সবার নজরে টিম ইন্ডিয়া। ভারত কি পারবে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সিরিজ জয়ের হ্যাটট্রিক করতে?

জবাব সময়ের গর্ভে। কিন্তু তার আগে অপটাস স্টেডিয়ামের বাইশ গজ টিম ইন্ডিয়ার জন্য বিশাল 'থ্রেট' হিসেবে হাজির। পিচে ঘাস তো রয়েইছে। সঙ্গে গত কয়েকদিনের বৃষ্টির ফলে আর্দ্রতাও থাকতে চলেছে। অপটাস স্টেডিয়ামের অভিজ্ঞ কিউরেটার আইজ্যাক ম্যাকডোনাল্ড পিচে 'অসমান' বাউন্সের পূর্বাভাস আজই করে দিয়েছেন। পাশাপাশি অপটাস স্টেডিয়ামের বাইশ গজে খেলার তৃতীয় বা চতুর্থ দিনে বল ঘুরতেও পারে, এমন সম্ভাবনার কথাও আজ সামনে এসেছে। ফলে মনে করা হচ্ছে, ভারতীয় ব্যাটারদের জন্য সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করে রয়েছে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির বোধনের মঞ্চেই।

কঠিন পরিস্থিতির চ্যালেঞ্জ নেওয়ার জন্য টিম ইন্ডিয়াও তৈরি হচ্ছে। গত কয়েকদিনের মতো বুধবারও অপটাস স্টেডিয়ামের নেটে দীর্ঘসময় ব্যাটিং চর্চা করতে দেখা গিয়েছে বিরাট কোহলিকে। তাঁর অনুশীলন দেখে অনেকের মনে হচ্ছে, রানে ফিরতে মরিয়া কোহলি ক্রমশ ছন্দে ফিরছেন। পারথ টেস্টে ভারতীয় মিডল অর্ডারে খেলার প্রবল সম্ভাবনা থাকা ধ্রুব জুরেলও অনুশীলন ম্যাচের পর ভারতীয় নেটে দারুণ ছন্দে রয়েছেন। ঋষভ পন্থ উইকেটকিপিং করবেন। আর জুরেল ব্যাটার হিসেবে পারথ টেস্টে খেলতে চলেছেন বলে খবর। জুরেল-কোহলির ছন্দ যদি টিম ইন্ডিয়ার জন্য সুখবর হয়ে থাকে, তাহলে অস্বস্তির নাম ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল। টিম ইন্ডিয়ার প্রতিভাবান ওপেনার আজ অনুশীলনের সময় সতীর্থ পেসারদের সামনে বারবার অস্বস্তিতে পড়েছেন। শর্ট বল খেলতে সমস্যা হচ্ছে তাঁর। কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গেও তাঁকে বারবার নিজের ব্যাটিং নিয়ে আলোচনা করতে দেখা গিয়েছে। এমন অবস্থার মধ্যে আজ জানা গিয়েছে, দলের রিজার্ভ তালিকায় থাকা বাঁ হাতি পেসার খলিল আহমেদকে চোটের কারণে দেশে ফেরানো হয়েছে। তাঁর বদলি হিসেবে যশ দয়ালকে টিম ইন্ডিয়ার রিজার্ভ তালিকায় যুক্ত করা হয়েছে।

শুক্রবার থেকে শুরু হতে চলা পারথ টেস্টের ভবিষ্যৎ শেষপর্যন্ত কোনপথে যাবে, সময় বলবে। তবে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে প্যাট কামিন্স, জোশ হ্যাজেলউড, মিচেল স্টার্কদের মোকাবিলা করার আগে আজ কিংবদন্তি অজি ওপেনার ম্যাথু হেডেন ভারতীয় ব্যাটারদের পরামর্শে এগিয়ে এসেছেন। সম্প্রচারকারী চ্যানেলের তরফে আয়োজিত এক ভার্চুয়াল সাংবাদিক সম্মেলনে হেডেন আজ টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটারদের ক্রিকেটের বেসিক ঠিক রেখে অপটাস স্টেডিয়ামে নামার পরামর্শ দিয়েছেন। আলাদাভাবে ব্যাটার ধরে তাঁদের পরামর্শ দিলেও হেডেনের মূল কথা হল, কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করার পাশে বিশ্বমানের বোলিং আক্রমণ সামলাতে হলে ক্রিকেটের বেসিকে কোনও ভুল করা যাবে না।

অধিনায়ক রোহিত শর্মার অনুপস্থিতিতে যশস্বীর সঙ্গে লোকেশ রাহুল ইনিংস ওপেন করতে চলেছেন। রাহুলের জন্য হেডেনের পরামর্শ হল, 'শুধু অস্ট্রেলিয়া বলে নয়, দুনিয়ার সব প্রান্তেই টেস্ট জিততে হলে বিপক্ষের কুড়ি উইকেট নেওয়ার পাশে ব্যাটারদেরও রান করতে হবে। আর রান করার ক্ষেত্রে টেস্টের প্রথম দুই দিন ব্যাটারদের জন্য নানা চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করে থাকে। তাই রাহুলের পাশে আমি ভারতের সব ব্যাটারকেই বলব, ব্যাটিংয়ের বেসিক ঠিক রেখে, নিজের অফস্টাম্পের অবস্থান ভালো করে বুঝে ব্যাট করতে।' রাহুলের মতোই কোহলিও রানের মধ্যে নেই। অথচ, অতীতে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে কোহলি সফল হয়েছেন। সেই প্রসঙ্গ টেনে এনে হেডেন বলেছেন, 'বিরাটের সমস্যাটা ঠিক কী, একমাত্র ওই তার জবাব দিতে পারবে। তবে আমার মনে হয়, সাফল্যের পাশে রানের খিদে কোহলিকে বাকিদের চেয়ে বরাবরই আলাদা করে রেখেছে। আমি জানি ও চ্যালেঞ্জ নিতে পছন্দ করে। আশা করি, আসন্ন সিরিজেও সেটাই করে দেখাবে ও।'

বুমরাহ-বন্দনায় স্মিথরা

পারথ, ২০ নভেম্বর : মাঝে মাত্র একদিন।

শুক্রবার পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে শুরু বহু প্রতীক্ষার বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির। পাঁচ ম্যাচের প্রথম ম্যাচে নামার প্রাক্কালে নিজেদের পথের মূল কাঁটা জসপ্রীত বুমরাহকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন একঝাঁক অজি ব্যাটার। হাইভোল্টেজ যুদ্ধের আগে স্টিভ স্মিথ, ট্রাভিস হেড, উসমান খোয়াজার মুখে বুমরাহর গোল্ডেন আর্মের কথা।

স্টিভেন স্মিথ

অদ্ভুত বোলিং অ্যাকশন। বাকিদের থেকে কিছুটা আলাদা। ওর বিরুদ্ধে বেশ কিছু ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে আমার। কিন্তু এখনও বুমরাহর মুখোমুখি হওয়ার সময় ওর বোলিংয়ের সঙ্গে মানিয়ে নিতে কয়েকটা বল লাগে।

ট্রাভিস হেড

প্রতিটি ফর্ম্যাটেই অসাধারণ। নিঃসন্দেহে এক্স ফ্যাক্টর। যখন মনে হবে, তুমি এক পা এগিয়ে, তখন ভুল ভাঙবে। বুমরাহর পরবর্তী পদক্ষেপ চমকে দেবে। বুঝিয়ে দেবে, ও-ই একধাপ এগিয়ে। আসন্ন গ্রীষ্মে নিঃসন্দেহে ভোগাবে আমাদের।

উসমান খোয়াজা

প্রথমবার যখন বুমরাহর মুখোমুখি হয়েছিলাম, বোলিং অ্যাকশন চমকে দিয়েছিল। ইউনিক অ্যাকশন এবং বল ছাড়া। প্রত্যাশার চেয়ে দ্রুতগতিতে আসে।

শুভমানকে নিয়ে আশায় ভারত!

নীতীশের দিকে নজর রাখার পরামর্শ মরকেলের

শুভমান গিলকে (বাঁয়ে) নিয়ে ম্যাচ শুরুর সকালে সিদ্ধান্ত নেবে ম্যানেজমেন্ট।

পারথ, ২০ নভেম্বর : অন্তর্দলীয় অনুশীলন ম্যাচে আঙুলে চোট পেয়েছিলেন তিনি। পরে জানা গিয়েছিল, শুভমান গিলের বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল ভেঙেছে। স্বাভাবিকভাবেই ভাঙা আঙুল নিয়ে তাঁর পক্ষে পারথ টেস্টে খেলা সম্ভব নয়। ধরেই নেওয়া হয়েছিল, শুভমানকে প্রথম টেস্টে পাবে না টিম ইন্ডিয়া। তাঁর পরিবর্ত হিসেবে দেবদত্ত পাড়িক্কালের খেলার সম্ভাবনা নিয়েও বিস্তর চর্চা চলছে।

তার মধ্যেই আজ পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনের পর সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে টিম ইন্ডিয়ার বোলিং কোচ মরনি মরকেল শুভমানকে নিয়ে অন্য কথা শুনিয়েছেন। মরকেলের কথায়, 'শুভমান প্রতিদিন উন্নতি করছে। ওকে নিয়ে টেস্ট ম্যাচ শুরুর সকালে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হবে। এখনও শুভমানকে নিয়ে আশা ছাড়িনি আমরা। তাছাড়া অনুশীলন ম্যাচেও ভালো ছন্দে ছিল ও।' শুভমানকে নিয়ে চমকপ্রদ তথ্য দিয়ে দুনিয়াকে চমকে দেওয়ার পাশে মহম্মদ সামিকে নিয়েও মুখ খুলেছেন টিম ইন্ডিয়ার বোলিং কোচ। সামির মতো পেসারকে দলের সম্পদ বলে আখ্যা দিয়ে তিনি বলেছেন, 'এক বছর ক্রিকেটের বাইরে ছিল ও। মাঠে ফিরেই রনজি ট্রফিতে দারুণ পারফর্ম করেছে। আমরা ওর দিকে নজর রাখছি। সামি যে কোনও দলেরই সম্পদ। সামি বিশ্বমানের বোলার। ওর ক্রিকেট মাঠে প্রত্যাবর্তন দারুণ খবর। ওকে কীভাবে জাতীয় দলে ফেরানো যায়, তা নিয়ে আমরাও ভাবছি।'

বড় অঘটন না হলে সামি দ্রুত স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে উড়ে যাবেন। কিন্তু তার আগে শুক্রবার থেকে শুরু হতে চলা পারথ টেস্টে টিম ইন্ডিয়ার কম্বিনেশন কেমন হবে? ভারতের প্রথম একাদশ নিয়ে সরাসরি কোনও মন্তব্য করেননি বোলিং কোচ মরকেল। কিন্তু চমকপ্রদভাবে তিনি অলরাউন্ডার নীতীশকুমার রেড্ডির নাম ভাসিয়ে দিয়েছেন। জানিয়েছেন, প্রতিভাবান অলরাউন্ডার নীতীশের দিকে নজর রাখুক ক্রিকেট সমাজ। মরকেলের কথায় স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে, অপটাস স্টেডিয়ামে নীতীশের টেস্ট অভিষেক হওয়া এখন সময়ের অপেক্ষা। টিম ইন্ডিয়ার বোলিং কোচের কথায়, 'নীতীশ দুর্দান্ত প্রতিভা। বল হাতে লম্বা স্পেল করার ক্ষমতা যেমন রয়েছে ওর, তেমনই ব্যাট হাতেও দলকে ভরসা দিতে জানে ও। এমন একজন অলরাউন্ডার দলের ভারসাম্যের জন্য সবসময় প্রয়োজন হয়। যদিও নীতীশকে কীভাবে ব্যবহার করা হবে, জসপ্রীত বুমরাহকেই সেই সিদ্ধান্তটা নিতে হবে।' টিম ইন্ডিয়ার সম্ভাব্য বোলিং আক্রমণ নিয়ে অবশ্য স্পষ্ট কোনও দিশা দেননি তিনি। বুমরাহ ও মহম্মদ সিরাজের খেলা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। তিন নম্বর জোরে বোলারের দৌড়ে আকাশ দীপ, প্রসিধ কৃষ্ণা, হর্ষিত রানারা রয়েছেন। সবার দিকেই ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের নজর রয়েছে বলে জানিয়েছেন বোলিং কোচ মরকেল।

র‍্যাংকিংয়ের শীর্ষে হার্দিক

দুবাই ও নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর : দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজে ভালো পারফরমেন্সের পুরস্কার পেলেন হার্দিক পান্ডিয়া। ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি-র তরফে আজ নয়া যে র‍্যাংকিংয়ের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, সেখানে শীর্ষস্থান দখল করেছেন হার্দিক। দুই ধাপ এগিয়ে ইংল্যান্ডের লিয়াম লিভিংস্টোনকে সরিয়ে আন্তর্জাতিক টি২০ ক্রিকেটের অলরাউন্ডারদের র‍্যাংকিংয়ের শীর্ষস্থান দখল করেছেন তিনি। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার হার্দিক কুড়ির ক্রিকেটে অলরাউন্ডারদের র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষস্থান দখল করলেন তিনি। দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে টিম ইন্ডিয়ার ৩-১ ব্যবধানে জেতা সিরিজে হার্দিক ছাড়াও ভালো পারফর্ম করেছিলেন তিলক ভার্মা ও সঞ্জু স্যামসনরা। তাঁদেরও র‍্যাংকিংয়ে উন্নতি ঘটেছে।

খেলবেন মুস্তাক আলি ট্রফিতে

অলরাউন্ডারদের র‍্যাংকিংয়ে যেদিন ফের শীর্ষস্থান ফিরে পেলেন হার্দিক, সেদিনই ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার চমকপ্রদ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন তিনি। জানা গিয়েছে, আগামী শনিবার থেকে শুরু হতে চলা সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-তে বরোদার হয়ে খেলবেন হার্দিক। দলের অধিনায়ক তাঁর দাদা ক্রুণাল পান্ডিয়া। ক্রুণালের নেতৃত্বে ছয় বছর পর হার্দিককে মুস্তাক আলি ট্রফিতে খেলতে দেখা নিশ্চিতভাবেই বড় চমক। যদিও মনে করা হচ্ছে, ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড ও জাতীয় নির্বাচকদের চাপেই ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন হার্দিক।

পাশে দাঁড়ালেন ক্লার্ক-হাসিরা

গম্ভীর-পন্টিং বিতর্কে অজিদের 'গৃহযুদ্ধ'

নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর : গ্রেগ চ্যাপেলের চেয়েও সংক্ষিপ্ত হবে গৌতম গম্ভীরের মেয়াদ।

নিউজিল্যান্ডের কাছে ঘরের মাঠে হোয়াইটওয়াশ। কঠিন অস্ট্রেলিয়া সফরে সাফল্য না এলে প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হবে হেডকোচ গম্ভীরকে নিয়ে। নাসের হুসেন, সাইমন ডুলরা এক পা এগিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, এটাই সম্ভবত শেষ সিরিজ হতে চলেছে কোচ গম্ভীরের।

মাইক আথারটনের সঙ্গে গম্ভীর-রিকি পন্টিংয়ের চলতি বিতর্ক নিয়ে কথা প্রসঙ্গে ভারতীয় হেডকোচকে আক্রমণ করেন নাসের-ডুলরা। প্রাক্তন কিউয়ি পেসার ডুলের দাবি, বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে ভরাডুবি হবে ভারতের। কোপ পড়বে গম্ভীরের ওপর। গম্ভীর অত্যন্ত রূঢ় চরিত্রের, বন্ধুবৎসল নয় বলেও তোপ দাগেন।

নাসেরের মতে, রাহুল দ্রাবিড়ের একদম উলটো চরিত্র। দ্রাবিড় বাইরে যতটা নরম, ভিতরে ততটাই শক্ত। গম্ভীর প্রকাশ্যেই আক্রমণাত্মক। সাজঘরে চুপচাপ! প্রাক্তন ইংরেজ কোচের মতে, অযথা বিতর্কে পন্টিংকে জড়ানো হচ্ছে। পন্টিং শুধু বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির পর্যালোচনায় বিরাট কোহলির চলতি ফর্ম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। যা নিয়ে অহেতুক পন্টিংকে আক্রমণ করেন গম্ভীর (নিজেদের চরকায় তেল দেওয়ার পরামর্শ দেন)।

ভারতীয় দলের হেডকোচকে সমালোচনায় ভরিয়ে দিলেও পন্টিং-গম্ভীর বিতর্কে রীতিমতো গৃহযুদ্ধ অজি শিবিরে। পন্টিং নয়, প্রাক্তন দুই অজি মাইকেল হাসি, মাইকেল ক্লার্ক পাশে দাঁড়ালেন গম্ভীরের। প্রাক্তন অজি অধিনায়ক ক্লার্ক বলেছেন, 'গৌতমকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। লড়াকু ক্রিকেটার। ওর বিরুদ্ধে খেলা সবসময় উপভোগ করেছি। সাজঘরে এরকমই চরিত্র দরকার। রাহুল দ্রাবিড় ভালো কোচ। বিশ্বকাপ জিতেছে। সেই জুতোয় পা গলিয়েছে গৌতম। সবাইকে বলব, ওকে সময় দিন। যেই দায়িত্বে আসুক না কেন, দলের সঙ্গে মানিয়ে নিতে কিছুটা সময় দরকার হয়।'

> গৌতমকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। লড়াকু ক্রিকেটার। ওর বিরুদ্ধে খেলা সবসময় উপভোগ করেছি। সাজঘরে এরকমই চরিত্র দরকার। রাহুল দ্রাবিড় ভালো কোচ। বিশ্বকাপ জিতেছে। সেই জুতোয় পা গলিয়েছে গৌতম। সবাইকে বলব, ওকে সময় দিন।
>
> **মাইকেল ক্লার্ক**

ক্লার্কের যুক্তি, সাফল্য, ব্যর্থতা খেলার অঙ্গ। ধৈর্য হারালে চলবে না। গম্ভীরের দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা অনুচিত। দলের প্রতি দায়বদ্ধতার জন্য খেলোয়াড়ি জীবনে প্রশংসা কুড়িয়েছেন। কোচ হিসেবেও ব্যতিক্রম হবে না। ক্লার্কের অনুরোধ, 'সবাইকে বলব, অযথা সমালোচনার বদলে একটু ধৈর্য দেখান। কিছুটা সময় দিন গম্ভীরকে। পরের এক বছর না হয় কোচ হিসেবে ওকে বিচার করবেন।'

গম্ভীরকে লড়াকু আখ্যা দিয়ে হাসি বলেছেন, 'খেলোয়াড় হিসেবে অত্যন্ত লড়াকু ছিল। কোচ হিসেবেও যার প্রতিফলন ঘটবে। জয়ের জন্য সবসময় ঝাঁপাবে। আইপিএলের সুবাদে বিভিন্ন দলের দায়িত্বে ওকে দেখেছি। ও জিততে, লড়তে ভালোবাসে। ভারতীয় দলের দায়িত্বেও তার ব্যতিক্রম হবে না বলে আমার বিশ্বাস। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে এরকম মানসিকতা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ।'

বাংলা শিবিরে যোগ দিলেন সামি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ নভেম্বর : কলকাতা থেকে নয়াদিল্লি। সেখান থেকে রাজকোট। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-তে খেলতে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে সন্ধ্যার দিকে রাজকোট পৌঁছাল টিম বাংলা।

সুদীপ ঘরামিরা রাজকোটের টিম হোটেলে প্রবেশ করার কিছু সময় পরই সেখানে হাজির হলেন মহম্মদ সামি। মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে ইন্দোরের হোলকার স্টেডিয়ামে রনজি ট্রফির ম্যাচে বাংলা দলকে জিতিয়ে বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে চলে গিয়েছিলেন সামি। সেখানে ফিজিও নীতিন প্যাটেলের নজরদারিতে ফের কয়েকদিন অনুশীলনের পর আজ সন্ধ্যায় তিনি ঢুকে পড়লেন বাংলা শিবিরে। শনিবার পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে

সৈয়দ মুস্তাক আলি

মুস্তাক আলি টি২০ প্রতিযোগিতার অভিযান শুরু করছে বাংলা দল। তার আগে সামিকে পাওয়ায় নিশ্চিতভাবেই দলের শক্তি বাড়ল। সন্ধ্যার দিকে রাজকোট থেকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'সামির মতো ক্রিকেটার যে কোনও দলেরই সম্পদ। ওকে পাওয়ায় নিশ্চিতভাবেই আমাদের শক্তি বাড়ল। মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচে এক বছর পর মাঠে ফিরে সামি প্রমাণ করেছে ও কেমন ছন্দে রয়েছে। আশা করব, মুস্তাক আলিতেও একই ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে ও।' আগামীকাল সকালে রাজকোটের এসসিএ ক্রিকেট মাঠে বাংলা দলের অনুশীলন রয়েছে। সেখানে সামিরও হাজির থাকার কথা।

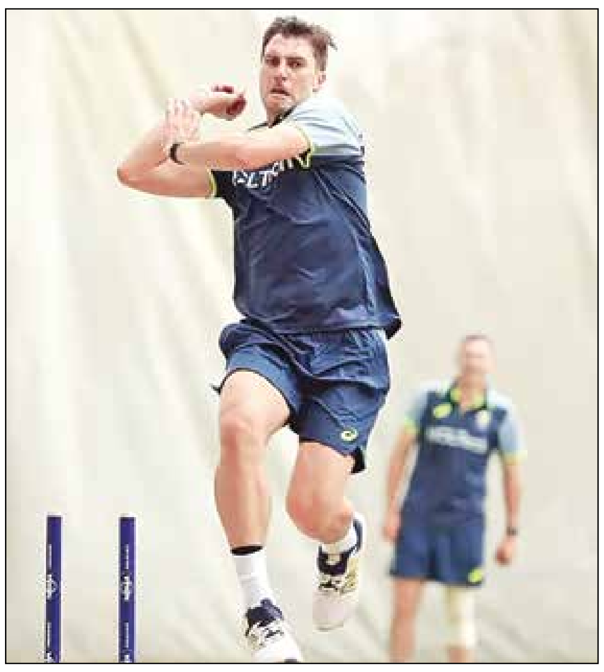

ভারতকে চ্যালেঞ্জ জানাতে তৈরি হচ্ছেন প্যাট কামিন্স। বুধবার পারথে।

অশ্বীন-জাদেজার সঙ্গে দ্বৈরথের অপেক্ষায় মার্শ

নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর : একাধিক স্পিনার নাকি এক স্পিনার?

ভারতীয় দলের পারথ টেস্টের বোলিং স্ট্র্যাটেজি এখনও পরিষ্কার নয়। সবুজ রঙা বাউন্সি উইকেটে বাড়তি পেসার খেলানোর ভাবনা উসকে দিচ্ছে। স্পিন ব্রিগেড নিয়ে ভারতীয় থিংকট্যাংকের এহেন ডামাডোলের মাঝে মিচেল মার্শ অবশ্য জানিয়ে দিচ্ছেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন, রবীন্দ্র জাদেজা, ভারতের তারকা স্পিনারদ্বয়ের মুখোমুখি হওয়ার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ২২টি টেস্টে অশ্বীন ১১৪ উইকেট নিয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ায় খেলা ১০টি টেস্টে ৩৯ শিকার। ১৭ ম্যাচে জাদেজার ঝোলায় সেখানে ৮৯ উইকেট। শক্তিশালী, বিপজ্জনক যে স্পিনজুটিকে সমীহ করার পাশাপাশি সামলানোর দায়িত্বও নিতে চান মার্শ। অস্ট্রেলিয়ার পেস-অলরাউন্ডার বলেছেন, 'ওরা বিশ্বমানের বোলার। চ্যালেঞ্জ নেওয়ার জন্য মুখিয়ে আছি। স্পিন কতটা কার্যকর হবে অস্ট্রেলিয়ায়, সেটাই দেখার। আমরাও তাকিয়ে রয়েছি সেদিকেই। খুব ভালো পেস ব্রিগেড ভারতের। তবে অশ্বীন-জাদেজা বিশ্বমানের। ওদের দক্ষতাকে সম্মান করি আমি।'

পূজারাকে নিয়ে অন্য 'যুদ্ধ' জোশের

মার্শের সতীর্থ জোশ হ্যাজেলউড বদ্ধপরিকর ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ জয়ের ১০ বছরের খরা কাটাতে। সাংবাদিক সম্মেলনে আত্মবিশ্বাসী হ্যাজেলউড বলেছেন, 'আমাদের দলে অনেকেই রয়েছে, যারা ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ জয়ের স্বাদ পায়নি। সম্প্রতি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে ভারতকে হারিয়েছি আমরা। তবে ভারতের বিরুদ্ধে শেষ টেস্ট সিরিজ জয় ২০১৪ সালে। যে দলের ২-৩ জনই রয়েছে এবার। লম্বা প্রতীক্ষার অবসানে প্রত্যেকেই বদ্ধপরিকর সাফল্য পেতে। প্রয়োজন দলগতভাবে পারফরমেন্সের।'

লক্ষ্যপূরণে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ বহাল। চেতেশ্বর পূজারার অনুপস্থিতি নিয়ে প্যাট কামিন্সের রাস্তায় হাঁটলেন হ্যাজেলউডও। রাখঢাক না করেই বলে দিচ্ছেন, পূজারার না থাকা অস্ট্রেলিয়া শিবিরের জন্য অ্যাডভান্টেজ। বলেছেন, 'আমি খুশি পূজারা এখানে নেই। ও এমন একজন, যে লম্বা সময় ধরে ব্যাট করতে পারে। ক্রিজে পড়ে থাকে। উইকেট উপহার দেয় না। বোলারদের আদায় করে নিতে হয় পূজারার উইকেট। গত অস্ট্রেলিয়া সফরগুলিতে যার ঝলক ছিল ওর ব্যাটে।' অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে আটটি টেস্টে ২২০০-র বেশি বল খেলে ৭৯২ রান করেন পূজারা।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি বিতর্ক

সম্প্রচার সংস্থার হুমকির মুখে আইসিসি

দুবাই, ২০ নভেম্বর : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি বিতর্কের শেষ কোথায়?

কবেই বা জট কাটবে? নাকি সমস্যা আরও গভীরে? একঝাঁক প্রশ্নের মধ্যেই এবার বিতর্কের আগুনে ঘি ঢালল টুর্নামেন্টের সম্প্রচার সংস্থা। যাদের হুমকির মুখে এবার বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি। সম্প্রচার সংস্থার তরফে আইসিসি-কে পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ ছাড়া টুর্নামেন্টকে তারা মেনে নেবে না।

মৌখিক বার্তা দেওয়াই শুধু নয়, হুমকির সুরে জানিয়ে দিয়েছে, পরিস্থিতি সেরকম হলে আইসিসি-র বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার রাস্তাও খোলা রাখছে তারা। সম্প্রচার সংস্থার হুমকির প্রেক্ষিতে টুর্নামেন্ট ঘিরেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। টুর্নামেন্ট বাতিলেরও আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড জানিয়ে দিয়েছে, পাকিস্তানে দল পাঠাবে না। ভারতের যে অবস্থানের প্রেক্ষিতে হাইব্রিড মডেলে প্রস্তাব দেয় আইসিসি। কিন্তু পিসিবি-কে এখনও রাজি করাতে পারেনি। অথচ, ভারতকে ছাড়া টুর্নামেন্ট যেমন সম্ভব নয়। তেমনই গুরুত্বপূর্ণ ভারত-পাক ম্যাচ। পাকিস্তান হাইব্রিড মডেল না মানলে, পুরো টুর্নামেন্ট সরানোর ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছে।

পাক বোর্ড হুমকি দিয়েছে, হাইব্রিড মডেল হলে টুর্নামেন্ট থেকে সরে দাঁড়াবে তারা। অর্থাৎ, ভারত-পাক ম্যাচ থেকে বঞ্চিত হবে ক্রিকেটপ্রেমীরা। অথচ, সম্প্রচার সংস্থার বিশাল অর্থ বিনিয়োগের অন্যতম কারণ দুই প্রতিবেশীর বাইশ গজের টক্কর। সম্ভাবনা দেখেই আইসিসিকে হুমকি দিয়ে রাখল সম্প্রচার সংস্থা। দাবি ভারত-পাক ম্যাচ না হলে টুর্নামেন্টও নয়।

এদিকে, শোয়েব আখতার আবার মনে করিয়ে দিয়েছেন, ভারতকে ছাড়া টুর্নামেন্ট করতে গেলে যে আর্থিক ক্ষতি হবে, তা সামলাতে পারবে না আইসিসি, পাকিস্তান বোর্ড। পাক-চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শোয়েব জানান, এখন যা পরিস্থিতি ভারত যদি না আসে, কিংবা নিরপেক্ষ কেন্দ্রে না খেলে, তাহলে ৮৪৪ কোটি টাকা ক্ষতির আশঙ্কা। আয়োজক হিসেবে প্রাপ্যেও ধাক্কা লাগবে পাকিস্তান বোর্ডের। এহেন পরিস্থিতিতে এখন একটাই প্রার্থনা, ভারত আসবে এবং পাকিস্তানে খেলবে।

ঋষভের ৮৯-এ এখনও মজে দ্রাবিড়

নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর : ২০০৩, অ্যাডিলেড টেস্ট।

রাহুল দ্রাবিড়ের টেস্ট বলে পরিচিত। রিকি পন্টিংয়ের দ্বিশতরান, প্রথম ইনিংসে পাঁচশো প্লাস স্কোরের পরও ভারতের কাছে হেরেছিল অস্ট্রেলিয়া। ২৩৩ ও অপরাজিত ৭২, দ্রাবিড়-প্রাচীরে ধাক্কা খেয়েছিল ক্যাঙারু ব্রিগেড। সেই দ্রাবিড় স্বয়ং মোহিত ব্রিসবেনে (২০২০-'২১) অজি-বধে ঋষভ পন্থের ম্যাচ জেতানো অপরাজিত ৮৯ রানের ইনিংসে।

ঋষভকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে দ্রাবিড় বলেছেন, 'এককথায় অসাধারণ পারফরমেন্স। ব্রিসবেনে রান তাড়া করতে নেমে ওর ৮৯, সত্যিই দুর্দান্ত। মূল দলের এক ঝাঁক খেলোয়াড় নেই। সেই অনেক নেইয়ের ধাক্কায় ভাঙা একটা দলকে ফিনিশিং লাইন পার করিয়ে দিয়েছিল। প্রবল চাপের মধ্যে এই ধরনের ইনিংস, চোখধাঁধানো পারফরমেন্স।'

রবি শাস্ত্রীর প্রশিক্ষণাধীন ভারতীয় দল সেবার অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে প্রথম টেস্ট সিরিজ জয়ের নজির গড়েছিল। তাও প্রায় ভাঙা দল, এক ঝাঁক অনভিজ্ঞ ক্রিকেটারকে

'স্পেশাল ক্রিকেটার ও'

নিয়ে। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই হেডকোচের হটসিটে স্বয়ং রাহুল দ্রাবিড়। পরের অস্ট্রেলিয়া সফরে ফের ঐতিহাসিক নজিরের পুনরাবৃত্তি। দুই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন ভারতের ঋষভ। দুই সিরিজ মিলিয়ে ৬৮০ রান করেন ৬১.৮১ গড়ে।

মহেন্দ্র সিং ধোনি পরবর্তী

অনুশীলনের মাঝে ঋষভ পন্থ। পারথে বুধবার।

সময়ে ঋষভের উপস্থিতি ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য আশীর্বাদ বলে মনে করেন দ্রাবিড়। বলেছেন, 'স্পেশাল ক্রিকেটার। জলে হাঁস যেভাবে অনায়াস দক্ষতায় বিচরণ করে, টেস্ট ক্রিকেটে ঋষভের কাছে অনেকটা সেরকম। এককথায় দুর্দান্ত। ধোনির অবসরের পর শূন্যস্থান পূরণ সহজ ছিল না। সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। অনেকেই মনে করেছিল লম্বা সময় লাগবে। আমি বলছি না ধোনির শূন্যতা পূরণ করেছে ও। তবে টেস্ট ফর্ম্যাটে ঋষভের পারফরমেন্স সত্যিই চোখে পড়ার মতো।'

মহেন্দ্র সিং ধোনি ২০১৪ সালের অস্ট্রেলিয়া সফরের মাঝপথে হঠাৎ করে অবসর নিয়েছিলেন। চার বছর পর টেস্ট অভিষেক ঋষভের। মাঝের চার বছরের বেশিরভাগ সময় উইকেটকিপিংয়ের দায়িত্ব সামলেছিলেন ঋদ্ধিমান সাহা। ঋদ্ধিকে সরিয়ে শেষপর্যন্ত পাকাপাকিভাবে জায়গা দখল ঋষভের।

লওটারো মার্টিনেজকে গোলের জন্য অভিনন্দন লিওনেল মেসির।

আগামী বছর ভারতে মেসি

বুয়েনস আয়ার্স, ২০ নভেম্বর : আগামী বছর প্রদর্শনী ম্যাচ খেলতে ভারতে আসছে আর্জেন্টিনা। দলে থাকবেন মহাতারকা লিওনেল মেসিও। ম্যাচটি কেরলে হবে বলে জানা গিয়েছে। কেরলের ক্রীড়ামন্ত্রী ভি আবদুরাহিমান জানিয়েছেন, এই ম্যাচের জন্য যাবতীয় খরচ রাজ্যের ব্যবসায়ীরা বহন করবেন। তবে ম্যাচটি কবে এবং কোথায় হবে তা এখনও ঠিক হয়নি। এই ম্যাচে আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ হিসেবে কোন দল থাকবে, তাও জানা যায়নি। এর আগে ২০১১ সালে প্রথমবার ভারতে এসেছিলেন লিওনেল মেসি। সেবার 'ভারতীয় ফুটবলের মক্কা' কলকাতায় ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে প্রদর্শনী ম্যাচে আর্জেন্টিনা দলের অধিনায়ক হিসেবে দেখা গিয়েছিল তাঁকে।

জয় পেল আর্জেন্টিনা, ড্র ব্রাজিলের

এদিকে, বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের খেলায় আর্জেন্টিনা ১-০ গোলে হারাল পেরুকে। ৫৫ মিনিটে গোল করেন লওটারো মার্টিনেজ। আগের ম্যাচে প্যারাগুয়ের কাছে হেরে যাওয়ায় এই ম্যাচে জিততে মরিয়া ছিলেন মেসিরা। বুধবার ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণের ঝড় তোলেন মেসিরা। তবে সহজ সুযোগ হাতছাড়া হওয়ায় প্রথমার্ধে গোল পায়নি লিওনেল স্কালোনির ছেলেরা। ৫৫ মিনিটে মেসির ক্রস থেকে হাফভলিতে গোল করেন লওটারো। এটি তাঁর কেরিয়ারের ৩২তম আন্তর্জাতিক গোল। এই গোলের সুবাদে কিংবদন্তি দিয়েগো মারাদোনাকে ছুঁলেন তিনি।

পাশাপাশি বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের অপর ম্যাচে পিছিয়ে থেকে উরুগুয়ের বিরুদ্ধে ড্র করেছে ব্রাজিল। ম্যাচের ৫৫ মিনিটে রিয়াল তারকা ফেডেরিকো ভালভের্দের গোলে এগিয়ে যায় উরুগুয়ে। ৭ মিনিট পরে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের সমতায় ফেরান গ্রেসন। আপাতত ১২ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে লাতিন আমেরিকান গ্রুপে পঞ্চম স্থানে রয়েছে ব্রাজিল। সমসংখ্যক ম্যাচে ২০ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে উরুগুয়ে। ১২ ম্যাচে ২৫ পয়েন্টে লাতিন আমেরিকার বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের গ্রুপে শীর্ষস্থানে রয়েছেন মেসিরা।

দ্বিতীয় রাউন্ডে সিন্ধু, লক্ষ্য

বেজিং, ২০ নভেম্বর : চায়না মাস্টার্সের দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠলেন ভারতের তারকা শাটলার পিভি সিন্ধু। তিনি প্রথম রাউন্ডে ২১-১৭, ২১-১৯ পয়েন্টে হারালেন থাইল্যান্ডের শাটলার বুসানন ওংবামরুংপানকে। ৫০ মিনিটের লড়াইয়ে ম্যাচ নিজের দখলে নিয়ে নেন সিন্ধু। দ্বিতীয় রাউন্ডে তিনি মুখোমুখি হবেন সিঙ্গাপুরের ইয়ো জিয়া মিনের। জয় পেয়েছেন মালবিকা বাসনোদও। তিনি প্রথম রাউন্ডে ২০-২২, ২৩-২১, ২১-১৬ পয়েন্টে হারিয়েছেন লাইন কেজার্সফেল্ডকে। পুরুষদের সিঙ্গলসে প্রথম রাউন্ডে জিতেছেন লক্ষ্য সেন। তিনি ২১-১৪, ১৩-২১, ২১-১৩ পয়েন্টে হারিয়েছেন মালয়েশিয়ার লি জি জিয়াকে। পরের রাউন্ডে তিনি খেলবেন ডেনমার্কের রাসমুস জেমকের বিরুদ্ধে।

মানসিক শান্তি নিয়ে ফিরছি : রাফা

মালাগা, ২০ নভেম্বর : তিনি বৃদ্ধ হলেন। ফিটনেসে থাবা বসিয়েছে বয়স। মন চাইলেও শরীর আর সঙ্গ দিল না। পেশাদার ক্রীড়াবিদদের এটাই যে ভবিতব্য।

ভারতীয় সময় মঙ্গলবার রাতে রাফায়েল নাদাল যখন মালাগার পালাসিয়ো দে ডিপোর্টেস এরিনার কোর্টে নামলেন, তখনও জানা ছিল না এটাই শেষবার। ডেভিস কাপই যে তাঁর পেশাদার কেরিয়ারে শেষ প্রতিযোগিতা তা আগেই জানিয়েছিলেন। কিন্তু সেই শেষটা এভাবে না হলেও পারত। কী অদ্ভুত সমাপতন। ডেভিস কাপে কেরিয়ারের প্রথম ম্যাচটা হেরেছিলেন। শেষ ম্যাচের একই পরিণতি। কোয়ার্টার ফাইনালে প্রথম সিঙ্গলসে নেদারল্যান্ডসের বোটিক ভ্যান ডি জ্যান্ডস্কালপের কাছে নাদাল হারলেন স্ট্রেট সেটে। বোঝা গেল বয়স আর চোট থাবা বসিয়েছে স্প্যানিশ কিংবদন্তির খেলায়।

এদিন ম্যাচের শুরু থেকেই আবেগপ্রবণ ছিলেন রাফা। স্পেনের জাতীয় সংগীতের সঙ্গে গলা মেলাতে গিয়ে বেশ কয়েকবার চিকচিক করে উঠল চোখ। কোনওমতে সামলান নিজেকে। কিন্তু শেষে আর চোখের জল ধরে রাখতে পারলেন না। এদিন উপচে পড়েছিল পালাসিয়ো দে ডিপোর্টেস এরিনার গ্যালারি। এতটাই আবেগের সঞ্চার হয়েছিল যে স্পেন ডেভিস কাপ থেকে বিদায় নিয়েছে, হেরে গিয়েছেন নাদাল, তা মাথাতেই ছিল না দর্শকদের। 'রাফা, রাফা' গর্জনে মুখরিত গোটা স্টেডিয়াম। আরেকদিকে চোখে জল নিয়েই গ্যালারির দিকে হাত নেড়ে কোর্ট ছেড়ে বেরিয়ে যান লাল সুরকির সম্রাট।

ম্যাচের পর কথা বলতে গিয়েও ভারী হয়ে আসে স্প্যানিয়ার্ডের গলা। বেশ কয়েকবার থেমে গেলেন। আবেগভরা গলায় কৃতজ্ঞতা স্বীকার করলেন অনুরাগীদের প্রতি। বললেন, 'খেলার ইচ্ছা থাকলেও আর শরীর দিচ্ছে না। এত ভালোবাসা পেয়েছি যে বুঝতে পারছি না কোথা থেকে শুরু করব। বরাবর আপনারা সাহস জুগিয়েছেন। কঠিন সময়ে পাশে থেকেছেন। পেশাদার টেনিস খেলোয়াড় হিসেবে শেষবার জাতীয় সংগীত শোনা আমার কাছে বিশেষ মুহূর্ত। টেনিস থেকে মানসিক শান্তি নিয়ে ফিরছি।'

প্রায় বারো মিনিটের বক্তব্যে বারবার ঘুরেফিরে থাবা বসাল আবেগ। বলেছেন, 'ট্রফি, পরিসংখ্যান সবই আছে। কিন্তু আমি একজন ভালো মানুষ হিসেবে পরিচিতি পেতে চেয়েছি। ছোট থেকে যে স্বপ্ন দেখে এসেছি তার থেকে অনেক বেশি অর্জন করেছি।' তবে আক্ষেপ থেকে গেল। শেষবেলায় সেরাটা দিতে পারলেন না যে।

একনজরে নাদাল

গ্র্যান্ড স্ল্যাম ২২
অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ২
ফরাসি ওপেন ১৪
উইম্বলডন ২
ইউএস ওপেন ৪

গ্র্যান্ড স্ল্যামে নাদালের স্মরণীয় ম্যাচ

২০০৫ ফরাসি ওপেন
ফাইনালে ৬-৭ (৭/৬), ৬-৩, ৬-১, ৭-৫ গেমে আর্জেন্টিনার মারিয়ানো পুয়ের্তাকে হারান নাদাল। তিনি সেমিফাইনালে রজার ফেডেরারের বিরুদ্ধে জিতে ফাইনালে উঠেছিলেন।

২০০৮ উইম্বলডন
ফাইনালে ৬-৪, ৬-৪, ৬-৭ (৭/৫), ৬-৭ (১০/৮), ৯-৭ গেমে ফেডেরারকে হারিয়ে প্রথমবার উইম্বলডন জেতেন নাদাল। ৪ ঘণ্টা ৪৮ মিনিটের এই মহাকাব্যিক লড়াইকে টেনিসের অন্যতম সেরা ম্যাচ বলা হয়।

২০০৯ অস্ট্রেলিয়ান ওপেন
ফাইনালে ফেডেরারের বিরুদ্ধে নাদালের জয় ৭-৫, ৩-৬, ৭-৬ (৭/৩), ৩-৬, ৬-২ গেমে। সাড়ে চার ঘণ্টার লড়াইয়ে প্রথমবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জেতেন নাদাল।

২০১২ অস্ট্রেলিয়ান ওপেন
নোভাক জকোভিচের বিরুদ্ধে নাদালের হার। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালে চারটি হারের অন্যতম।

২০১৩ ইউএস ওপেন
চোট সারিয়ে সাত মাস পর ফিরে দ্বিতীয় ইউএস ওপেন জয়। ফাইনালে জকোভিচকে হারান ৬-২, ৩-৬, ৬-৪, ৬-১ গেমে। ম্যাচে একটি র‍্যালি ৫৪ শটের ছিল।

২০২২ অস্ট্রেলিয়ান ওপেন
পিছিয়ে পড়েও ফাইনালে ড্যানিল মেদভেদেভকে হারিয়ে ২১তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয় নাদালের। ওপেন এরায় অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে নাদাল প্রথম প্লেয়ার যিনি প্রথম দুই সেট হেরেও চ্যাম্পিয়ন হন।

পরিসংখ্যানে নাদাল

২৯-২ ডেভিস কাপে রাফায়েল নাদালের জয়-পরাজয়ের হিসেব। দুটি হারের মধ্যে প্রথমটি এসেছিল ২০০৪ সালে চেক প্রজাতন্ত্রের জিরি নোভাকের বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় এল মঙ্গলবার রাতে নেদারল্যান্ডসের বোটিক বোটিক ভ্যান জ্যান্ডস্কালপসের বিরুদ্ধে।

৩২ ডেভিস কাপে সিঙ্গলস ও ডাবলস মিলিয়ে টানা ৩২ ম্যাচ (সেপ্টেম্বর, ২০০৬ থেকে নভেম্বর ২০১৯) জেতেন নাদাল। যা প্রতিযোগিতার ইতিহাসে সর্বাধিক।

৯১২ এটিপি র‍্যাংকিংয়ের সেরা দশে নাদাল প্রথমবার ঢুকেছিলেন ২০০৫ সালের ২৫ এপ্রিল। তারপর থেকে ২০২৩ সালের ১৯ মার্চ পর্যন্ত টানা ৯১২ সপ্তাহ প্রথম ছিলেন নাদাল।

২২ গ্র্যান্ড স্ল্যাম, ১৪ ফরাসি ওপেন পুরুষদের টেনিসে দ্বিতীয় সর্বাধিক গ্র্যান্ড স্ল্যাম (২২টি) জেতার রেকর্ড রয়েছে নাদালের। যার মধ্যে ফরাসি ওপেনের সংখ্যা ১৪। যা সর্বাধিক।

১০০৮-২২৮ এটিপি ট্যুরে সিঙ্গলসে নাদালের জয়-পরাজয়ের সংখ্যা। জয়ের নিরিখে যা ওপেন এরায় চতুর্থ সর্বাধিক।

২৩ র‍্যাংকিংয়ের পয়লা নম্বরে থাকা প্লেয়ারের বিরুদ্ধে ২৩টি জয় রয়েছে নাদালের। এই রেকর্ড দ্বিতীয় কারও নেই।

৩৮ বছরের রাফায়েল নাদাল বর্ণাঢ্য টেনিস কেরিয়ারে দাঁড়ি টানলেন। লাল সুরকির সম্রাটকে আবেগে ভালোবাসায় বিদায় জানাল ক্রীড়াবিশ্ব।

রজার ফেডেরার
দুর্দান্ত কেরিয়ারের জন্য শুভেচ্ছা। তোমাকে সঙ্গী করে এবং তোমার বিরুদ্ধে খেলতে পারা আমার কাছে বড় পাওনা। অনেক সুন্দর স্মৃতি রয়েছে আমাদের। তারমধ্যে ২০০৮ সালের উইম্বলডন ফাইনাল একটা।

নোভাক জোকোভিচ
তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী বলা হয় আমাকে। এটা আমার জন্য সম্মানের। টেনিস কোর্ট তথা ক্রীড়া বিশ্ব তোমাকে মিস করবে। তোমার সঙ্গে অনেক সেলিব্রেশন বাকি আছে।

অ্যান্ডি মারে
যে আবেগ, যে ইন্টেন্সিটি নিয়ে তুমি খেলে গিয়েছ, তা বহু ক্রীড়াবিদকে অনুপ্রাণিত করবে, টেনিসপ্রেমীরা তোমাকে মনে রাখবে। এত বছর তোমাকে খেলতে দেখা দারুণ অভিজ্ঞতা। সবকিছুর জন্য ধন্যবাদ।

সেরেনা উইলিয়ামস
তোমার থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছি। আমার কেরিয়ারে তোমার প্রভাব অপরিসীম। প্রতিনিয়ত উন্নতি করতে পেরেছি, জিততে শিখেছি তোমাকে দেখেই। তুমি অনেকের অনুপ্রেরণা। তোমাকে মিস করব।

আন্দ্রে ইনিয়েস্তা
প্রজন্মের পর প্রজন্ম তুমি ক্রীড়াপ্রেমীদের মনে গেঁথে থাকবে। অনেক শুভেচ্ছা।

ডেভিড বেকহ্যাম
রাফা, দুর্দান্ত কেরিয়ারের জন্য তোমাকে একরাশ শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। একজন টেনিস অনুরাগী হিসাবে কিছু অবিশ্বাস্য মুহূর্ত ও স্মৃতির জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।

রড্রি
রাফায়েল নাদাল, আমি মনে করি না আপনার থেকে ভালোভাবে কেউ খেলা ও জীবনের প্রতি মূল্যবোধ প্রদর্শন করতে পারে। টেনিস দিয়ে আমাদের মন ভরিয়ে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ।

রাউল
ইতিহাসের সেরা ক্রীড়াবিদ। কোর্টে এবং কোর্টের বাইরে আপনার মূল্যবোধ আমাকে প্রভাবিত করেছে। কোর্টে প্রতিটা পয়েন্টের সঙ্গে আপনার আবেগ মিশে। আপনি সকলের মনে থেকে যাবেন।

তৃতীয়বার এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হাতে তোলা পর ভারতের মহিলারা।

হকিতে এশিয়া সেরা ভারতের মহিলারা

রাজগির, ২০ নভেম্বর : চিনকে হারিয়ে হকি এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির খেতাব জিতলেন ভারতের মহিলারা। প্রতিযোগিতায় সব ম্যাচ জিতে চ্যাম্পিয়ন হল টিম ইন্ডিয়া।

বুধবার রাজগিরে ফাইনালে ১-০ গোলে চিনকে হারাল ভারতের মহিলা ব্রিগেড। এদিন শুরু থেকে আক্রমণাত্মক খেললেও ভারতকে গোলের জন্য অপেক্ষা করতে হয় ৩১ মিনিট পর্যন্ত। প্রথম দুই কোয়ার্টারে একের পর এক সুযোগ পেলেও তা কাজে লাগাতে পারেনি তারা। ম্যাচের তৃতীয় কোয়ার্টারে ভারতের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন দীপিকা। তিনি পেনাল্টি নষ্ট না করলে ব্যবধান বাড়তেই পারত। অন্যদিকে, চিন বেশ কয়েকবার আক্রমণ করলেও ভারতের জমাট রক্ষণ ভাঙতে পারেনি।

এদিকে এই নিয়ে তৃতীয়বার এশিয়া সেরার খেতাব ঘরে তুললেন ভারতের মেয়েরা।

মোহনবাগান অনুশীলনে অনিরুদ্ধ

ফিরলেন জাতীয় দলের ফুটবলাররা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ নভেম্বর : মঙ্গলবার মাঠের ধারে বল নিয়ে হালকা দৌড়োদৌড়ির পর এদিন পুরোপুরি দলের সঙ্গে প্রস্তুতিতে নেমে পড়লেন অনিরুদ্ধ থাপা।

গ্রেগ স্টুয়ার্টকে আগামী শনিবার জামশেদপুর এফসি-র বিরুদ্ধে পাওয়া না গেলেও থাপা ফিট হয়ে মাঠে ফিরতে চলেছেন। এদিন দলের সঙ্গে পুরো সময় অনুশীলন করেন তিনি। তাঁর গোড়ালির চোট সম্পূর্ণ সারিয়ে তিনি যে ফিট, এই খবর স্বস্তি দিতে পারে সবুজ-মেরুন সমর্থকদের। তবে স্টুয়ার্ট এখনও ফিট নন। যদিও মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ম্যানেজমেন্টের আশা ৩০ নভেম্বর চেন্নাইয়ান এফসি ম্যাচ থেকে খেলতে পারবেন তিনি। স্টুয়ার্টের মতো জামশেদপুরের বিপক্ষে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোটের জন্য খেলবেন না আশিস রাইও। তাঁর আরও দিন দশেক লাগবে ফিট হতে। তিনি না থাকায় সম্ভবত আগামী শনিবারের ম্যাচে তিন ডিফেন্ডার খেলাতে চলেছেন হোসে মোলিনা। মঙ্গলবারের প্রকাশ্য অনুশীলনের পর এদিন টেকনিকাল বিষয় এবং সিচুয়েশনে জোর দেন তিনি।

যদিও এদিন অনুশীলনে দরজা বন্ধই রাখলেন সবসময়ের মতো। তবে মঙ্গলবার থেকেই বোঝা যাচ্ছে, বহুদিন বাদে হয়তো আবারও ৩-৫-২ ছকে ফিরতে চলেছে মোহনবাগান। যদিও তরুণ দীপেন্দু বিশ্বাসকেও তৈরি রাখছেন। প্রয়োজন পড়লে তাঁকে নামানো হতে পারে আশিস রাইয়ের জায়গায় রাইট ব্যাকে। থাপা খেলবেন বলেই ধরে নেওয়া হচ্ছে। একান্তই ম্যাচের দিন যদি মনে হয় তিনি পারছেন না, তাহলে তাঁর পরিবর্তে দীপক টাংরি খেলবেন আপুইয়ার সঙ্গে। তবে অ্যালবার্তো রডরিগেজ ও আপুইয়ার তিনটি করে হলুদ কার্ড হয়ে আছে। ফলে খানিকটা দুশ্চিন্তাও থাকছে এই নিয়ে। যদিও মোলিনার বক্তব্য, 'আমি ওসব ভেবে দল নামাই না। কার্ড সমস্যা থাকবেই। আর তাছাড়া আমার দলে ২৬ জন ফুটবলার আছে। তারা সকলেই মাঠে নামার জন্য সবসময় প্রস্তুত। তাই কার কার্ড, তাকে রেখেঢেকে খেলতে হবে, এসব ভাবনা আমার নেই।' তাই আপুইয়াকে বসিয়ে রাখবেন না বলেই মনে করছে অভিজ্ঞ মহল।

প্রস্তুতির সময় স্ট্রেচিংয়ে বিশাল কেইথ। বুধবার।

বুধবার জাতীয় শিবির থেকে ফিরে দলের অনুশীলনে যোগ দিলেন বিশাল কেইথ, আপুইয়া, মনবীর সিং ও লিস্টন কোলাসো। এই চারজন এসে যাওয়ায় সঠিক অর্থে অনুশীলন শুরু হল এদিন থেকে। যদিও একাধিক চোট ও কার্ড সমস্যায় মোলিনার পরিকল্পনা খানিকটা হলেও ধাক্কা খেতে পারে পরবর্তী কিছু ম্যাচে।

সন্তোষের মূলপর্বে বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ নভেম্বর : সন্তোষ ট্রফির বাছাই পর্বের খেলায় শেষ ম্যাচে বিহারের বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র করল বাংলা। প্রথমার্ধে পেনাল্টির সুযোগ নষ্ট করলেন স্ট্রাইকার রবি হাঁসদা। পেনাল্টি থেকে গোল হলে ম্যাচের ফল অন্য হতে পারত। তবে ড্র করে তিন ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে মূলপর্বে গেল বাংলা।

এদিন দলে তিনটি পরিবর্তন করেন বাংলার কোচ সঞ্জয় সেন। মনোতোষ মাঝি, সুপ্রদীপ হাজরা ও আবু সুফিয়ানের পরিবর্তে নরহরি শ্রেষ্ঠা, বাসুদেব মান্ডি ও অমরনাথ বাস্কে প্রথম একাদশে আসেন। শুরুতেই গোল পেতে পারত বাংলা। কিন্তু রবিলাল মান্ডির ক্রস থেকে রবি হাঁসদা বল গোলে রাখতে পারেননি। ১৬ মিনিটে অধিনায়ক চাকু মান্ডির পাস থেকে গোলের সুযোগ নষ্ট করেন ইসরাফিল দেওয়ান। ৩৮ মিনিটে বক্সে অমরনাথ বাস্কেকে ফাউল করেন বিহারের ডিফেন্ডার আরিফ খান। রেফারি পেনাল্টির নির্দেশ নেন। কিন্তু রবির শট সেভ করেন বিহারের গোলরক্ষক। দ্বিতীয়ার্ধে গোলের জন্য মনোতোষ মাঝি ও উত্তরবঙ্গের আদিত্য থাপাকে মাঠে নামিয়ে দেন কোচ সঞ্জয়। কিন্তু বিহারের কোচ সঞ্জয় দে রক্ষণে পায়ের জঙ্গল তৈরি করে রাখেন। ফলে সেভাবে গোলের মুখ খুলতে ব্যর্থ বাংলা। ম্যাচের পর সঞ্জয় সেন বলেছেন, 'ছেলেরা শেষ পর্যন্ত লড়াই করেছে। ওদের লড়াইকে কুর্নিশ জানাই। দুই-একদিনের ভিতর মূলপর্বের অনুশীলন শুরু করব আমরা।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়িনী হলেন সাংরুর-এর এক বাসিন্দা

পাঞ্জাব, সাংরুর - এর একজন বাসিন্দা অঙ্কিতা গুপ্ত - কে 14.08.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 87C 57180 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার এই বিশাল পরিমাণ পুরস্কারের অর্থ জেতার আগে পর্যন্ত লটারি যে আমাদের আর্থিক স্থিতিশীলতা বাড়াতে পারে তা আমি কখনও ভাবিনি। এই ঘটনাটি আমার মনের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণরূপে বদলে দিয়েছে এবং এখন আমি প্রত্যেককে ডিয়ার লটারির টিকিট কেনার পরামর্শ দেবো, যা সামান্য কিছু টাকা খরচ করে পরীক্ষা করা যেতে পারে। এটি আমাদের আর্থিক পরিস্থিতির উন্নতি করবে।"

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

হেক্টরকে নিয়ে স্বস্তি নেই

আনোয়ার, হিজাজিরা ফিরছেন ২৬ নভেম্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ নভেম্বর : বুধবার ইস্টবেঙ্গল অনুশীলনে ফিরলেন হেক্টর ইউস্তে। যদিও স্প্যানিশ ডিফেন্ডারকে নিয়ে এখনই স্বস্তি ফিরছে না লাল-হলুদে।

মঙ্গলবার রাতেই স্পেন থেকে কলকাতায় ফেরেন হেক্টর। প্রত্যাশামতো বুধবার বিকেলে মাঠে নামেননি দলের সঙ্গে। যদিও বল পায় একেবারেই অনুশীলন করেননি। হালকা রিহ্যাব করলেন। ফিজিওকে সঙ্গে নিয়ে মাঠ ছাড়েন অনুশীলন শেষ হওয়ার অনেক আগেই। স্প্যানিশ ডিফেন্ডার বলেছেন, 'আগের থেকে ভালো আছি। দ্রুত মাঠে ফেরার চেষ্টা করছি। পরের ম্যাচেই খেলতে পারব কি না এখনই বলতে পারছি না।' যদিও টিম ম্যানেজমেন্ট সূত্রের খবর, ২৯ নভেম্বর নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি ম্যাচে তাঁকে পাওয়ার সম্ভাবনা কম। একইসঙ্গে নতুন করে চিন্তা বাড়ল নীশু কুমারকে নিয়েও। এদিন হেক্টরের সঙ্গেই রিহ্যাব করতে দেখা যায় তাঁকে। মাঠও ছাড়েন স্প্যানিশ ডিফেন্ডারের সঙ্গেই। তবে বল পায়ে পুরোদমে অনুশীলন করেছেন আমন সিকে।

ইস্টবেঙ্গলের অনুশীলনে হাসিখুশি মাদিহ তালাল। বুধবার।

জাতীয় শিবিরে থাকা ইস্টবেঙ্গলের দুই ভারতীয় ফুটবলার জিকসন সিং ও আনোয়ার আলিকে অতিরিক্ত কয়েকদিন বিশ্রাম দিয়েছেন অস্কার ব্রুজোঁ। জর্ডনের জাতীয় দলে থাকায় ছুটি দেওয়া হয়েছে হিজাজি মাহেরকেও। ছুটি কাটিয়ে তিনজন ২৬ নভেম্বর দলের সঙ্গে যোগ দেবেন। বুধবার রক্ষণ, মাঝমাঠ ও আক্রমণভাগের ফুটবলারদের আলাদা আলাদা অনুশীলন করান ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার।

এদিকে, এদিনই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সহ সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন শ্রাচী স্পোর্টসের কর্ণধার রাহুল টোডি ও তমাল ঘোষাল। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বোর্ডে থাকার কারণেই ইস্তফা বলে শ্রাচীর তরফে সংবাদমাধ্যমকে জানানো হয়।

রেফারিং নিয়ে ক্ষোভ নাগেলসম্যানের

বুদাপেস্ট, ২০ নভেম্বর : গ্রুপের শীর্ষস্থান আগেই নিশ্চিত হওয়ায় নেশনস লিগে মঙ্গলবার রাতে হাঙ্গেরি ম্যাচের তেমন গুরুত্ব জার্মানির কাছে ছিল না। কিন্তু হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে ১-১ গোলে আটকে গিয়ে রেফারিং নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন জার্মানির কোচ জুলিয়ান নাগেলসম্যান। ৭৬ মিনিটে জার্মানদের এগিয়ে দেন ফেলিক্স এনমেচা। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধের অতিরিক্ত সময়ে পেনাল্টি থেকে স্কোর সমান করেন ডোমিনিক সোবোসলাই। পেনাল্টি নিয়ে ক্ষোভ নাগেলসম্যানের। বলেছেন, 'ওটা পেনাল্টি ছিল না। রবিন কোচের হাত শরীরের কাছে ছিল। এই অবস্থায় হাতে বল লাগলে পেনাল্টি হয় না। ম্যাচের পর রেফারির সঙ্গে কথা বলেছি। তবে উনি কিছু বুঝেছেন কিনা আমার সন্দেহ রয়েছে।'